মাওলানা আসেম উমর

সূচী

দাজ্জালের বিবরণ

দাজ্জালের বিষয়টি উম্মতে মুসলিমার মধ্যে কি পরিমাণ গুরুত্ব বহন করে, তা আপনি আন্দাজ করতে পারবেন যে, মুসলিম মায়েরা যখন তাদের সন্তানদেরকে ইসলামী আক্বীদা আর মৌলিক বিষয়গুলো শিখিয়ে থাকে, তখন দাজ্জাল বিষয়েও তারা নিয়মিত সন্তানদেরকে সতর্ক করতে থাকে। আপনি যখন ছোট্ট ছিলেন, তখনই আপনার মনে তারা দাজ্জালের ভয়াবহতাকে বসিয়ে দিয়েছিল। এটি হচ্ছে আসলে উম্মতে মুসলিমার শ্রদ্ধাশীল মায়েদের ঐ শিক্ষাদিক্ষা, যা সন্তানকে ইসলামী আক্বীদা থেকে সরে যেতে দেয়না। কিন্তু এখন হয়ত প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হতে চলেছে। এখন "মুর্খসভ্যতা" এসে আজকালের মায়েদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ঐ দায়িত্বটি থেকে অনেকাংশেই বিমুখ করে দিয়েছে। এটাও দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের নিকটতম নিদর্শনাবলীর অন্যতম যে, তখন লোকেরা দাজ্জালের আলোচনাকে ভুলে যাবে। সুতরাং আপনি যদি নিজেকে এবং প্রিয় পরিবারটিকে দাজ্জালের ভয়ানক ফেতনা থেকে বাঁচানোর ইচ্ছা করে থাকেন, তবে ঘরোয়া পরিবেশে আপনি দাজ্জালের আলোচনা ও তার ফেতনার বর্ণনাকে ব্যাপকভাবে শুরু করুন। যাতে মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া শিশুটি শৈশব থেকেই দাজ্জাল সম্পর্কে অবহিত হয়ে এসম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

দাজ্জালের ব্যাপারে ইহুদীদের মতাদর্শ...

দাজ্জালের ব্যাপারে নবী করীম সা.এর হাদিসগুলো উল্লেখের পূর্বে সমিচীন মনে করছি যে, দাজ্জালের ব্যাপারে ইহুদী সম্প্রদায়ের ধারণা এবং তাদের বিকৃত কিতাবগুলোতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানীগুলো উল্লেখ করা হোক। যাতে বুঝতে পারেন যে, বর্তমান সময়ে আমেরিকা এবং অন্যান্য কুফুরী শক্তিগুলো ইহুদীদের ইশারায় যা কিছু করছে, এর মূলে কি..!! দাজ্জালের ব্যাপারে ইহুদীদের মতাদর্শ হচ্ছে যে, সে ইহুদী জাতির বাদশা হবে। সে আত্মপ্রকাশ করে সমস্ত ইহুদীকে বাইতুল মাকদিসে (জেরুজালেমে) আবাদ করবে। বিশ্বজোড়ে ইহুদীশাসন প্রতিষ্ঠা করবে। ফলে ইহুদীদের নিরাপত্তার জন্য বিশ্বময় আর কোন শঙ্কা বাকী থাকবেনা। সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদ (ইহুদীবিরোধী শক্তি)র সমাপ্তি ঘটবে। সর্বদিকে ন্যায়-নিষ্ঠা ও ইনসাফের জয়জয়কার হবে।

তাদের গ্রন্থে "ইযাখীল" অধ্যায়ে এসেছে :-

"হে ইহুদীদের মেয়ে! খুশিতে আনন্দে চিল্লাতে থাকো..!! হে জেরুজালেমের মেয়ে ! ভালো করে দেখো..!! তোমাদের বাদশা আসছে। সে ন্যায়পরায়ণ। গাধার উপর বা খচ্চর/গাধীর উপর আরোহন করে। "ইউফেরিয়াম" থেকে গাড়ী এবং জেরুজালেম থেকে ঘোড়া পৃথক করো..!! সকল প্রকার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে। সমুদ্র থেকে যমিন পর্যন্ত তার শাসন হবে। (যাকারিয়া-৯:৯-১০)

"এমনিভাবে ইসরাইলের সকল জাতিকে আমি সারাবিশ্ব থেকে একত্রিত করব। যেখানেই তারা অবস্থান করুক, আমি তাদেরকে তাদের ভূমিতে একত্রিত করবই। আমি ভূপৃষ্ঠে তাদেরকে ইসরায়েলের পাহাড়ের উপর একটি জাতির আকৃতি দেব, যেখানে কেবল একজন বাদশা-ই তাদেরকে শাসন করবে। (ইযাখীল-৩৭:২১-২২)

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট "রিগান" ১৯৮৩ সালে "আমেরিকান-ইসরায়েল পাবলিক কমিটি (AIPAC)"এর টম ডাইনের সাথে আলাপকালে বলেছিল- "আপনি কি জানেন যে, আমি আপনার পুরাতন নবীদের কথাকে বিশ্বাস করি, যেগুলি প্রাচীন বইপুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়া "আরমিগডান" (তেলআবিব থেকে ৫৫ কিঃ মিঃ ব্যবধানে অবস্থিত একটি এলাকা)র ব্যাপারে বর্ণিত ধারাবাহিক ভবিষ্যদ্বানী এবং নিদর্শনসমূহও ঐ সকল পুস্তকে বিদ্যমান রয়েছে। আমি একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হই যে, আমরাই কি তাহলে ঐ জাতি, যারা নিকটভবিষ্যতের ভয়ানক পরিস্থিতি দেখার জন্য জীবিত আছি। অবশ্যই মনে রাখবেন

যে, (ভবিষ্যদ্বানীগুলো) বর্তমান যমানাকেই বর্ণনা করছে, যার মধ্যদিয়ে আমরা অতিক্রম করছি।"

রিগান "মুবাশশির চার্চ" এর "জেম বেকার"এর সাথে ১৯৮১ সালে আলোচনাকালে বলেছিলেন- "আপনি একটু চিন্তা করেন যে, কমছেকম বিশ কোটি সৈনিক প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে তৈরী হবে। অপরদিকে কোটি কোটি সৈনিক পাশ্চাত্য থেকেও আসবে। অতপর পশ্চিম ইউরোপে ঈসা মাছীহ (অর্থাৎ দাজ্জাল) তাদের উপর আক্রমণ করে বসবে, যারা জেরুজালেমকে দখল করে নিয়েছিল। অতপর সে ঐ সৈন্যদলের উপর আক্রমণ করবে, যারা আরমিগডানের উপত্যকায় এসে একত্রিত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই- জেরুজালেমে এত রক্ত প্রবাহিত হবে যে, ঘোড়ার বাগ পর্যন্ত রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। ঐ সকল এলাকা জঙ্গি সরাঞ্জামাদী, জানোয়ার এবং মানুষের জিন্দা লাশ আর রক্তের মাধ্যমে ভরে যাবে। "

"পল ফিন্ড লে" বলেন- "একটি কথা বুঝে আসেনা যে, একজন মানুষের উপর এমন অমানবিক কাজ কিভাবে কল্পণা করা যেতে পারে। কিন্তু ঐদিন প্রভূ মানুষত্ব চাহিদাকে অনুমতি দিয়ে দেবেন যে, যেভাবে মনচায়- সেভাবেই তুমি তোমার প্রকৃত চেহারাকে প্রকাশ কর। পৃথিবীর বড় বড় শহর- লন্ডন, প্যারিস, টোকিও, নিউইয়র্ক, লস এ্যাঞ্জেলস, শিকাগো- সব মাটির সাথে মিশে যাবে।"

"পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তনের নাম নিয়ে মাছীহে দাজ্জালের (খোদায়ী) ঘোষনাটি একটি মহা আন্তর্জাতিক কনফারেন্স থেকে প্রকাশ করা হবে, যা স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে সারাবিশ্বে একযুগে সম্প্রচার করা হবে।" (টিভি সাক্ষাতকারের একপর্যায়ে হিল্টন হিস্টন)

"পবিত্র ভূমিতে (জেরুজালেমে) ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষিতে আমি মনি করে যে, মাছীহ দাজ্জালের আগমনী সময় ঘনিয়ে এসেছে, যেখানে সম্পূর্ণ মানবতা একটি দৃষ্টান্তমূলক সামাজিক অবস্থানের মাধ্যমে আলোকিত হয়ে উঠবে। (সাবেক সিনেটর "মার্ক হিট ফিল্ড")

Forcing god's hand এর লেখিকা "গ্রিস হল সিল" বলেন- "আমাদের গাইড (ব্যক্তি) সবুজ গম্বুজ(Tomb stone)এবং মসজিদে আকসার দিকে ইশারা করে বলেন যে, আমরা আমাদের তৃতীয় আকৃতিটি সেখানে তৈরী করব। তা নির্মাণের জন্য আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন রয়েছে। নির্মাণমূলক সরাঞ্জামাদী পর্যন্ত এসে গেছে। এগুলোকে একটি গোপনীয় স্থানে রাখা হয়েছে। ইসরায়েলের অনেক দোকানেও এই আকৃতিকে কেন্দ্র করে অনেক বিরল প্রকৃতির বস্তু তৈরী করা হচ্ছে। একজন ইসরাইলী খাটি রেশমী কাপড় দিয়ে এক ধরনের কাপড় বুনা শুরু করেছে, যা দিয়ে ইহুদী পাদ্রীদের জন্য বিশেষ ধরনের এক পোশাক তৈরী করা হবে (হতে পারে- এটা হচ্ছে ঐ تيجان বা سيجان চাদর, যাকে হাদিসে দাজ্জালের পেছনে থাকা ইহুদীদের পোশাক বলা হয়েছে) অতপর গ্রিস হিলের ভাষ্য- "আমাদের গাইড বলেন- আর এটাও ঠিক যে, আমরা সর্বশেষ সময়ের কাছাকাছি এসে পৌছে গেছি। যেমনটি আমি বলেছিলাম যে, কট্টরপন্থী ইহুদীরা মসজিদে আকসাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, যা দেখে মুসলিম বিশ্ব ভড়কে উঠবে। এখানে ইসরাইলের সাথে একটি পবিত্র যুদ্ধ হবে। ব্যাপারটি মাছীহ দাজ্জালকে বাধ্য করবে তাদের মাঝে এসে হস্তক্ষেপ করতে।"
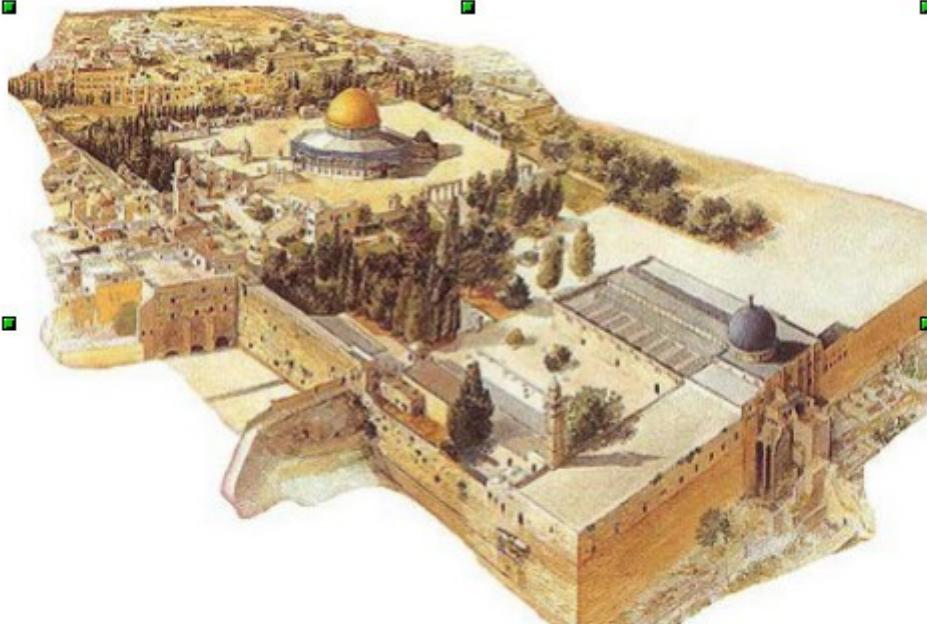
বর্তমান মসজিদে আকসা তথা বাইতুল মাকদিস

ইহুদীদের পরিকল্পিত সুলেমানী আকৃতি, মসজিদে আকসাকে শহীদ করে সুলেমানী আকিৃতি নির্মাণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন

১৯৯৮ এর শেষের দিকে একজন ইসরাইলীকে প্রসিদ্ধ একটি খবরের ওয়েবসাইটে দেখানো হয়। যেখানে বলা হয় যে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের উপাসনালয়গুলোকে মুক্ত করা এবং এরস্থলে বিভিন্ন আকৃতি নির্মাণ করা। খবরে বলা হয়- উক্ত আকৃতি নির্মাণের যথোচিত সময় এসে গেছে। সংবাদে ইসরায়েলী সরকারের কাছে আবেদন করা হয় যে, ইসলামী দখলদারিত্বকে মসজিদের স্থানগুলো থেকে পৃথক করা হোক। কেননা, তৃতীয় আকৃতি নির্মাণের সময় অতি নিকটে এসে গেছে। (Forcing god's hand এর অনুবাদ থেকে সংগৃহীত)

"আমি ইসরায়েলের লেন্ডা ও ব্রাউন (দু'জন ইহুদী)র ঘরে অবস্থান করেছি। একদিন সন্ধায় আলাপকালে আমি বললাম যে, উপাসনাগার নির্মাণ করতে গিয়ে মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করার প্রেক্ষিতে এক ভয়ানক মহাযুদ্ধের সূত্রপাত পারে। তখন ঐ ইহুদী তৎক্ষনাৎ বলতে লাগল- "ঠিক সেটাই..!! এমন যুদ্ধের সূত্রপাত হউক, এটাইতো আমরা চাই..!! কেননা, আমরা সে যুদ্ধে বিজয়ী হব। অতপর সমস্ত আরবকে আমরা

ইসরায়েলী ভূখন্ড থেকে বহিস্কার করে দেব। এরপর আমরা পূণরায় আমাদের উপাসনাগারকে নতুনভাবে নির্মাণ করব। (خوفناك جديد صليبي جنگ)

ফুরাত নদী শুকিয়ে যাবে

(book of revelation)এর ষোলতম অধ্যায়ে এসেছে যে, ফুরাত নদী শুকিয়ে যাবে। আর এভাবে প্রাচ্যের বাদশাদের জন্য সেটা পার হয়ে ইসরায়েল পৌঁছার সুযোগ হয়ে যাবে।

প্রসিদ্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট "নিক্সন" (Victory without war) গ্রন্থে লেখেন যে, ১৯৯৯ সালের মধ্যে আমেরিকা সারাবিশ্বের শাসনকর্তা হবে। আমেরিকার এ মহাবিজয় কোনপ্রকার যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হবে। অতপর অবশিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাজগুলি মাছীহ (দাজ্জাল) এসে সামলে নেবেন। মনে হয়- উপরোক্ত সালটি পর্যন্ত মাছীহ আগমনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যাবে। মার্কিনীদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু ঐ সকল ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা। এরপর বাকী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা মাছীহ নিজে চালাবেন।

"লাখো খৃষ্টান মৌলবাদীদের ধারণা যে, খোদা আর ইবলিসের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধটি তাদের জীবদ্দশাতেই শুরু হয়ে যাবে। যদিও তাদের অধিকাংশের দাবী যে, ঐ সকল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে উঠিয়ে বেহেশতে পৌছে দেয়া হবে। তারপরও তারা এ সম্ভাবনার দরুণ সন্তুষ্ট নয় যে, একজন খৃষ্টান হওয়া সত্তেও তাদেরকে এমন এক সরকারের হাতে নিরস্ত্র করে দেয়া হবে, যা শত্রুদের হাতেও চলে যেতে পারে। এই মতাদর্শের প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, খৃষ্টান মৌলবাদীরা তাদের সেন্যবাহিনী প্রতিরক্ষার বিষয়টি এত গুরুত্বের চোখে কেন দেখে থাকে। তারা স্বীয় মতাদর্শানুযায়ী দু'টি উদ্দেশ্য সফল করতে চায়। এক- আমেরিকাকে স্বীয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া। দুই- নিজেদেরকে আগত ভয়ানক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলা, যার ভবিষ্যদ্বানী বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আন্দাজ করা যায় যে, বাইবেলে বিশ্বাসী লাখো খৃষ্টান নিজেকে এত কঠোরভাবে দাউদী (Davidians)তথা টেকসাসের প্রাচীন বাসিন্দাদের সাথে কেন জড়িয়ে থাকে।

"ডেমন থমাস"এর লেখা The end of time: Faith and Fear with shadows of millennium এ লেখেন- "আরববিশ্ব হচ্ছে যিশুখৃষ্টের সাথে শত্রুতাপোষনকারী একটি বিশ্ব। তাহলে কি এটাই সর্বশেষ শতাব্দী ?? - is this the Last century ??

কোন একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় খৃষ্টানরা প্রহর গুণছে। ইহুদীরা ব্যাপারটি নিয়ে শঙ্কিত রয়েছে। ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা (১৯৪৮) এবং বাইতুল মাকদিস দখলের (১৯৬৭) পূর্বে তারা প্রার্থণা করত- হে খোদা! এই বৎসর জেরুজালেমে...!! আর এখন তারা প্রার্থণা করে- হে খোদা! আমাদের মাছীহ দ্রুত এসে পড়ুক...!!

মোটকথা, যেসকল ভবিষ্যদ্বানী ঈসা বিন মারয়াম আ.এর ব্যাপারে এসেছে, ইহুদীরা এগুলোকে দাজ্জালের জন্য সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা খৃষ্টানদেরকেও একথা বলে ধোকায় ফেলে রেখেছে যে, আমরা প্রতিশ্রুত মাছীহের অপেক্ষা করছি। আর মুসলমান হচ্ছে Anti Christ তথা মাছীহ বিরোধী। অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত। মুসলমান আর খৃষ্টানরা হযরত ঈসা বিন মারয়াম আ.এর আগমনের অপেক্ষা করছে। আর ইহুদীরা যার অপেক্ষা করছে, সে হচ্ছে মাছীহ দাজ্জাল, যাকে ঈসা বিন মারয়াম আ. এসে হত্যা করবেন। সুতরাং খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের উচিত; প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করে এই মুহূর্তে মুসলমানদেরকে সহযোগীতা করা। কারণ, ইহুদীরা হচ্ছে তাদের পুরাতন শত্রু।

নবী দাবীকারী মিথ্যুক জর্জ বুশ...

এখানে ঈমানদারদের খেদমতে আমি আল্লাহর শত্রুদের পরিকল্পনাগুলো উল্লেখ করছি। যাতে করে বুঝে আসে যে, যে যুদ্ধকে আমরা কোন পাত্তাই দিচ্ছিনা। যাকে রাজনৈতিক হাঙ্গামা বলে নিজেদের আঁচলকে

চার দেয়ালের ভেতরে গুম করে রেখেছি, সেটিকে বিশ্ব কুফুরীশক্তি কোন দৃষ্টিতে দেখছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইরাক হামলার পূর্বে বলেছিল- "এ যুদ্ধের পর তাদের অপেক্ষমাণ মাছীহ (দাজ্জাল) এর আগমণ ঘটবে।" এ ঘোষনার পর বুশ ইসরায়েল সফরে এসেছিলেন। "মস্কো টাইমস" এর রিপোর্ট অনুযায়ী সফরকালীন এক বৈঠকে (যেখানে সাবেক ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও হামাসের লিডার পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন) মাহমূদ আব্বাসের ভাষ্য অনুযায়ী বুশ দাবী করেন :-

(১) আমার বর্তমান আগ্রাসনের জন্য আমি প্রভূর কাছ থেকে শক্তি অর্জন করেছি।

(২) প্রভূ আমাকে আদেশ করেছেন যে, "আলকায়েদা"র উপর আঘাত কর। তাই আমি আলকায়েদার উপর আগ্রাসন চালাচ্ছি। প্রভূ এ-ও আদেশ করেছেন যে, সাদ্দাম হুসেনের উপর আঘাত কর। তার বিরুদ্ধেও আগ্রাসন চালিয়েছি। এখন আমার মনযোগ হচ্ছে- মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুটির স্থায়ী সমাধান করে দেয়া। যদি তোমরা (ইহুদীরা) আমাকে সাহায্য কর, তবে আমি আগ্রাসন চালাব। অন্যথায় সামনের নির্বাচনের দিকে মনযোগী হব।

বুশের এ বিবৃতি প্রতিটি ঈমানদারের চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। বুশ তার অধিকাংশ বক্তব্যের সময় নবী হওয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরে। সে প্রায়ই বলে- I am messenger of god অর্থাৎ আমি প্রভূর প্রেরিত নবী। বুশের প্রভূ হয়ত ইবলিস, না হয় দাজ্জাল, যে নিয়মিতভাবে তাকে হেদায়েত দিয়ে থাকে। কোরআনে কারীমে বলা আছে- وإن الشياطين ليوحون إلى أولياءهم "নিশ্চয় ইবলিস-শয়তানেরা তাদের মানুষ বন্ধুদেরকে আদেশ করে থাকে।" সুতরাং বুশ হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার সবচে' বড় মিথ্যুক।

"ফ্রিথড টুড" এর ম্যানেজারের দাবী- প্রেসিডেন্ট বুশের মত ধর্মীয় প্রেসিডেন্ট ইতিপূর্বে আমি লক্ষ করেনি। সে রীতিমতো একটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং আপনি ধর্মকে সামরিক বিষয় থেকে পৃথক করতে পারবেননা।

সমালোচকগণ যখন বুশের উপর একথা বলে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল যে, আপনি এ যুদ্ধে প্রভূকে কেন মাঝখানে দাড় করাচ্ছেন ..?? তখন বুশ বলেছিল- God is not neutral in this war on terrorism "সন্ত্রাসবাদের এ যুদ্ধে প্রভূ নিরপেক্ষ নয়"

"ডিয়োট ফার্ম" স্বীয় গ্রন্থ (The Right Man)এ লেখেন- "জর্জ বুশ সাম্প্রতিক যুদ্ধটিকে ক্রোসেড যুদ্ধে রূপান্তরিত করেছেন।"

বুশের এ মানসিকতা নাইন-ইলেভেনের পর থেকে নয়; বরং প্রথম থেকেই বুশ একজন ধর্মীয় পাগল। যখন সে টেকসাসের গভর্ণর ছিল, তখন সে বলেছিল- "যদি আমি তকদীরে বিশ্বাস না করতাম, যা প্রতিটি মানুষের পিছু লেগে রয়েছে, তবে আমি কখনো গভর্ণর হতে পারতাম না।"

বুশের ব্যাপারে গবেষনাকারী ব্যক্তিবর্গের দাবী- তার প্রতিটি বর্ণনা এবং প্রতিটি ইন্টারভিউ থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, সে নিজেকে ম্যাসেন্টিক মিশনের উপর (দাজ্জালী মিশন) আছে বলে মনে করে। উল্লেখ্য যে- খৃষ্টানরা ঈসা আ.এর অপেক্ষায় রয়েছে। আর ইহুদীরা "মাছীহা" (Messiah)তথা দাজ্জালের অপেক্ষায় রয়েছে। সুতরাং বুশ-ও ইহুদীদের গোলামী করতে যেয়ে বক্তব্যের মাঝে "খৃষ্ট মিশন" (Jesus/Christ Mission)শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে "মাছীহী মিশন" (Messianic Mission) শব্দ ব্যবহার করে থাকে। শব্দের সাত-পাঁচ পরিবর্তন করে সমস্ত খৃষ্টানদেরকে সে ধোকায় ফেলে রেখেছে।

হাদিসে নববীর আলোকে দাজ্জালের ফেতনা...

দাজ্জালের ফেতনার ভয়াবহতাকে আপনি একথার মাধ্যমে আন্দাজ করতে পারবেন যে, স্বয়ং নবীজী

সা. পর্যন্ত তার ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করতেন। নবী করীম সা. যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে দাজ্জালের ফেতনার ভয়াবহতার বিবরণ পেশ করতেন, তখন তাদের চেহারায় আতঙ্কের নিদর্শন ফুটে উঠত। দিগ্বীজয়ী বীরত্বের শ্রেষ্ঠ উপমা সাহাবায়ে কেরামকে কোন বিষয়টি সবচে বেশি ভয়ে ফেলে দিয়েছিল..?? ভয়াবহ যুদ্ধ নাকি ভয়ানক মৃত্যু..?? না...!! এসকল বিষয়কে তো সাহাবায়ে কেরাম কখনো ভয় পাওয়ার কথা নয়। বরং সাহাবায়ে কেরাম যে বিষয়টিকে ভয় পাচ্ছিলেন, সেটি হচ্ছে দাজ্জালের ধোকা ও প্রতারণা। সে এতই ভয়ানক হবে- তখনকার পরিস্থিতি মানুষের বুঝে আসবেনা। কেননা, তখন নেতৃত্ব থাকবে পথভ্রষ্ট লোকদের হাতে। ফাসেক ও পাপিষ্ঠ নেতৃবর্গই জনগণকে দাজ্জালের অনুসরণ করতে বাধ্য করবে। পাশাপাশি সবচে' বড় অপপ্রচার তখন এই হবে যে, মুহুর্তের মধ্যে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় কোণায় পৌছে দেয়া হবে। মানবতার মুক্তির দূতকে হিংস্র ও সন্ত্রাসী আর সন্ত্রাসীকে মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে তুলে ধরা হবে।

এ কারণেই নবী করীম সা. দাজ্জালের ফেতনাটিকে খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। তার আকার-আকৃতি, প্রকাশস্থল, পৃথিবীতে তার অবস্থান, তার মৃত্যু ও হত্যাকারী এমনকি নিহতের স্থানটি পর্যন্ত বলে গেছেন। কিন্তু ..!! উম্মতে মুসলিমা আজ অলসতার গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত- জনগণ তো জনগণই- আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত তার আলোচনাটি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছে। অথচ নবী করীম সা. বারবার সাহাবাদের কাছে বর্ণনা করতেন আর বলতেন- আমি তোমাদেরকে বারবার এজন্য বলছি, যাতে তোমরা বিষয়টিকে ভুলে না যাও। কথাগুলো ভাল করে বুঝ..! চিন্তা-গবেষনা কর..! এবং অন্যদেরকে এসম্পর্কে অবহিত কর..!!

দাজ্জালের পূর্বে বিশ্বপরিস্থিতি...

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة ، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ، ويتكلم الرويبضة من الناس ، قيل: وما الرويبضة ؟؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة.(مسند أحمد:1332 ، مسند أبي يعلى:3715 ، السنن الواردة في الفتن)

অনুবাদ- আনাছ বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- নিশ্চয় দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বে কয়েকটি ধোকার বৎসর হবে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানানো হবে। বিশ্বাসঘতককে বিশ্বস্ত আর বিশ্বস্তকে বিশ্বাসঘাতক মনে করা হবে। তখন رويبضة মানুষের মধ্যে কথা বলবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাস করলেন- رويبضة কে ? উত্তরে বললেন- পাপিষ্ঠরা জনগণের (কল্যাণের) ব্যাপারে কথা বলবে।

ফায়দা- হাদিসটি বর্তমান যুগের দিকে কতইনা পরিস্কারভাবে ইঙ্গিত করে চলেছে। যেখানে সুপ্রসিদ্ধ "সুশীল সমাজ" থেকে আসা একটি মিথ্যা বিবৃতিকে আজকের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বিনাদ্বিধায় সত্য বলে মেনে নিচ্ছে। যদি এই মিথ্যাগুলো নিয়ে কোন বইপুস্তক লেখা হয়, তবে মনে হয় লেখক সেটির ব্যাখ্যা আমরণ লিখতে থাকবে, কিন্তু তাদের মিথ্যার তালিকাটি হয়ত শেষ হবেনা। পক্ষান্তরে কত বাস্তব ও সত্য বিষয়, যার উপর পশ্চিমা "স্বাধীনচেতা মিডিয়া" স্বীয় ধোকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এমন বাঁধন এটে দিয়েছে যে, সারাজীবনভর-ও যদি কেউ সে বাঁধন খুলার চেষ্টা করে, খুলতে সক্ষম হবেনা।

((আজকাল তো টেলিভিশনের সামনে বসলে কত হাজারো চ্যানেলের দেখা পাওয়া যায়, প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিই নিজের নামে চ্যানেল খুলে বসে আছে। তার নিজস্ব চিন্তাধারানুযায়ী ভাল খারাপ সব তাতে প্রচার করে চলেছে। রাতে টিভির সামনে বসলে আপনি দেখবেন যে, বিভিন্ন সংবাদের পর অনেক চিন্তাবীদ, গবেষক, রাজনীতিবীদ, প্রকৌশলী, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, সিনেমার তারকা, বড় ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিদের দাওয়াত করে তাদের মতামতগুলো পেশ করা হয়। তাদের মতামতগুলো শুনলে আপনার মনে হবে যে, সেই মনে হয় বিশ্বের প্রধান শাসক। সর্ববিষয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। দেশের পরিস্থিতি কি রকম এবং

কোনদিকে যাওয়া উচিত, সরকারের অমুক কাজটি ঠিক আর অমুক কাজটি ভুল, বিরোধীদলকে এথেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ইত্যাদি। এমনকি সে বিশ্বপরিস্থিতি নিয়েও কথা বলতে শুরু করে- আমেরিকা এখন ঐ পলিসি গ্রহণ করছে, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধার সম্ভব কি না, মিসর-তিউনিশিয়া-ইয়েমেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবনতি, এহেন পরিস্থিতিতে কি কি করণীয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিষয়ে আপনি তাদেরকে মত প্রকাশ করতে দেখবেন। অথচ তারা যদি সিনেমার তারকা হয়ে থাকে, তবে কত কোটি টাকা তারা পাপকাজে লিপ্ত করেছে। অশ্লীলতা আর বেহায়াপনাকে সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে কত যুবক-যুবতীর জীবনকে তারা নষ্ট করেছে। তারা যদি ব্যবসায়ী হয়ে থাকে, তবে সুদী কারবারে লিপ্ত হয়ে কত দরিদ্রের পেটে লাথি মেরে আল্লাহর বিরুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধের ঘোষনা করে চলেছে। তারা যদি প্রকৌশলী, জজ বা উকিল হয়ে থাকে, তবে পয়সা উপার্জনের আশায় কত সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানিয়েছে, কত বিশ্বস্তকে বিশ্বাসঘাতক আর বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বস্ত বলে জনগণের সামনে পেশ করেছে। এভাবে বলতে থাকুন.....!!!!

সুতরাং এখন থেকেই সতর্ক হয়ে যান- এগুলো কিসের নিদর্শন ??!! এ সকল বিষয় কার আগমনকে ঘনিয়ে তুলছে ??!! এখনই চিন্তা করুন.. নাহয় পরবর্তীতে আর চিন্তা করার সময়ও পাবেননা। (আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন)- মুতারজিম))

عن عمير بن هانئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار الناس إلى فسطاطين ، فسطاط إيمان لا نفاق فيه ، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه ، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده.(أبو داود،ج:4ص:94 ، المستدرك،ج:4ص:513، الفتن نعيم بن حماد) صححه الألباني في رواية أبي داود، وصححه الإمام الذهبي في رواية المستدرك

অনুবাদ- উমাইর বিন হানি রা হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- যখন সমস্ত মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক- ঈমানের দল, যেখানে কোন কপটতা নেই। দুই- মুনাফেকীর দল, যেখানে কোন ঈমান নেই। সুতরাং যখন তোমরা এমনটি লক্ষ করবে, তখন দাজ্জালের অপেক্ষা কর। ঐ দিন এসে পড়বে বা পরের দিন আসবে।

ফায়দা- আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হেকমত খুবই সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। তিনি যাকে পছন্দ করেন, তার মাধ্যমেই খেদমত নিয়ে থাকেন। মুসলমান নিজেরা তো ইচ্ছা করলেই দু'টি দলে বিভক্ত হতে পারবেনা; বরং আল্লাহ তা'লা কাফের সরদারদের মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন করাবেন। ইহুদীদের হিতাকাঙ্খী প্রেসিডেন্ট বুশ স্বয়ং ঘোষনা করেছে যে, কে আমাদের সাথে থাকবে, আর কে ঈমানদারদের সাথে শামিল থাকবে। ইতিমধ্যেই বড় দু'টি সংখ্যা এতদ্দলদ্বয়ে শামিল হয়ে গেছে। অল্পকিছু এখনও বাকী আছে। কিন্তু আল্লাহ পাক এটিকেও সম্পন্ন করে ছাড়বেন, অবশ্যই সম্পন্ন করে ছাড়বেন। এখন সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, কে ঈমানদার, আর কার অন্তরে ঈমানদারদের চেয়ে আল্লাহর শত্রুদের প্রতি বেশি ভালবাসা লুকায়িত। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের এখনই চিন্তা করা উচিত- সে কোন দলে অবস্থান করছে। কোন দলের দিকে তার ভ্রমণ জারী রয়েছে। স্বীয় কথাবার্তা আর কার্যকলাপের মাধ্যম কোন দল শক্তি যুগাচ্ছে। এখানে নিরব নিস্তব্ধ দাড়িয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। নিশ্চুপ ব্যক্তিদের দিয়ে না ইবলিস ও তার জোটবদ্ধ সেনাদের কোন কাজ রয়েছে। আর না আল্লাহ তা'লা তাদের সমর্থনের প্রতি কোণরূপ মুকাপেক্ষী রয়েছেন। এটি হচ্ছে কুফুর-ইসলামের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধ। সুতরাং কোন একটি সাইড আপনাকে বেছে নিতেই হবে- ঈমানের দল, যেখানে কোন কুফুরী নেই। কুফুরী দল, যেখানে কোন ঈমান নেই। হয়ত সম্পূর্ণ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হবে, অন্যথায় কুফুরী শক্তির পা চেটে দিনাতিপাত করতে হবে।

এটা হচ্ছে ঐ মুহুর্ত, যেখানে প্রতিটি সদস্য, প্রতিটি সংগঠন এবং প্রতিটি দল ঠিক সেদিকেই ঝুকে পড়বে, যার সাথে তার ধ্যানধারণার মিল ও ভালবাসা হবে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'লা বলেন- أم حسب الذين في قلوبهم أن لن يخرج الله أضغانهم "যাদের অন্তরে হিংসা রয়েছে, তারা কি মনে করে বসেছে

যে, আল্লাহ তা'লা (তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা) হিংসাটি প্রকাশ করে দেবেননা..??!! (বরং অবশ্যই আল্লাহ তা'লা তাদের হিংসা-বিদ্বেষকে ফাঁস করে ছাড়বেন)

প্রতিটি দেশে বিদ্যমান ইহুদীদের সহযোগীতায় চালিত সংগঠনগুলো এখন ইহুদীদের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করে দেবে। যারফলে অনেক মানুষ এরসাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে। যে সকল দলের মূলকড়ি "ফ্রীমেসেন"এর হাতে, এখন তাদেরকে স্বীয় অভিযানে এক ও অভিন্ন দেখা যাবে। আর তাই যে আওয়াজটি ইহুদী ধর্মীয় পাদ্রীদের মুখ থেকে বের হবে, সেটাই ঐ সংগঠন, দল, সংস্থা এবং এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখের বাণী হয়ে যাবে।

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت في الحطيم مع حذيفة رضي الله عنه ، فذكر حديثا ثم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ، وليكونن أئمة مضلون ، وليخرجن على إثر ذلك الدجالون الثلاثة ، قلت: يا أبا عبد الله ! قد سمعت هذا الذي تقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟ قال: نعم... سمعته وسمعته ، يقول: يخرج الدجال من يهودية أصبهان.(مستدرك،ج:4ص:573) هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه.

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমি হাতীমে হযরত হুযায়ফা রা.এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। অতপর বললেন- ইসলামের কড়িগুলো এক এক করে ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গ (শাসক) হবে। এর পরপরই তিনজন দাজ্জাল বের হবে। আমি জিজ্ঞাস করলাম- হে আবূ আব্দিল্লাহ! (হুযায়ফা রা.) আপনি যা বলছেন, তা কি নবী করীম সা. এর মুখ থেকে শুনেছেন। বললেন- জ্বী হ্যাঁ...! আমি তা নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি। নবী করীম সা. কে এও বলতে শুনেছি যে, (প্রকৃত) দাজ্জাল আসফাহানের "ইহুদিয়া" বস্তি থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।

হাদিসটি অনেক লম্বা। যার কিছু অংশ এরকম :- "তিনটি চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকজন তা শুনতে পাবে। (হে আব্দুল্লাহ!) যখন তুমি দাজ্জালের খবর শুনতে পাবে, তখন ভেগে যেও..!! আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন- আমি হুযায়ফা রা.কে জিজ্ঞাস করলাম- তাহলে পেছনে থাকা পরিবার পরিজনের দেখাশুনা কিভাবে করব ?? বললেন- তাদেরকে আদেশ করবে যে, তারা যেন দূরের কোন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন- আমি জিজ্ঞাসা করলাম- যদি পরিবার-পরিজন বাড়ীঘর ছেড়ে যেতে না চায়..!! বললেন- তাহলে তাদেরকে আদেশ করবে- তারা যেন ঘরের বাইরে বের না হয়, সর্বদা ঘরে অবস্থান করে। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- হে ইবনে উমর! ভয়ানক ফেতনা-ফাসাদ আর লুটপাটের যুগ হবে সেটি। ইবনে উমর বলেন- আমি জিজ্ঞাসা করলাম- তাহলে এ ভয়ানক ফেতনা থেকে কি কেউ বাঁচতে সক্ষম হবে ?? বললেন- কেন নয় !! এমন কোন ফেতনা নেই, যার থেকে বাঁচার কোন উপায় না থাকে।

ফায়দা- উপরোক্ত হাদিসে দাজ্জাল প্রকাশকালে তিনটি চিৎকারের কথা বলা হয়েছে, যা পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ শুনতে পাবে। আপনি পূর্বে পড়ে এসেছেন যে, দাজ্জালের খোদায়ী ঘোষণাটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের মাধ্যমে করা হবে। এভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করে দাজ্জাল তিনটি ঘোষণা দেবে, যা পূর্ব পশ্চিমের সকল মানুষ স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি দেখতে পাবে।

নবী করীম সা. স্বীয় উম্মতের উপর দাজ্জাল ছাড়া অন্য যে ফেতনাটির ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গের ফেতনা।

হযরত আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- আমার উম্মতের উপর সবচে' বেশি যে বিষয়টি নিয়ে আমি শঙ্কিত, তা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গের ফেতনা। (رواه أبو داود الطيالسي)

দাজ্জাল আগমনের মুহূর্তে বিশ্বজোড়ে এসকল পথভ্রষ্টকারী শাসকের আধিক্য হবে। দাজ্জালী শক্তিসমূহের লোভ-লালসায় পড়ে তারা নিজেকে তো পথভ্রষ্ট করবেই, উপরন্তু জনসাধারণ বা

অনুসারীদেরকেও সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেবে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ আনসারীয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম সা. প্রায়ই আমার ঘরে তাশরীফ আনতেন। একদা দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন- তার (দাজ্জালের) পূর্বে তিনটি বৎসর এমন হবে যে, প্রথম বৎসর আসমান তার একতৃতীয়াংশ বৃষ্টি উঠিয়ে নেবে (অর্থাৎ বর্ষন করবেনা) এবং যমিনও তার একতৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেবে। দ্বিতীয় বৎসর আসমান দুইতৃতীয়াংশ বৃষ্টি উঠিয়ে নেবে এবং যমিনও দুইতৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেবে এবং তৃতীয় বৎসরে আসমান পরিপূর্ণ বৃষ্টি বন্ধ করে দেবে, পাশাপাশি যমিনও পরিপূর্ণ ফসল বন্ধ করে দেবে। ফলে (ঐ বৎসর) সুঃস্থ অসুঃস্থ সকল গরু-ছাগল ও প্রাণী মরে যাবে (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সকল প্রকার প্রাণী ধ্বংসের সম্মুখীন হবে)।(المعجم الكبير:406 ، مسند أحمد)

ফায়দা- উপরোক্ত হাদিসে বলা হয়েছে যে, আসমান বৃষ্টি উঠিয়ে নেবে আর যমিন তার ফসলকে বন্ধ করে দেবে। مسند إسحاق بن راهويه এর বর্ণনায় এসেছে- ترى السماء تمطر وهي لا تمطر ، وترى الأرض تنبت وهي لا تنبت. (4-5 ، ج:1ص:169) অর্থাৎ আকাশকে দেখতে পাবে যে, বৃষ্টি বর্ষন করছে, অথচ তা বৃষ্টি বর্ষন করছেনা। যমিনকে দেখতে পাবে যে, ফসল ফলাচ্ছে, কিন্তু আসলে ফসল ফলাচ্ছেনা।" এর মাধ্যমে এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে- বৃষ্টিও পরিপূর্ণ হবে এবং যমিনও পূর্ণ ফসল ফলাবে। কিন্তু তা লোকদের কোন উপকারে আসবেনা। যারফলে লোকেরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে এর অসংখ্য রূপ হতে পারে- বিশ্ব ফসলী বিষয়গুলোকে আয়ত্বে আনার জন্য যে সকল পলিসি ইহুদীরা তৈরী করেছে, এর নিদর্শনসমূহ এখন থেকেই আমাদের দেশে প্রকাশ হতে শুরু করেছে। এনিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

দাজ্জালের আকৃতি...

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ، ألا إنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور ، وإن بين يديه مكتوب كافر. (صحيح البخاري:6598)

অনুবাদ- হযরত আনাছ বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- পৃথিবীতে এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি, যিনি স্বীয় উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করে যাননি। মনে রেখো!! নিশ্চয় সে কানা হবে। পক্ষান্তরে নিশ্চয় তোমাদের প্রভূ কানা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে "কাফের" (كافر) লেখা থাকবে।

عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور العين اليمنى ، كأنها عنبة طافية. (صحيح البخاري:6590)

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- সে (দাজ্জাল) ডানচোখে কানা হবে। তার চোখটি ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত দেখাবে।

عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر ، معه جنة ونار ، فناره جنة وجنته نار. (صحيح المسلم،ج:4ص:2248)

অনুবাদ- হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- দাজ্জালের বামচোখ কানা হবে। সে এলোমেলো চুলবিশিষ্ট হবে। তার সাথে (কৃত্রিম) জান্নাত এবং আগুন থাকবে। সুতরাং তার আগুনটি প্রকৃত জান্নাত হবে আর তার জান্নাতটি প্রকৃত আগুন তথা জাহান্নাম হবে।

ফায়দা- দাজ্জালের চুলের ব্যাপারে فتح الباري তে এসেছে- كأن رأسه أغصان شجرة "তার মাথাটি দেখতে বৃক্ষের এলোমেলো ডালের মত দেখাবে (অত্যাধিক ঘন চুল ও এলোমেলো হওয়ার কারণে)"

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় এসেছে- দাজ্জালের একচোখ সম্পূর্ণ অকেজো ও ভেতরে থাকবে (অর্থাৎ দেখে মনে হবে- কেউ যেন তার চোখটিকে আঙ্গুল মেরে ভেতরে বসিয়ে দিয়েছে)। আর অপর চোখটি মোটা দানার মত দেখাবে (স্ফীত হয়ে বাহিরের দিকে বের হয়ে আসার কারণে)। তার দু'চোখের মাঝখানে "কাফের" (كافر) লেখা থাকবে, শিক্ষিত অশিক্ষত সকল ঈমানদার ব্যক্তি তা পড়তে সক্ষম হবে। (مشكاة،المجلد الثالث:5237)

مسند أحمد এর বর্ণনায় এসেছে যে, তার সাথে দু'জন ফেরেশতা থাকবে, যারা দু'জন নবীর আকৃতিতে তার সাথে সদা বিদ্যমান থাকবে। নবী করীম সা. বলেন- আমি ইচ্ছা করলে ঐ দু'জন নবীর নাম এবং তাদের পিতার নামও বলতে পারব। তাদের একজন দাজ্জালের ডানদিকে থাকবে আর অপরজন বামদিকে থাকবে। এটা হবে পরীক্ষাস্বরূপ। দাজ্জাল তাদের উদ্দেশ্যে বলবে যে, আমি কি তোমাদের প্রভূ নই..??!! আমি কি মানুষকে জীবিত করতে পারিনা..??!! আমি মৃত্যু দান করতে পারিনা..??!! তখন একজন ফেরেশতা বলবে- তুই মিথ্যা বলছিস..!! ফেরেশতার এই কথাটি অপর ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবেনা। তখন অপর ফেরেশতা ঐ ফেরেশতার জবাবে বলবে যে, তুমি সত্য বলেছ..!! দ্বিতীয় ফেরেশতার কথাটি সকলেই শুনতে পাবে। ফলে মানুষেরা মনে করবে যে, দ্বিতীয় ফেরেশতা দাজ্জালকে সত্যবাদী বলছে (অথচ সে প্রথম ফেরশতার কথাটিকে সত্য বলেছে, যা কেউ শুনতে পায়নি) এটিও পরীক্ষাস্বরূপ হবে। (مسند أحمد،ج:5ص:221)

ফায়দা-

(১) দাজ্জাল একজন ব্যক্তি হবে (অর্থাৎ মানুষ)। কেননা, সহীহ হাদিসে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলা আছে। সুতরাং নির্ধারিত কোন রাষ্ট্রকে দাজ্জাল মনে করা সঠিক নয়; যেমনটি "খাওয়ারেজ" এবং "জাহমিয়া" সম্প্রদায় মনে করে থাকে।

কাযী ইয়ায রহ. বলেন-

هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجال وأنه شخص بعينه.(صحيح مسلم بشرح النووي)

অর্থাৎ দাজ্জালের ব্যাপারে ইমাম মুসলিম রহ. যে সকল হাদিস উল্লেখ করেছেন, তা দাজ্জালের বিদ্যমানের ব্যাপারে অকাট্য দলীল। আর একথারও দলীল যে, দাজ্জাল হচ্ছে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি।

(২) তার উভয় চক্ষুই ত্রুটিযুক্ত হবে।

দাজ্জালের চোখের ব্যাপারে কয়েক ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কোন হাদিসে তার ডানচোখ কানা বলা হয়েছে। আবার কোন হাদিসে তার বামচোখটি কানা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফতী রফী উসমানী দা. علامات قیامت اور نزول مسیح গ্রন্থে বলেন :- "মোটকথা, তার দুটি চক্ষুই ত্রুটিযুক্ত হবে। বামচোখটি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে ভেতরে থাকবে (আলোহীন থাকবে) আর তার ডানচোখ আঙ্গুরের দানার মত বাহিরের দিকে বের হয়ে থাকবে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. طافية শব্দের ব্যাখ্যায় بارزة এনেছেন। অর্থাৎ দাজ্জালের ডানোচোখ বাহিরের দিকে প্রকাশিত হয়ে থাকবে। (فتح الباري،ج:13ص:325)

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কোম্পানীর নিদর্শন বা "লোগো"তে আপনি এক চোখের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। কোথাও চোখটি সম্পূর্ণ সাদা দেখা যাচ্ছে, দেখে মনে হয় আলোকোজ্জ্বল তারকা। আবার

কোথাও চোখের রং সবুজ দেখানো হচ্ছে, দেখে মনে হয় সবুজ কাঁচ।

হযরত উবাই বিন কা'ব রা. নবী করীম সা.থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছেন- الدجال عينه خضراء كالزجاجة "দাজ্জালের চোখটি কাচেঁর ন্যায় সবুজ থাকে।(مسند أحمد:21184 ، صحيح ابن حبان:6795)

এগুলো কি শুধুই ঘটনাক্রমে ঘটে চলেছে.. যে, কোম্পানীগুলো একটি ত্রুটিযুক্ত চোখকে তাদের লোগোতে স্থাপন করে দিয়েছে..?? নাকি এখন থেকেই বিশ্ববাসীকে এ অশুভ চোখের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলা হচ্ছে..!!

(৩) হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, তার কপালে كافر (কাফের) লেখা থাকবে। এখানে তার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য। সুতরাং এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন কোম্পানী বা দেশকে উদ্দেশ্য করা সঠিক নয়। ইমাম নববী রহ. বলেন-

الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله تعالى علامة قاطعة بكذب الدجال. (شرح المسلم للنووي)

"মুহাক্কীকীন যে কথাটির উপর একমত পোষন করেছেন, সেটি হচ্ছে দাজ্জালের কপালের উক্ত কাফের লেখাটি বাস্তবিক হবে। আল্লাহ তা'লা তার মিথ্যুক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কপালে এটি লিখে দেবেন।

(৪) লেখাটি প্রতিটি মুমিন পড়তে পারবে। এখন প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, সকলেই যদি তা পড়ে ফেলে, তবে এত মানুষ তার ফেতনায় পতিত হওয়ার কারণ কি..??!! এর একটি জবাব তো হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক মানুষ তাকে দাজ্জাল হিসেবে চেনার পরেও নিজের ঘরবাড়ী এবং মালসম্পদ বাঁচানোর আশায় তার পিছু পিছু চলে যাবে বা তাকে অনুসরণ করে বসবে। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে- পাঠ করা এবং তা কাজে রূপান্তরিত করার মধ্যে অনেক তফাত থাকে। আজকাল কত মুসলমান এমন রয়েছে যে, কোরআনে কারীমের বিধানসমূহ তো নিয়মিতই পড়ে থাকে, কিন্তু আমল করার নামে কোন খবর নাই। সে জানে যে, সূদী কারবারী হচ্ছে আল্লাহ তা'লার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষনার শামিল, তারপরও সে এরসাথে উতপুতভাবে জড়িত রয়েছে।

দাজ্জালের সময়ও অনেক মানুষ নিজের ঈমানকে ডলার আর দুনিয়ার লোভ-লালসার পরিবর্তে বিক্রি করে দেবে, তারা ঈমানকে বিক্রি করে দুনিয়াকে বেছে নেবে। যারা আল্লাহ তা'লার জন্য জান কুরবান করার পরিবর্তে দাজ্জালের শক্তির সামনে মাথানত করে দেবে, তারা উক্ত কুফুরী লেখাটিকে পড়তে সক্ষম হবেনা; বরং দাজ্জালকে তারা যুগের মাছীহ এবং মানবতার মুক্তির দূত সাব্যস্ত করতে থাকবে। তা করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ সাব্যস্ত করতে চাইবে। অপরদিকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইকারীদেরকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেয়া হবে। অথচ নিজেরাই দাবী করবে যে, আমরা মুসলমান। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক

থাকবেনা। এটা এজন্য হবে যে, স্বীয় খারাপ আমল এবং দুর্ভাগ্যতার কারণে তার ঈমানের দূরদর্শিতা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

কথাটি আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছিনা; বরং বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এবং মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারী ইমাম নববী রহ.এর মতামত বর্ণনা করছি। ফাতহুল বারীতে এসেছে-فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم. "সুতরাং আল্লাহ তা'লা (শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল) মুমিনকে তা বুঝার মত ক্ষমত দিয়ে দেবেন। ইমাম নববী রহ. বলেন- فيظهر الله المؤمن عليه ويخفيها على من أراد شقاوته "আল্লাহ তা'লা মুমিনদেরকে বিষয়টি অবহিত করিয়ে দেবেন আর দুর্ভাগাদের কাছে সেটি অস্পষ্ট রাখবেন।

দাজ্জালের ফেতনাটি অনেক সম্প্রসারণশীল হবে...

রাসূলে কারীম সা. যখনই কোন বৈঠকে সাহাবায়ে কেরামের সামনে দাজ্জালের বিবরণ পেশ করতেন, তখনই সাহাবাদের মাঝে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যেত, ফলে সাহাবায়ে কেরাম কাঁদতে শুরু করতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে মুসলমানদের কি হল যে, এ ব্যাপারে তাদের কোনই মাথাব্যাথা নেই...??!!

এর কারণ এই হতে পারে যে, আজকাল লোকেরা তার ফেতনাটি ঐ অর্থে বুঝতে চেষ্টা করেনা, যে অর্থে নবী করীম সা. সাহাবাদেরকে বুঝিয়ে থাকতেন। বর্তমান সময়ে যদি কোন মুসলমান হাদিসের বাণীটি শুনে যে, দাজ্জালের কাছে খাদ্যের পাহাড় এবং পানির জন্য বড় বড় নদী থাকবে। তবে হাদিসটিকে সে ঐ অবস্থায় শুনে থাকে যে, তার পেট তো এখন ভরা, আর পানির তো কোন দরকারই নেই। যারফলে সে পরিস্থিতিকে ভরা পেটকালীন সময় হিসেবে মনে করে থাকে। আর হাদিসটি শুনার সময় তার চোখের সামনে এ দৃশ্য ফুটে উঠেনা যে, তখনকার পরিস্থিতি এই হবে- একদিন দুদিন নয়; বরং এক সপ্তাহের মধ্যেও রুটির কোন সন্ধান পাওয়া যাবেনা। ক্ষুধার জ্বালায় সকল প্রাণী ও বহু মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে। পানি না পাওয়ার কারণে গলায় কাঁটা লেগে আছে বলে মনে হবে।

ঘরের ভেতর যখন আপনি পা রাখবেন, তখন আপনার সামনে আপনার ঐ কলিজার টুকরা সন্তানটি ক্ষুধার জ্বালায় তড়পাতে থাকবে, যার একটি ইশারায় আপনি তার সকল চাহিদাকে পূরণ করে দিয়ে থাকেন। ক্ষুধার জঠর জ্বালা আর প্রচন্ড পিপাসার কারণে তার জিহবা বাইরের দিকে বেরিয়ে আসবে। কয়েকদিন যাবত পেটে কিছু না পড়ার কারণে গোলাপের মত ফুটে থাকা ঐ চেহারাগুলো থেকে সৌন্দর্যের নিদর্শন হারিয়ে যাবে। এ দৃশ্য দেখে আপনার অন্তর শিহরিয়ে উঠবে আর আপনি অপারগতার বশবর্তী হয়ে আপনার প্রিয় সন্তানটি থেকে বিমুখ হয়ে যাবেন। হ্যাঁ... বিমুখ হয়ে যাবেন। অনেক আশা নিয়ে কয়েক দিনের ক্ষুধা নিয়ে বসে থাকা আপনার বৃদ্ধ মা... জ্বি হ্যাঁ.. আপনার মা, যিনি আপনাকে লালন পালন করতে গিয়ে নিজের সকল আরাম আয়েশকে মাটিচাপা দিয়েছেন, আজ সেই মা চোখে হাজারো প্রশ্ন নিয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে যে, আমার ছেলে হয়ত আজ যে কোন উপায়ে রুটির একটি টুকরা যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছে। আদরের সন্তানটি হয়ত মায়ের মমতাকে পূজি করে এক ফোটা পানি অবশ্যই সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। আপনার চেহারা দেখে সেই মা অবশ্যই হয়ত পরিস্থিতি বুঝে উঠবেন। কলিজার টুকরা সন্তান, আদরের স্ত্রী আর শ্রদ্ধারশীল মা। মা যখন দেখবে যে, কুলেপিঠে করে মানুষ করা সেই সন্তানটি আজ স্বীয় মা'কে ভুলে গিয়েছে, তখন দুঃখিনী মায়ের চোখ বেয়ে অশ্রু বের হতে থাকবে। এহেন পরিস্থিতি দেখে আপনার কেমন লাগবে..!! অবশ্যই ছাতক পাখির ন্যায় ছটফট করতে থাকবেন। এ দৃশ্য দেখে হয়ত আপনি ঘরের কোণায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন, কিন্তু একি.. সেখানে বেচারী জীবনসঙ্গিনী, যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আপনার সাথে থেকে আপনার সুখ-দুঃখকে গলায় মেখে নিয়েছে। কিন্তু.. আজ তার ঠোটদু'টি শুকিয়ে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। বিরহের সমুদ্র অন্তরের ভেতর ঢেউ উতলিয়ে দিচ্ছে। দুঃখিনীর চেহারা দেখে চোখের কিণারায় লুকিয়ে থাকা অশ্রুর নদীতে তুফান সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে দেখতে আপনার আঁখি বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে শুরু করেছে।

আপনিও তো একজন মানুষ...!! আপনার বক্ষে তো মাংসপিন্ডই ধকধক করছে। আর কতক্ষণ আপনি এই পরিস্থিতিকে মুখবুজে সহ্য করতে পারবেন..!! অপরদিকে সকল প্রকার মাল-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। আশার শেষ ভরসাটুকু-ও হাত ফস্কে বের হয়ে গেছে। একদিকে আপনার নিরীহ ছোট্ট সন্তান, মায়ের মমতা, স্ত্রীর ভালবাসার টেনশানে আপনার অন্তর ভেঙ্গে চৌচির হওয়ার উপক্রম হয়েছে। প্রতিবেশীর ঘর থেকে সামান্য খাদ্য ধার করে আনার-ও কোন সুযোগ নেই, কারণ- সবার ঘরবাড়ীতে একই দৃশ্য। হঠাৎ এমনসময় বাহির থেকে সুস্বাদু খাদ্যের সুঘ্রাণ আর সুপেয় পানির আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। আপনি এবং আপনার প্রিয় সবাই ওদিকে দৌড়ে গিয়ে দেখেন যে, বাস্তবেই খাদ্যদ্রব্য আর পানীয় বস্তুর ঢের লেগে রয়েছে। মনে মনে ভাবলেন যে, অভাবের দিনগুলো হয়ত শেষ হয়েগেছে, নিরাশার কালো ছায়ায় আলোর সন্ধান মিলেছে। মানবতার এ দুর্দিনে একজন মানবতার মুক্তির দূত এসে উপস্থিত হয়েছে। আগমণকারী "মাছীহ" ঘোষনা করছে যে, "ওহে ক্ষুধা আর পিপসার জ্বালায় অস্থির লোকসকল! এ সকল সুস্বাদু আর টাটকা খাদ্যদ্রব্য শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই..!! তা শুনামাত্রই আপনার পরিবার এবং সমগ্র এলাকায় অর্ধজীবন ফিরে এসে গেছে। এরপর "মাছীহ" ঘোষনা করছে- এ সবকিছুই তোমাদের জন্য... কিন্তু... তোমাদের একটি কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, এ খাদ্যদ্রব্য আর পানীয় বস্তুর মালিক হলাম আমি..!! এ সবকিছু আমার হাতে...!!

একথা শুনামাত্রই খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য বাড়তে থাকা আপনার পা দু'টি কিছুসময়ের জন্য স্লো হয়ে গেল। আপনার চিন্তায় ভেসে উঠতে লাগল- "কথাগুলো কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।" হঠাৎ আপনার স্মরণ হয়ে গেল- এই "মাছীহ" কে ?? কিন্তু ততক্ষণে আপনার পেছনে থাকা পরিবারটির দুঃখের আওয়াজ আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। মা কেন যেন চিৎকার করছে। আপনি দৌড়ে গিয়ে দেখেন যে, আপনার কলিজার টুকরা সন্তানটি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছটফট করছে। এহেন মুহূর্তে এক ফোটা পানি যদি সংগ্রহ করা যায়, তবে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে। একদিকে স্ত্রী-সন্তান আর মায়ের ভালবাসা, অপরদিকে একটি প্রশ্নের উত্তর। একদিকে আশপাশের সকলের ঘরে খাদ্যদ্রব্য পৌছে গেছে এবং মাছীহকে খোদা মেনে সবাই উদরপূর্তি করে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠছে। অপরদিকে আপনার ঘরে এখনও সেই দুর্দশার মাতম, সন্তানটি মৃত্যুশয্যায় শজ্জিত। মনে হচ্ছে ঘরের এক কোণায় আগুন আর অপর কোণায় সুন্দর বাগিচা। এখন আপনিই চিন্তা করুন... পরিস্থিতিটি কি এতই সহজ হবে.. যেমনটি আপনি মনে করছেন..??!! অবশ্যই নয়; বরং এ ফেতনাটি ইতিহাসের সবচে' ভয়ানক ফেতনা হিসেবে দেখা দেবে।

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر عند الله عز وجل من الدجال.(مستدرك،ج:4ص:573)

অনুবাদ- হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. বলেন- আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি যে, আদম আ.এর সৃষ্টি থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত ফেতনাসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'লার কাছে সবচে' বড় ফেতনাটি হচ্ছে দাজ্জালের ফেতনা।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ، يقول: اللهم إني أعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.(صحيح المسلم،ج:1ص:412)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে যখন কেহ (নামাযের মধ্যে) তাশাহুদ পড়বে, তখন সে যেন চারটি বস্তু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করে। (দোয়ার অর্থ হচ্ছে-) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, জীবন-মরণের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাই এবং দাজ্জালের ফেতনার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।

ফায়দা- নবী করীম সা. স্বীয় সঙ্গীসাথী ও উম্মতকে দাজ্জাল থেকে বাঁচানোর জন্য কিরূপ চিন্তায় লিপ্ত থাকতেন। এমনকি নামাযের মধ্যে পর্যন্ত শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফের পর দাজ্জাল থেকে বাঁচার জন্য দোয়া শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

عن حذيفة رضي الله عنه ، قال: إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الـدجال -إذا خـرج- ماء ونارا ، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد ، وأما الذي يرى الناس أنه مـاء بـارد فنـار تحـرق ، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار ، فإنه عذب بارد.(صحيح البخاري،ج:3ص:1272)

অনুবাদ- হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল আগুন আর পানি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। সুতরাং মানুষ যাকে পানি মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে সেটি হচ্ছে ঝলসানো আগুন। আর যাকে মানুষেরা আগুন মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে সেটি হচ্ছে ঠান্ডা পানি। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি দাজ্জালকে পেয়ে যাও! তাহলে তার আগুনে পড়ে যেও..! তাহলে আগুনকে ঠান্ডা ও সুমিষ্ট পানি হিসেবে পাবে।

ফায়দা- অপর হাদিসে এসেছে যে, দাজ্জালের সাথে রুটি এবং গোশ্তের পাহাড় থাকবে। এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি তার সামনে মাথা নত করবে, তার জন্য ধন-দৌলত আর খাদ্যদ্রব্যের ঢের লাগা থাকবে। পক্ষান্তরে যে তার নিয়মকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তার উপর চতুর্দিক থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাজ্জালের আগমণের পূর্বেই তার ফেতনা শুরু হয়ে যাবে। আফগানিস্তান এবং ইরাকের উপর আগুনের বৃষ্টি আর যারা ইবলিসী শক্তির কথাগুলো মেনে নিয়েছে তাদের উপর ডলারের বর্ষন করা হচ্ছে।

পানি নিয়ে যুদ্ধ এবং দাজ্জাল...

যে সকল স্থানে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হতে পারে- এখন পর্যন্ত লোকদের বুঝে আসছেনা যে, পানিকে কেন্দ্র করে দাজ্জাল কিভাবে যুদ্ধ করবে..!! অথচ পানি তো এখন সর্বস্থানেই পাওয়া যায়। সুতরাং এটিকে বুঝার জন্য বর্তমান বিশ্বের পানি পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে হবে। পৃথিবীতে পান করার মত পানি (Potable Water)র দুটি বিশাল ভান্ডার (Reservoir) রয়েছে :- এক- বরফের পাহাড়। যা ২৮ মিলিয়ন কিউবেক কিলোমটার নিয়ে অবস্থিত। দুই- ভূমির তলদেশের পানি, যার পরিমাণ হচ্ছে ৮ মিলিয়ন কিউবেক কিলোমিটার।

এভাবে বিশ্বজোড়ে পানীয় বস্তুগুলোর বিরাট অংশ বরফ থেকে আসে, যা আস্তে আস্তে বিগলিত হয়ে বিভিন্ন নদী-ঝর্ণা দিয়ে মানুষের কাছে পৌছে থাকে। অপরদিকে ভূমির তলদেশ থেকে আসা পানির অংশ এ তুলনায় কম। বরফের এ অঞ্চলটি এন্টারটিকা আর গ্রীণল্যান্ডে পড়েছে। এ দু'টি অঞ্চলে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের দখল বা অধিকার প্রতিষ্ঠা নেই। ভূমির তলদেশ থেকে আসা পানির-ও দুটি স্থান হয়ে থাকে। এক- সমতল এলাকা। দুই- পাহাড়ী এলাকা। সমতল এলাকাগুলোর শহরগুলোতে পানির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা বেশি কঠিন কাজ নয়। কেননা, শহরের ভেতর আসা পানির অধিকাংশ লাইন কোন ঝিল বা সরকারী কোন পাইপলাইনের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ফলে শহরের অধিকাংশ লোক পানিবিষয়ে ওখানকার ব্যবস্থাপনা কমিটির দয়ামায়ার মুকাপেক্ষী থাকে। এখানে একটি কথা ভাল করে স্মরণ রাখা দরকার যে, দাজ্জালের ফেতনা শহরের মধ্যে বেশি মারাত্মক হবে। ফলে শহরের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ঐ ফেতনায় নিমজ্জিত হয়ে যাবে। আর গ্রামাঞ্চলের পানির উপর আয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দাজ্জালী শক্তিসমূহ সদা তৎপর থাকবে।

ভবিষ্যতে পানির উপর যুদ্ধ নিয়ে আপনি কথাবার্তা শুনতে পাবেন। ইসরায়েলের পক্ষ থেকে জর্ডান, ফিলিস্তীন, লেবানন আর সিরিয়ার সাথে, তুরস্কের পক্ষ থেকে ইরাকের সাথে, ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাথে পানির ব্যাপারে মতানৈক্যের বিষয়টি জীবন-মরণ যুদ্ধের শামিল। হিন্দু আর ইহুদী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত অভ্যাস হচ্ছে যে, তারা শুধু নিজেদের নিয়েই ক্ষান্ত হয়না, বরং প্রতিবেশীকে নিঃশেষ করে দিয়ে জীবনধারনে বিশ্বাসী তারা। এ কারণেই ভারতের মত ইসরায়েলও "বুহাইরা তাবারীয়া"র রুখ বহু পূর্বেই নিজেদের দিকে সরিয়ে নিয়েছে। অত্রাঞ্চলের মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করে সমস্ত পানি তারা মরুভূমিতে ফেলে অপচয় করে থাকে। এ ব্যাপারে সামনে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ..!!

ইসলামী দেশগুলোতে প্রবাহিত নদীগুলোর উপর যদি দাজ্জালী শক্তি "বাঁধ" স্থাপন করে দেয় আর ঐ বাঁধগুলোর উপর তারা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলে, তবে সমুদ্রের পানি বন্ধ করে দিয়ে পুরো ইসলামী বিশ্বকে নিমিষেই মরুভূমিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। সুতরাং নদী-নালা যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ভূমির তলদেশের পানিও আরো নিচে চলে যাবে। এভাবে এমন এক সময় আসবে যে, মানুষের কাছে পান করার মত কোন পানি বাকী থাকবেনা। প্রতিটি ফোটা পানির জন্য তারা দাজ্জালী শক্তির মুকাপেক্ষী হয়ে যাবে। সিরিয়া, জর্ডান এবং ফিলিস্তীনের পানিপরিস্থিতি আমরা সামনে আলোচনা করব। এখানে ইরাক, মিসর এবং পাকিস্তানের ব্যাপারে আলোচনা করছি :-

ইরাক- ইরাকের বুকে দু'টি ঐতিহাসিক নদী বিদ্যমান। এক- দাজলা (Tigris)। দুই- ফুরাত (Euphrates)। দুটি নদীই তুরস্ক থেকে প্রবাহিত হয়ে আসে। ফুরাত নদীর উপর তুরস্ক "আতাতুর্ক বাঁধ" স্থাপন করেছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধগুলোর অন্যতম। এর পানি রিজার্ভ করার এলাকাটি হচ্ছে প্রায় ৮১৬ (আটশত ষোল) বর্গকিলোমিটার। তা ভরাট করার জন্য ফুরাত নদী থেকে বর্ষাকালে পূর্ণ একমাস পর্যন্ত পানি ঢালতে হবে। অর্থাৎ তুরস্ক স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একমাস পর্যন্ত ইরাকে পানি যেতে দেবেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে তাকালে তুরস্কের বর্তমান পরিস্থিতি সকলের সামনে আয়নার মত পরিস্কার। পরিস্থিতি বলছে- ভবিষ্যতে তাদের অধিকাংশ পদক্ষেপ দাজ্জালী শক্তিসমূহকেই সমর্থন করবে।

ইরাকের বুক দিয়ে প্রবাহিত দাজলা ও ফুরাত। নীলরেখা...

ইরাকের মানুষকে পানিবঞ্চিত করার জন্য তুরস্কের বানানো সেই আতাতুর্ক বাঁধ

ফলে এভাবেই দিনদিন শুকিয়ে যাচ্ছে ইরাকের ঐতিহাসিক নদীদ্বয়...
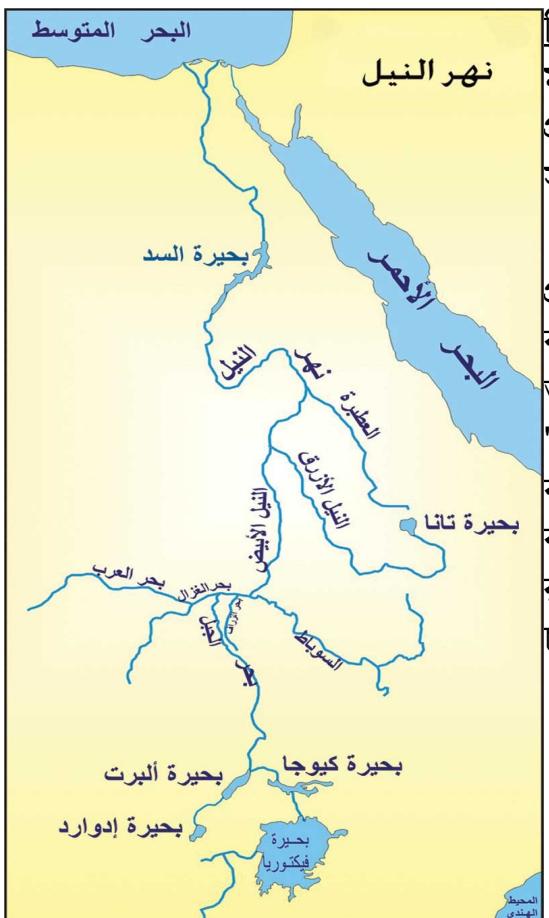
মিসর- মিসরের সবচে' বড় নদীটি হচ্ছে "নীলনদ"। কিন্তু এটিও মূলত "ভিক্টোরিয়া ঝিল" তথা উগান্ডার সেন্ট্রাল আফ্রিকা থেকে প্রবাহিত হয়ে আসে। রুয়ান্ডা নদী হচ্ছে নীলনদের থেকে পানি সংগ্রহের প্রধান মাধ্যম।

পাকিস্তান- পাকিস্তানের অধিকাংশ বড় নদীগুলো ভারত থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ভারত এগুলোর উপর বাঁধ স্থাপন করে চলেছে। "চুনাব নদী"তে "বাগলীহার বাঁধ" স্থাপনের কাজটি তারা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে। এভাবে "নীলাম নদী"র উপরও "কৃষ্ণগঙ্গা বাঁধ" স্থাপন করা হচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশে কাপতাই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এভাবে ভারত সরকার সকল পানি বন্ধ করে দিয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের যমিনকে মরুভূমিতে রূপান্তরিত করতে চায়, মুসলমানদেরকে পিপাসায় ফেলে মারতে চায়, যার নমুনা ইতিমধ্যেই এ দুটি রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঝর্ণার মিঠা পানি... ন্যাসলে মিনারেল ওয়াটার...

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এতসব পাহাড়ী এলাকা আর অসংখ্য ঝর্ণাসমূহকে দাজ্জাল কি করে কন্ট্রোল করতে সক্ষম হবে..??

এখানে একটি কথা ভাল করে স্মরণ রাখা চাই যে, দাজ্জালের ফেতনাটি পাহাড়ী এলাকায় কম হবে। যে পাহাড় অত্যাধুনিক মডার্ন মুর্খ সভ্যতা থেকে যতটুকু মুক্ত থাকবে, সেখানে দাজ্জালের ফেতনা ততই কম প্রবেশ করবে। এ কারণেই পাহাড়ী এলাকার লোকজন পানিবিষয়ে বেশি টেনশানের সম্মুখীন হবেনা। এটা মনে করবেন না যে, দাজ্জালী শক্তিসমূহের পক্ষ থেকে পাহাড়ী এলাকাগুলোতে কোণরূপ তৎপরতা চালানো হবেনা; বরং বর্তমান সময়ে তাদের অধিকাংশ জোর হচ্ছে পাহাড়ী এলাকার পানিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। ইতিহাসে আপনি পড়ে থাকবেন এবং পাহাড়ী অঞ্চলসমূহে আপনি দেখে থাকবেন যে, ঐ সকল স্থানেই জনবসতী পরিলক্ষিত হয়, যেখানে প্রাকৃতিক পানির সুব্যবস্থা যেমন- নদী নালা, ঝর্ণা বা পরনালা প্রবাহিত হয়ে থাকে। আদিকালের লোকেরা সড়ক এবং বাজার দেখে কোন স্থানে বসতি স্থাপন করতনা; বরং যেখানে পানির ব্যবস্থা থাকত, সেখানেই তারা বাড়ীঘর নির্মাণ করে বসবাস করত, চায় এর জন্য তাদেরকে দূরের কোন পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করা পড়ুক। কিন্তু বর্তমান সময়ে পাহাড়ী এলাকাগুলোতেও দেখা যায় যে, মানুষেরা ঐ সকল স্থানকে বসবাসের জন্য বেছে নেয়, যেখানে শুরগুল বেশি শুনা যায়। ঘর নির্মাণের জন্য এখন আর তারা প্রাকৃতিক পানির ব্যবস্থাপনার মুকাপেক্ষী নয়; বরং পানির জন্য শুধুমাত্র ঘরের এক কোণায় একটি ট্যাংকি বসিয়ে দেয়াই যথেষ্ট, যা বিভিন্ন কুফুরী রাষ্ট্রের সহযোগীতায় ঐ সকল এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে।

এটিই হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, যা বিশ্ব ইহুদীশক্তি পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাসে গেড়ে দিতে চায়। যাতে করে তারা ঐ সকল প্রাকৃতিক পানিয় ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়, যা আয়ত্ব করা ইতিপূর্বে বহু কঠিন ব্যাপার ছিল। চিন্তাচেতনা আর দৃষ্টিভঙ্গির এ পরিবর্তন সাধনের জন্য এনজিওদের পক্ষ

থেকে পশ্চিমা ফান্ডের সহযোগীতায় যে তৎপরতা চালানো হচ্ছে, তা আপনি কোন পাহাড়ী অঞ্চলে গেলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

এই সকল তৎপরতার মূলে একটিই টার্গেট। তা হচ্ছে দূরদূরান্তের পাহাড়ী অঞ্চলসমূহে মুর্খসভ্যতার নিদর্শনগুলো পৌছে দেয়া। এজন্য বিশ্ব ইহুদী সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে এক ধরনের বিশেষ ফান্ড রয়েছে, যা পর্যটন, কৃষিকাজ, শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে দেয়া হয়ে থাকে। দূরদূরান্তের পাহাড়ী এলাকায় যাওয়ার জন্য অত্যাধুনিক সড়ক নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা পৌছে দেয়ার ব্যাপারটি আইএমএফ তথা বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে এক বিশেষ দিকনির্দেশনা। পাহাড়ী এলাকায় বিদ্যমান বিভিন্ন নালা আর ঝর্ণাগুলোর ব্যাপারে বর্তমান সময়ে একটি অপপ্রচার ছড়ানো হয়েছে যে, এখান থেকে পানি পান করলে বিভিন্ন রোগব্যাধির সৃষ্টি হয়। এভাবে বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালিয়ে তারা পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষদেরকে প্রাকৃতিক পানি থেকে বিমুখ করে ন্যাসলে (Nestle) বোতলের ভেতরে জমে থাকা পুরাতন পানির অভ্যাসী বানাতে চায়, যা সম্পূর্ণই ইহুদীদের কুপরিকল্পণা।

২০০৩ সালটিকে আন্তর্জাতিক তরতাজা পানির সাল হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল। (তাদের কাছে তরতাজা পানির সংজ্ঞা হল- যে পানি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে) তার অধীনে অত্যন্ত জোরেশোরে একটি প্রোপাগান্ডা চালানো হয় যে, দুনিয়া থেকে পান করার পানি নিঃশেষ হতে চলেছে। ন্যাসলের বোতলভর্তি পানির ব্যবহার দিনদিন বেড়ে যাওয়াই এই প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়নের নিদর্শন। আশ্চর্য লাগে ঐ সকল লোকদের জ্ঞান দেখে, যারা বিবেকবান হওয়া সত্তেও পাহাড়ের স্বচ্ছ-পরিস্কার পানি ছেড়ে দিয়ে ইহুদীদের বন্ধ বোতলে জমে থাকা পুরাতন পানি ব্যবহার করে থাকে। অথচ ঝর্ণার পানি শুধু সাধারণ পানিই নয়; বরং তা পেটের যাবতীয় রোগের প্রতিসেধক-ও। এর প্রতিউত্তরে বলা হয়- ডাক্তারগণ বলেছেন যে, ঝর্ণার পানি দেহের জন্য ক্ষতিকর। অতপর যখন জিজ্ঞাসা করা হয়- কোন ডাক্তার একথা বলেছেন..?? তখন বলে যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W.H.O) ডাক্তারগণ। এখন আমার মত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের তো আর একথা জানা নেই যে, W.H.O শব্দটি কিসের সংক্ষিপ্ত রূপ (Abbreviation)?? World Hebrew

Organization(বিশ্ব ইহুদী সংগঠন) নাকি World Health Organization(বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)..??!! হায়..! সাধারণ জনগণ যদি এসকল ব্যাপারে কিছু চিন্তাভাবনা করত যে, এই W.H.O এর ডাক্তারগণ প্রতিটি স্বাস্থ্যগত বিষয়কে ওভাবেই ঘোষনা করে থাকে, যেভাবে তাদের ইহুদী মনিবগণ আদেশ করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে- বিশ্বের প্রাকৃতিক মিঠা পানির উপর পূর্ণ কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আর এনজিও সংগঠনগুলো তৎপর রয়েছে। তারা ছলে বলে কৌশলে এগুলো দখলের জন্য সচেষ্ট রয়েছে।

দাজ্জাল কোন এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে...

عن إسحاق بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: يتبع الدجال سبعون ألفا من يهودية أصبهان ، عليهم الطيالسة.(صحيح المسلم،ج:4ص:2266)

অনুবাদ- হযরত ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি আনাছ বিন মালেক (নবী করীম সা.এর প্রখ্যাত সাহাবী) রা. কে বলতে শুনেছি যে, "আসবাহান"এর সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালকে অনুসরণ করবে। তাদের শরীরে চাদর (জুব্বা) থাকবে।
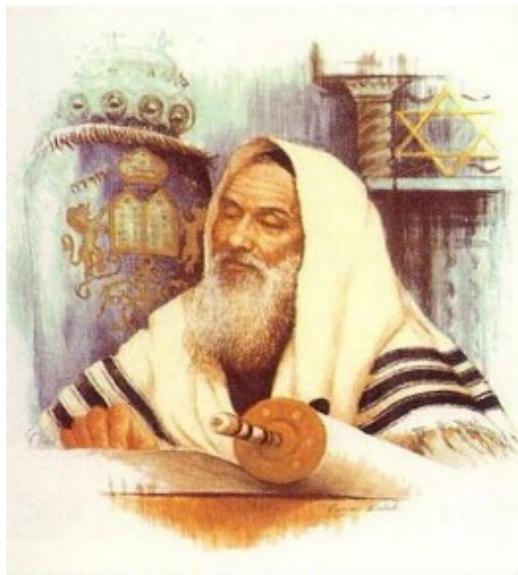
ইহুদীরা বিশেষ এক ধরনের চাদর পরে থাকে, যা মাথার উপর থেকে নিয়ে মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ছবিতে লক্ষ করুন.....

ফায়দা- আপনারা পেছনে পড়ে এসেছেন যে, ইসরায়েলে রেশমী কাপড় দিয়ে বিশেষ এক ধরনের পোষাক তৈরী করা হচ্ছে, দাজ্জালের আগমণের পর তাদের ধর্মীয় পথপ্রদর্শকগণ সেটি গায়ে দিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা রাসূলে কারীম সা. আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। তখন আমি ঘরে বসে ক্রন্দন করছিলাম। রাসূলে কারীম সা. ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! দাজ্জালের কথা স্মরণ হয়ে গেছে। তখন রাসূলে কারীম সা. বলতে লাগলেন- সে যদি আমার জীবদ্দশায় বের হয়, তবে আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে প্রতিহত করব। আর যদি সে আমার (মৃত্যুর) পর বের হয়, তবে-ও তোমাদের ভীত হওয়ার কোন দরকার নেই। কারণ, দাজ্জালের মিথ্যুক প্রমাণ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে একচোখ কানা হবে। পক্ষান্তরে তোমাদের প্রকৃত প্রভু কানা নন। সে "আসফাহান"এর "ইহুদিয়া" বস্তি থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।(مسند أحمد،ج:6ص:175) حسن

হযরত আমর বিন হুরাইস রা.- আবূ বকর রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেছেন- দাজ্জাল ভূপৃষ্ঠের পূর্বদিকের খোরাসান নামক এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। তার সাথে প্রচুর অনুসারী থাকবে। তন্মধ্যে একদল অনুসারীদের চেহারা স্ফীত ঢালের মত দেখাবে (প্রশস্ত

চেহারার অধিকারী হবে)।(ترمذي وصححه الألباني ، مسند أحمد،ج:1ص:7 ، ابن ماجة،ج:2ص:1353 ، مسند أبي يعلى،ج:1ص:38)

ফায়দা- দাজ্জালের অনুসারীদের মধ্যে একদলের চেহারা স্ফীত ঢালের মত দেখাবে। বাস্তবেই তাদের চেহারা এমন হবে ?? নাকি তারা চেহারার উপর এমন কোন আধুনিক বস্তু পরিধান করবে, যার ফলে তাদেরকে এমন ভয়ানক দেখা যাবে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

খোরাসান- উপরোক্ত হাদিসে খোরাসানকে দাজ্জালের প্রকাশস্থল বলা হয়েছে। পূর্বোক্ত বর্ণনায় "আসফাহান" বলা হয়েছিল। হাদিসদ্বয়ে বৈপরিত্বের কোন অবকাশ নেই। কারণ, আসফাহান হচ্ছে ইরানের একটি প্রদেশ। আর ইরান-ও পূর্বে খোরাসানের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

খোরাসানের ব্যাপারে একটি সেনাদলের কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যারা ইমাম মাহদীর দলকে শক্তিশালী করার জন্য আসবে। সুতরাং ইমাম মাহদীর সেনাদলের নিদর্শনগুলো যদি আমরা খোরাসান অঞ্চলে তালাশ করি, তবে সেটি আফগানিস্তানের ভূমিতেই ভেসে উঠে, যারা বর্তমান সময়েও কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সুতরাং এসকল নিদর্শন আর ভৌগোলিক অবস্থান দেখে পরিস্কারভাবেই এটা বলা যায় যে, ইমাম মাহদীর দলকে শক্তিশালী করার জন্য খোরাসানের ঐ অঞ্চল থেকেই বাহিনী যাবে, যেখানে বর্তমান সময়ে তালেবানদের জোর রয়েছে। তবে অপর বর্ণনায় দাজ্জালের প্রকাশস্থল ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী স্থান নির্ধারন করা হয়েছে, যা উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ের সাথে বৈপরিত্বের সৃষ্টি করে। সামঞ্জস্য বিধানটি এভাবে করা যেতে পারে যে, তার প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ তো আসফাহান থেকেই হবে, তবে প্রসিদ্ধি এবং খোদায়ী দাবীটি ইরাকের মধ্যে হবে। এজন্য হাদিসের ভাষায় এটাকেও প্রকাশস্থল বলা হয়েছে।

হাদিসে আসফাহানের "ইহুদীয়া" বস্তিকে তার আত্মপ্রকাশস্থল নির্দিষ্টি করা হয়েছে। "বুখতেনসর" যখন বাইতুল মাকদিসে আগ্রাসণ চালিয়েছিল, তখন ইহুদীদের একটি বড় দল জেরুজালেম ছেড়ে এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ফলে ঐ এলাকাটির নাম পড়ে যায় "ইহুদীয়া"। ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে আসফাহানী ইহুদীদের জন্য বিশেষ এক মর্যাদার আসন রয়েছে। "প্রিন্স করীম আগাখান" ফ্যামিলির সম্পর্কও আসফাহানের সাথে। এই পরিবারটি উপমহাদেশের মধ্যে ইহুদীদের জন্য যে খেদমত পেশ করে যাচ্ছে, বর্তমান সময়ে যদি দাজ্জাল বের হয়ে যায়, তবে উক্ত পরিবারটি দাজ্জালের নিকটস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হবে। এছাড়াও আরো অনেক ইহুদী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যারা মূলত আসফাহানী ইহুদী। তারাই বর্তমান ইসলামী বিশ্বের পরিস্থিতি বিনষ্ট করার জন্য সদা তৎপর রয়েছে।

ইরাকের ব্যাপারে একটি বিস্ময়কর বর্ণনা...

عن هيثم بن مالك الطائي رفع الحديث قال: يلي الدجال بالعراق سنتين ، يحمد فيها عدله ، وتشرأب الناس إليه ، فيصعد يوما المنبر ، فيخطب بها ثم يقبل عليهم ، فيقول لهم: ما آن لكم أن تعرفوا ربكم ؟؟ فيقول له قائل: ومن ربنا ؟؟ فيقول: أنا! فينكر منكر من الناس من عباد الله قوله ، فيأخذه فيقتله. (الفتن نعيم بن حماد،ج:2ص:539) فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف.

অনুবাদ- হাইছাম বিন মালে তাঈ সরাসরি (রাসূলে কারীম সা. পর্যন্ত) সনদ সাব্যস্ত করে বলেন যে, দাজ্জাল (খোদায়ী দাবীর পূর্বে) দুই বৎসর ইরাকে শাসনকার্য পরিচালনা করবে। মানুষ তার ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা করবে। মানুষেরা মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চলে আসবে। অতপর সে একদিন মিম্বরে দাড়িয়ে ইরাকের ব্যাপারে বলতে থাকবে (যে, আমি এখানে ইনসাফ ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি)। অতপর সে লোকদের সামনে এসে বলবে- এখনো কি তোমাদের প্রভূকে চিনে নেয়ার সময় আসেনি ?? এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলবে- আমাদের প্রভূ কে ?? উত্তরে দাজ্জাল বলবে- আমি..! এটা শুনে আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা তাকে মিথ্যুক

সাব্যস্ত করবে। দাজ্জাল তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করে দেবে।

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه ، فوالله! إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات.(أبو داود: 3762) صححه الألباني.

অনুবাদ- ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- যে ব্যক্তি দাজ্জাল প্রকাশের খবর শুনে, সে যেন দাজ্জাল থেকে দূরে সরে যায়। আল্লাহর শপথ! নিজেকে মুমিন ধারণাকারী একজন ব্যক্তি (চ্যালেঞ্জ করার জন্য) তার কাছে আসবে। অতপর সে দাজ্জালের সৃষ্ট অলৌকিক বিষয়গুলো দেখে নিজেই দাজ্জালের অনুসরণ করে বসবে।

ফায়দা- দাজ্জালের ফেতনাটি ধনসম্পদ, সৌন্দর্যতা, ক্ষমতা ইত্যাদি সকল বিষয়ের মধ্যে ব্যাপক হয়ে যাবে। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যই শহরের এলাকাগুলোতে দেখা যায়। সুতরাং শহর থেকে যে যতই দূরে অবস্থান করবে, দাজ্জালের ফেতনা সেখানে ততই কম হবে। উম্মে হারাম রা.এর হাদিসটি-ও সেদিকে ইঙ্গিত বহন করে- "লোকেরা দাজ্জালের খবর শুনে এত দূরে ভেগে যাবে যে, কেউ কেউ পাহাড়ের গহীন গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেবে।"

দাজ্জালের সাথে "তামীমে দারী রা." এর সাক্ষাত ও কথোপকথন...

হযরত ফাতেমা বিনতে কাইস রা. বলেন যে, একদা আমি রাসূলে কারীম সা.এর আহবানকারীকে ঘোষনা করতে শুনলাম- "নামাযের সময় হয়ে গেছে!" সুতরাং আমি মসজিদে গিয়ে হুযুর সা.এর সাথে জামাতে নামায আদায় করলাম। আমি পুরুষদের পেছনে মহিলাদের একটি কাতারের মধ্যে অবস্থান করছিলাম। নামায শেষে রাসূলে কারীম সা. মুচকি হাসি দিয়ে মিম্বরে তাশরীফ আনলেন। বলতে লাগলেন- প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে থাক..! অতপর তিনি বললেন- তোমরা কি জান কি জন্য আমি তোমাদেরকে বসতে বলেছি..?? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন- আল্লাহ এবং তার রাসূলই বেশি জানেন! রাসূল বলতে লাগলেন- আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে কোন উৎসাহ বা ভয় দেখানোর জন্য বসতে বলিনি। বরং এজন্য বসতে বলেছি যে, "তামীমে দারী" একজন খৃষ্টান ব্যক্তি ছিল। সে আমার কাছে এসে ইসলামের উপর বায়আত গ্রহণ করেছে। সে আমার কাছে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে, যা তোমাদের কাছে বর্ণিত দাজ্জালের ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। সে (তামীম) বলেছে যে, "বনূ লাখম" এবং "বনূ জুযাম" গোত্রদ্বয়ের কিছু লোককে সাথে নিয়ে সে একদা সমুদ্রভ্রমণে বের হয়। ঝড়ের কবলে পড়ে দিকভ্রান্ত হয়ে গেলে একমাস পর্যন্ত সমুদ্রের ঢেউ তাদের নিয়ে খেলা করতে থাকে। পরিশেষে ঢেউ পশ্চিম দিকের (সূর্যাস্তের স্থান) একটি দ্বীপে তাদেরকে নিয়ে পৌছায়। অতপর তারা ছোট ছোট নৌকায় চড়ে দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে সেখানে এক আশ্চর্যধরনের প্রাণীর সন্ধান মিলে। প্রাণীটি মোটা এবং ঘনচুল বিশিষ্ট ছিল। দেহের চুল অধিক হওয়ায় তার সামন-পেছন বুঝা যাচ্ছিলনা। তারা তা দেখে বলতে লাগল- ধ্বংস তোর..! তুই কে..?? সে বলল- আমি হলাম جساسة (শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- গোয়েন্দা বা সংবাদ যোগাড়কারী)! তারা বলল- সেটা আবার কি..?? বলল- (সে কথা পরে হবে) তোমরা গির্জার ভেতরে থাকা ঐ লোকটির কাছে যাও! কেননা, সে তোমাদের সংবাদের ব্যাপারে গভীরভাবে অপেক্ষা করছে। যখন সে আমাদের কথা বলতে লাগল- তখন আমরা ঘাবড়ে গেলাম যে, শয়তান হয় কিনা..!! ফলে দ্রুত তার কাছ থেকে কেটে পড়ে গির্জায় ঢুকে পড়লাম। সেখানে আমরা একজন দীর্ঘকায় মহামানবকে শিকলে বাধা অবস্থায় দেখতে পেলাম। এমন ভয়ানক মানুষ আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিনি। তার দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত এবং দুই পা টাখনা পর্যন্ত মজবুত জিঞ্জির দিয়ে বাধা ছিল। জিজ্ঞেস করলাম- ধ্বংস হোক তোর! কে তুই..?? বলল- তোমরা তো আমাকে পেয়েই গেছ এবং আমার অবস্থাও দেখে ফেলেছ..!! সুতরাং তোমরা বল- তোমরা কারা..?? উত্তরে বললাম- আমরা আরবী সম্প্রদায়! (অতপর তামীম দারী ঝড়ের কবলে পড়া এবং তুফানের সম্মুখীন হয়ে একমাস পর্যন্ত দিকভ্রান্ত অবস্থায় থাকার

পর দ্বীপের সন্ধান পাওয়ার সমস্ত কাহিনী খুলে বললেন)। অতপর সে (শিকলে বাধা মহামানব) জিজ্ঞেস করল- "বাইছান"এর খেজুরবৃক্ষগুলিতে কি এখনো ফল আসে ?? আমরা বললাম- হ্যাঁ..! সে বলল- অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন ঐ বৃক্ষগুলোতে কোন ফল আসবেনা। অতপর জিজ্ঞেস করল- بحيرة طبرية তে কি পানি অবশিষ্ট আছে ?? আমরা বললাম- হ্যাঁ..! সেখানে প্রচুর পানি রয়েছে! সে বলল- অচিরেই তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতপর সে জিজ্ঞেস করল- زغر এর ঝর্ণার কি অবস্থা..?? ঝর্ণা থেকে কি পানি প্রবাহিত হয় ?? স্থানীয় লোকেরা কি সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে খেতিকারবারী করে থাকে ?? আমরা বললাম- হ্যাঁ..! অতপর সে জিজ্ঞেস করল- উম্মী সম্প্রদায়ের নবীর ব্যাপারে আমাকে সংবাদ দাও- সে কি কি করেছে..!! আমরা বললাম- উনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন। জিজ্ঞেস করল- আরব সম্প্রদায় কি তার সাথে যুদ্ধ করেনি ?? বললাম- হ্যাঁ..! যুদ্ধ করেছে! জিজ্ঞেস করল- উনি আরবদের সাথে কি আচরণ করেছেন ?? আমরা তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম যে, আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উপর তিনি বিজয়ী হয়েছেন। অধিকাংশ আরব তাকে মেনে নিয়েছে! সে বলল- আরবদের জন্য তাকেঁ অনুসরণ করাই শ্রেয় হবে। এখন আমি তোমাদের কাছে স্বীয় পরিচয় বর্ণনা করছি! শোন..!! আমি হলাম "মাছীহ" (দাজ্জাল)! অচিরেই আমাকে ভূপৃষ্ঠে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হব! বিশ্বজোড়ে ভ্রমণ করব! পৃথিবীর এমন কোন শহর থাকবেনা, যেখানে আমি প্রবেশ করবনা! চল্লিশটি রাত আমি এভাবে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াব! কিন্তু আরবের মক্কা এবং তাইবা শহরে আমি ঢুকতে পারবনা! যখনই শহরদ্বয়ের কোনএকটিতে প্রবেশ করতে চাইব, তখনই নাঙ্গা তরবারী হাতে নিয়ে একজন ফেরেশতা আমার গতিরোধ করবে। কেননা, শহরদ্বয়ের প্রতিটি রাস্তায় তখন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে।

ঘটনাটি শুনানোর পর রাসূলে কারীম সা. স্বীয় লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে বললেন যে, এটিই হচ্ছে তাইবা শহর! এটিই হচ্ছে তাইবা শহর! এটিই হচ্ছে তাইবা শহর! (অর্থাৎ মদীনা)। আমি কি তোমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পেরেছি?! সবাই বলল- হ্যাঁ..!! বললেন- সতর্ক থেকো! দাজ্জাল বর্তমানে শামের সমুদ্রে অথবা ইয়েমেনের সমুদ্রে অবস্থান করছে! না!! বরং সে পূর্বদিকে অবস্থান করছে! পূর্বদিকে অবস্থান করছে! পূর্বদিকে অবস্থান করছে!! (মুসলিম শরীফ-৫২৩৫)

ফায়দা- ঘটনা বর্ণনার সময় রাসূলে কারীম সা. প্রথমে বললেন যে, দাজ্জাল শামের সমুদ্রে আছে অথবা ইয়েমেনের সমুদ্রে আছে। অতপর সেটি প্রত্যাহার করে তিনবার বললেন- না! বরং সে পূর্বদিকে অবস্থান করছে। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বলেন- প্রথমবার যখন উনি বলছিলেন, তখন ওহীর মাধ্যমে উনাকে জানানো হয়েছিল যে, সে পূর্বদিকে অবস্থান করছে। একারণেই নবী করীম সা. তিনবার কথাটি বলেছিলেন।

যেহেতু নবী করীম সা. এথেকে আগে বাড়িয়ে কোন কিছু বলে যাননি। এজন্য আলোচনাটি এখানেই শেষ করা হল।

দাজ্জালের উপরোক্ত প্রশ্নাবলী এবং সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি...

দাজ্জাল তখন "বাইছান" এর খেজুরের বাগান, زغر (যুগার) ঝর্ণা, بحيرة طبرية (টাইবেরিয়াস লেক) এবং নবী করীম সা.এর ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল। উক্ত প্রশ্নগুলোতে যদি আপনি চিন্তা করেন, তবে চারটির মধ্যে তিনটিই পানিবিষয়ক। এই চারটি বিষয়ের সাথে অবশ্যই দাজ্জালের কোন না কোন সম্পর্ক রয়েছে।

"বাইছান" (Baysan) এর খেজুর বাগিচা...

"বাইছান" প্রথমে ফিলিস্তীনের সীমানায় ছিল। হযরত উমর রা.এর শাসনকালে শুরাহবীল বিন হাসানাহ এবং আমর বিন আস রা. এর নেতৃত্বে এলাকাটি বিজয় হয়েছিল। অতপর ১৯৪৮ এর পূর্বে এটি জর্ডানের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ইসরায়েল "বাইছান"সহ এতদাঞ্চলের উনিশটি ছোটবড় শহরকে দখল করে নেয়। এখন সেটি ইসরায়েলের দখলে।

সাম্প্রতিক বাইছান এলাকার চিত্র।

"বাইছান"এর খেজুর বাগিচার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবূ আব্দিল্লাহ ইয়াকূত হামভী রহ. (মৃত্যু-৬২৬ হিঃ) معجم البلدان গ্রন্থে লেখেন- "বাইছান" এলাকাটি খেজুর বাগিচার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ওখানে আমি কয়েকবার গিয়েছি। (৬২৬ হিজরীর পূর্বে) আমি ওখানে শুধুমাত্র দু'টি পুরাতন খেজুরবাগান লক্ষ করতে পেরেছি।"

বর্তমান সময়েও বাইছান এলাকায় কোন খেজুরবাগান অবশিষ্ট নেই; বরং বর্তমানে এর পশ্চিমপ্রান্তে অবিস্থত "আরীহা" (Jericho)শহরটি খেজুরের জন্য প্রসিদ্ধ রয়েছে। বাইছানের কতিপয় এলাকা এখনো জর্ডানের সীমান্তবর্তী "গুর"(Ghor)এলাকার অধীনে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে "গুর" এলাকাটি গম এবং শাকসব্জি উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। পাশাপাশি জর্ডানের ভবিষ্যৎ কৃষিফলন-ও আশাব্যঞ্জক নয়।
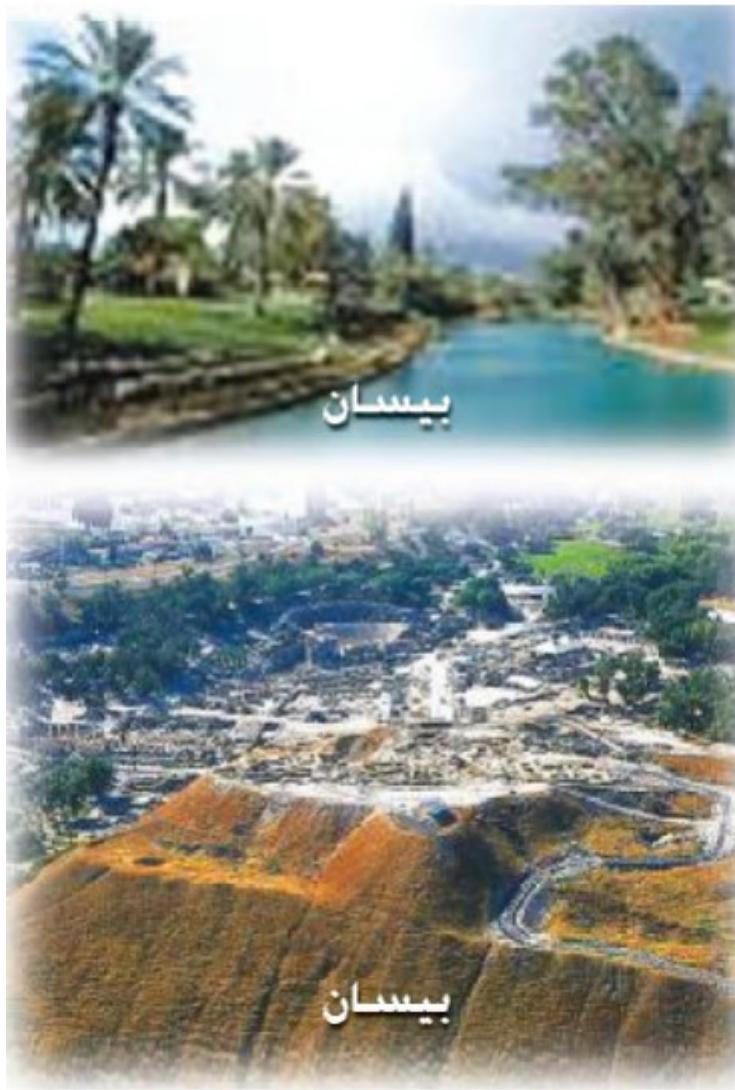
জর্ডান ইয়ারমূক নদীর পানির মাধ্যমে বেষ্টিত রয়েছে। জর্ডান সরকার ইয়ারমূক নদীর পানিকে "পূর্ব গুর কিনাল এরিগেশান প্রজেক্ট" এর জন্য গুর শহরের নিকটে নিয়ে এসেছে। গুরের উক্ত প্রজেক্টের মাধ্যমেই জর্ডানের ভূমিতে পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। আর ইয়ারমূক নদীর পানি আসে গুলান পর্বতমালার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে।
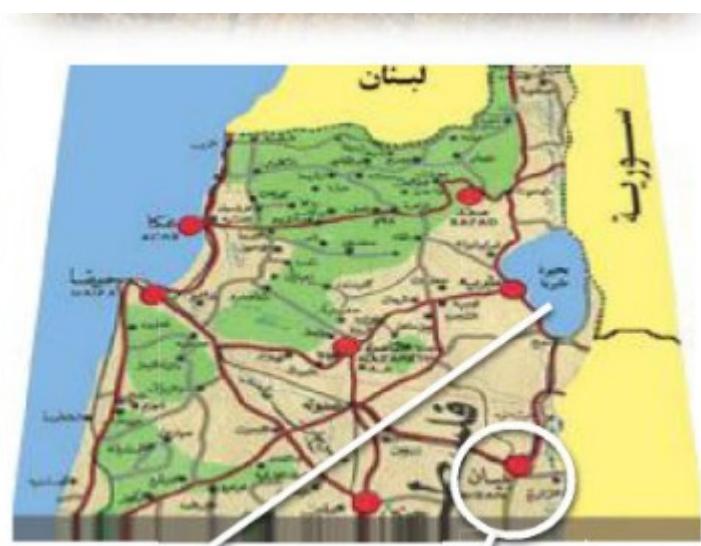
বর্তমান বাইছান এলাকা

بحيرة طبرية (Lake of Tiberius)এর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থান...

দাজ্জালের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল بحيرة طبرية কে কেন্দ্র করে। বর্তমান সময়ে এটিও ইসরায়েলের দখলে রয়েছে। ইংরেজীতে এটাকে Lake of Tiberius বা Sea of Galilee এবং হিব্রু ভাষায় Yam Kinneret বলা হয়ে থাকে। (ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা)

"বুহাইরা তাবারিয়া" (Lake of Tiberius) এর আশপাশে নয়টি শহর আবাদ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তাবারিয়া, যা ইহুদীদের চারটি পবিত্রস্থানসমূহের একটি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অনেক গুরুত্ব বহন করে থাকে। খৃষ্টাব্দ ৭০ এ রুমী বাদশা "টাইটাস" (Titus) যখন বাইতুল মাকদিস ধ্বংস করেছিল, তখন ইহুদীদের ধর্মীয় গুরুজন (যাদেরকে "রাব্বী" (Rabbi) বলা হয়ে থাকে) "তাবারিয়া"তে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে ইহুদী ধর্মীয় গুরুজনদের দিয়ে একটি উচ্চ আদালত গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে খৃষ্টাব্দ তৃতীয় এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ইহুদীদের ধর্মীয় ও আইনের কিতাব "তালমূদ" (Talmud) বিন্যস্ত করা হয়েছিল। ১২০০ খৃষ্টাব্দে কুকর্মের কারণে ইহুদীদেরকে "তাবারিয়া" থেকে পলায়ন করতে হয়। অতপর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পূণরায় তারা সেখানে গিয়ে আবাদ হয়। শহরটি বর্তমানে মনমোগ্ধকর পর্যটনস্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ। (ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা-২০০৫)

মুসলমানদের মধ্যে শুরাহবীল বিন হাসানা রা. এলাকাটি বিজয় করেছিলেন। অতপর শহরবাসী টেক্স আদায়ের চুক্তি ভঙ্গ করলে উমর রা. এর শাসনকালে আমর বিন আস রা. পূণরায় তা বিজয় করেন।

معجم البلدان গ্রন্থে এসেছে যে, "ওখানে একটি পুরাতন প্রাসাদ রয়েছে, যাকে "হাইকালে সূলেমানী" (সূলেমানী আকৃতি) বলা হয়ে থাকে। এর ভেতর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। ওখানে গরম পানির ঝর্ণা রয়েছে। "বাইছান" এবং "গুর"এর মাঝামাঝিতে গরম পানির একটি ঝর্না রয়েছে, যা সূলাইমান আ.এর নামে

প্রসিদ্ধ। ঝর্ণাটির ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের ধারণা- এই ঝর্ণার পানিতে সকল রোগের প্রতিসেধক রয়েছে। বুহাইরা তাবারিয়া"র মাঝে বড় একটি কাঁটাযুক্ত উচুঁ স্থান রয়েছে, দর্শনার্থীদের চোখে এটি দূর থেকে ভেসে উঠে। এলাকাবাসীর ধারণা- এখানেই হযরত সূলাইমান আ.এর কবর অবস্থিত।"

বুহাইরা তাবারিয়া এবং বর্তমান পরিস্থিতি...

এভাবেই দিনদিন বুহাইরা তাবারিয়ার পানি শুকিয়ে যাচ্ছে.

"বুহাইরা তাবারিয়া" হচ্ছে একটি ছোট বিল বা ঝিল, যা উত্তর-পূর্ব ইসরায়েলের জর্ডান সীমান্তের নিকটে অবস্থিত। বর্তমান সময়ে তাতে মিঠাপানি বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে এর দৈর্ঘ্য উত্তর থেকে দক্ষিণে ২৩ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য উত্তরের দিকে ১৩ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা হচ্ছে ১৫৭ ফিট। সম্পূর্ণ আয়তন হচ্ছে ১৬৬ বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে এতে বিভিন্ন ধরনের মৎস্য পাওয়া যায়।

বর্তমান সময়ে "বুহাইরা তাবারিয়া" হচ্ছে ইসরায়েলের জন্য মিঠাপানির সবচে' বড় উপকরণ। আর বুহাইরা তাবারিয়া"র পানির বড় মাধ্যম হচ্ছে জর্ডান সাগর, যা গুলান পর্বতমালা হয়ে جبل الشيخ থেকে এসে থাকে। বর্তমানে ইসরায়েল বুহাইরা তাবারিয়াতে পানি আসার পূর্বেই জর্ডান সাগরের মুখকে ইসরায়েলের অভ্যন্তরের নিয়ে গেছে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে আর অবশিষ্ট পানিকে তারা মরুভূমিতে ঢেলে অপচয় করে। যাতে মুসলমানদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত রাখা যায়। এর ফলে জর্ডানের উর্বর ভূমিগুলো বাঞ্জার হয়ে যাওয়া এবং বুহাইরা তাবারিয়া" দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

زغر (যুগার) ঝর্ণা...

দাজ্জালের তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল "যুগার" ঝর্ণাকে কেন্দ্র করে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন যে, আল্লাহ তা'লা যখন লূত জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছিলেন, তখন হযরত লূত আ.কে "সাদূম"এর বস্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। ফলে হযরত লূত আ. নিজের দুই কন্যা "রাব্বা" এবং "যুগার"কে সাথে নিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন। বড় কন্যা যখন ইন্তেকাল করে, তখন তাকে একটি ঝর্ণার পাশে দাফন করেন। ফলে ঐ ঝর্ণাটির নাম হয়ে যায় عين ربه তথা "রাব্বা ঝর্ণা"। অতপর ছোটকন্যা "যুগার"এর ইন্তেকাল হলে তাকেও অপর এক ঝর্ণার পাশে দাফন করেন। ফলে ঐ ঝর্ণাটির-ও নাম পড়ে যায় عين زغر তথা "যুগার ঝর্ণা"। (معجم البلدان)

معجم البلدان প্রণেতা আবূ আব্দিল্লাহ হিমাভী রহ. "যুগার ঝর্ণা"কে মৃত সাগরের (Dead Sea)পূর্বদিকে বলেছেন।

বাইবেলের কথা অনুযায়ী লূত জাতির উপর শাস্তি আসার পর হযরত লূত আ. যে বস্তির দিকে

গিয়েছিলেন, সেটিকে "যূর" (Zoar) বলা হত। এলাকাটি বর্তমান সময়ে মৃত সাগরের পূর্বেদিকে জর্ডানে الصافي নামে প্রসিদ্ধ। (দি হারপার কলিন্স আটলাস)

গুলান পর্বতমালার ভৌগোলিক অবস্থান...

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল গুলান পর্বতমালাকে শাম থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। جبل الشـــيخ (Mount Herman)হচ্ছে গুলান পর্বতমালার ধারাবাহিকতার সর্বোচ্চ চূড়া, যার একদিকে বাইতুল মাকদিস অপরদিকে দামেস্ক শহর সম্পূর্ণ নিচে দেখা যায়। তার উচ্চতা ৯২৩২ ফিট। جبل الشيخ বর্তমানে লেবানন, শাম আর ইসরায়েলের দখল রয়েছে। অবশিষ্ট কিছু এলাকা জাতিসংঘের বেসামরিক স্থান হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে। পানির কথা চিন্তা করলে جبل الشيخ হচ্ছে উন্মুক্ত এলাকা। এভাবে ভৌগোলিক আর পানিয় সুবিধার দিকে লক্ষ করলে এ পর্বতমালা স্থানীয় অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

এখন আপনি দাজ্জালের পক্ষ থেকে করা "বাইছান", বুহাইরা তাবারিয়া আর "যুগার ঝর্ণা" সম্পর্কে প্রশ্নগুলি গভীরভাবে চিন্তা করুন! তিনটি বিষয়ের সম্পর্কই এই গুলান পর্বতমালার সাথে। পাশাপাশি যে সকল হাদিসে দামেস্ক, বুহাইরা তাবারিয়া, বাইতুল মাকদিস আর উন্মুক্ত ময়দানকে মুসলমানদের ঘাটি বলা হয়েছে সেগুলোর প্রতি যদি নজর দেন, তবে এই গুলান পর্বতমালার অবস্থান আপনার পরিস্কারভাবে বুঝে আসবে।

একথাটিও স্মরণ রাখবেন যে, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের "আরমিগডান" (বিশ্বযুদ্ধ) সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তা হল- এই আরমিগাডান (বিশ্বযুদ্ধ) "মিগড"এর প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হবে। "মিগড"এর প্রান্তরটিও কিন্তু বুহাইরা তাবারিয়ার অল্পকিছু পশ্চিমে অবস্থিত একটি ময়দান। "আফীক"এর ঐ ঘাটি, যেখানে দাজ্জাল মুসলমানদেরকে অবরোধ করে ফেলবে, সেটিও বুহাইরা তাবারিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। এভাবে এসকল ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পূর্ণ গুলান পর্বতমালার নিচে অবস্থিত। আপনি যদি ইসরায়েল-ফিলিস্তীন আর ইসরায়েল-শাম কর্তৃক উক্ত এলাকা নিয়ে মতানৈক্যের ব্যাপারে চিন্তা করেন, তবেই ব্যাপারটি আপনি অতি সহজে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, বিশ্বকুফুরী শক্তি কোন্ নির্দিষ্ট লক্ষকে সামনে রেখে একের পর এক স্বীয় পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে..!! পাশাপাশি নিরীহ ফিলিস্তিনীদেরকে নিঃশেষ করার জন্য সকল কুফুরী শক্তি ইসরায়েলকে কেন সহায়তা করছে..!!

দাজ্জালের জন্য নিষিদ্ধ নগরি- মক্কা এবং তাইবা (মদীনা)...

عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان.(صحيح البخاري)

অনুবাদ- হযরত আবূ বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- মদীনা নগরীতে কখনো দাজ্জালের শংকা ভর করবেনা। কারণ, সেদিন মদিনার সাতটি দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজায় দু'জন করে ফেরশতা নিযুক্ত থাকবে।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بلد إلا سيدخله الدجال إلا الحرمين مكة والمدينة ، وأنه ليس بلد إلا سيدخله رعب المسيح إلا المدينة على كل نقب من أنقابها يومئذ ملكان يذبان عنها رعب المسيح.(المستدرك على الصحيحين،ج:4ص:584)

অনুবাদ- রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- পৃথিবীর এমন কোন এলাকা নেই, যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবেনা। শুধুমাত্র হারামাইন তথা মক্কা এবং মদীনা ব্যতিত। এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জালের শংকা ভর করবেনা। শুধুমাত্র মদীনা শহর ব্যতিত। মদীনার প্রতিটি রাস্তায় তখন দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে, যারা (নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে) দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে মদীনাকে রক্ষা করবে।

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أخبرتني أم شريك ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال ، قالت أم شريك: يا رسول الله! فأين العرب يومئذ ؟؟ هم يومئذ قليل. (صحيح المسلم،ج:4ص:2266)

অনুবাদ- হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমাকে উম্মে শুরাইক রা. সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছেন- দাজ্জালের ভয়ে মানুষেরা পলায়ন করে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। উম্মে শুরাইক জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আরব সম্প্রদায় তখন কোথায় থাকবে ?? উত্তরে বললেন- আরব সম্প্রদায় তখন অল্পসংখ্যক থাকবে।

ফায়দা- যখন নবী করীম সা. দাজ্জালের আলোচনা করছিলেন এবং দাজ্জালের মিথ্যা দাবীগুলো তুলে ধরছিলেন, তখন উম্মে শুরাইক যে প্রশ্নটি করেছিলেন, তার সারমর্ম হল- আরব সম্প্রদায় তো হল সত্যের জন্য

জান কুরবানকারী সম্প্রদায়। তারা তো বাতিলের বিরুদ্ধে সদা লড়াইয়ে অভ্যস্থ সম্প্রদায়। তাদের বর্তমানে দাজ্জাল কি করে এতসব হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে ??!! তখন রাসূলে কারীম সা. যে উত্তরটি দিয়েছিলেন, তার সারাংশ হল যে, হে উম্মে শুরাইক! সত্যের জন্য জান কুরবানকারী আরব সম্প্রদায় তখন অল্পসংখ্যক থাকবে। অন্যথায় সংখ্যার দিক থেকে তো আরব তখন অনেক বেশি হবে। কিন্তু যে সকল আরব বীরযুদ্ধাদের ব্যাপারে তুমি প্রশ্ন করছ, তাদের সংখ্যা যৎসামান্য হবে।

নাওয়াছ বিন ছামআন রা.এর হাদিস...

হযরত নাওয়াছ বিন ছামআন বলেন- একদিন নবী করীম সা. দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। কখনো উনার আওয়াজ উচুঁ হচ্ছিল আবার কখনো ক্ষীন হচ্ছিল। ভয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে আমাদের মনে হচ্ছিল যে, দাজ্জাল মনে হয় পাশের খেজুর বাগানে এসে উপস্থিত হয়েছে। অতপর আমরা যখন সন্ধায় রাসূলের কাছে ফিরে আসলাম, তখন আমাদের চেহারায় উদ্বিগ্নতার রেখা দেখে তিনি বলতে লাগলেন- কি হল তোমাদের ?? আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! (সকালে) আপনি দাজ্জালের আলোচনা করেছেন, আলোচনার সময় কখনো আপনার আওয়াজ উচুঁ হচ্ছিল আবার কখনো ক্ষীন হচ্ছিল। আলোচনান্তে আমাদের এমন মনে হল যে, দাজ্জাল মনে হয় পাশের খেজুর বাগানে লুকিয়ে রয়েছে। একথা শুনে নবী করীম সা. বললেন- সে যদি আমার জীবদ্দশায় বের হয়, তবে আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তার মুকাবেলা করব। আর যদি আমার (মৃত্যুর) পর বের হয়, তবে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে নিজের পক্ষ থেকে দাজ্জালের মুকাবেলা করা। আর আল্লাহ তা'লাই সকল মুসলমানকে তত্ত্বাবধান করবেন। সে (দাজ্জাল) বলিষ্ঠ যুবক হবে। তার চোখ স্ফীত আঙ্গুরের ন্যায় বাইরের দিকে প্রকাশিত থাকবে। সে দেখতে আব্দুল উয্যা বিন কাতন এর মত দেখাবে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাকে পেয়ে যাবে, সে যেন সূরায়ে কাহফের প্রাথমিক (১০টি) আয়াত পড়ে নেয়। সে ইরাক এবং শামের মধ্যবর্তী একটি সড়ক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। ডানে বায়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ফেতনা ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দেবে। ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! (তার মুকাবেলায়) তোমরা অটল থেকো!! আমরা জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! সে দুনিয়াতে কতদিন অবস্থান করবে ?? উত্তরে বললেন- চল্লিশ দিন। (প্রথম)দিন হবে এক বৎসরের সমান। দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান। তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলি সাধারণ দিনের মত হবে। জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! ভ্রমণকালে তার গতি কেমন হবে ?? বললেন- প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ূর তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বাদলের মত হবে। এভাবে সে এক সম্প্রদায়ের কাছে এসে নিজেকে খোদা বলে মেনে নেয়ার দাবী জানালে তারা দাজ্জালের উপর ঈমান নিয়ে আসবে এবং দাজ্জালের কথাকে তারা মেনে নেবে। ফলে দাজ্জাল তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আকাশকে আদেশ করবে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষন করতে। ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষন করবে। ভূমিকে আদেশ করবে ফসল উৎপন্ন করতে। যমিন ফসল উৎপন্ন করে দেবে। সন্ধায় তাদের গরু-ছাগলগুলো যখন মাঠ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন স্তনগুলো দুধে ভরপুর থাকবে, পেটগুলো স্ফীত থাকবে। অতপর দাজ্জাল অপর এক সম্প্রদায়ের কাছে এসে নিজেকে খোদা বলে মেনে নেয়ার দাবী জানালে তারা তা অস্বীকার করবে। দাজ্জাল তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে। ফলে তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যাবে। তাদের মালসম্পদ থেকে কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা, সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে। দাজ্জাল এক অনুর্বর জমির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। দাজ্জাল জমিকে আদেশ করবে- "তুমি তোমার রত্ন-ভান্ডার উন্মোচন করে দাও"। ফলে ঐ জমির সকল রত্ন-ভান্ডার বের হয়ে এমনভাবে দাজ্জালের পিছু পিছু চলে যাবে, যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে দলবেধে চলে যায়। সে একজন বলিষ্ঠ যুবককে কাছে ডেকে তরবারী দিয়ে দুই টুকরা করে দেবে। লাশের দুটি টুকরা এত দূরে গিয়ে পড়বে, যতটুক দূরে লক্ষবস্তুর দিকে নিক্ষেপিত কোন তীর গিয়ে পড়ে। অতপর দাজ্জাল সেই (নিহত দুই টুকরা হয়ে যাওয়া) যুবককে আহবান করলে (দুই টুকরা একসাথে জোড়া লেগে) যুবকটি উঠে চলে আসবে। এভাবে তার ভয়াবহ ফেতনা বিশ্বজোড়ে চলতে থাকবে। শেষপর্যন্ত ঈসা ইবনে মারয়াম আ.কে আল্লাহ তা'লা (আসমান থেকে) প্রেরণ করবেন। (مسلم،ج:4ص:2250)

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় এসেছে যে, দাজ্জাল প্রথমে ঐ যুবকটির উপর কঠোরতা আরোপ করবে। তার কোমর এবং পিঠে অনেক মারধর করবে। বলবে- এখন কি আমার উপর ঈমান এনেছিস ?? যুবকটি উত্তরে বলবে- তুই হচ্ছিস দাজ্জাল! অতপর দাজ্জাল যুবকটিকে দুই পা ফেড়ে শরীরে মাঝখান দিয়ে চিড়ে ফেলার আদেশ করলে তাকে চিড়ে ফেলা হবে। অতপর দাজ্জাল তার দেহদ্বয়কে পূণরায় জোড়া লাগিয়ে জীবিত করে তাকে বলবে- এখন কি বিশ্বাস হয়েছে যে, আমিই হচ্ছি খোদা..??!! উত্তরে যুবকটি বলবে- এখন তো আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, তুই-ই হচ্ছিস দাজ্জাল। (আর আমি হলাম সে সৌভাগা যুবক, যার ব্যাপারে নবী করীম সা. সুসংবাদ দিয়ে গেছেন) যুবকটি বলবে- ওহে লোকসকল! আমার পরে আর কোন ব্যক্তির সাথে সে এরকম আচরণ করতে পারবেনা। নবী করীম সা. বলেন- অতপর দাজ্জাল ঐ যুবকটিকে জবাই করতে চাইলে আল্লাহ তা'লা যুবকটির গলাকে তামা বানিয়ে দেবেন। ফলে দাজ্জাল আর তাকে জবাই করতে সক্ষম হবেনা। নবী করীম সা. বলেন- অতপর দাজ্জাল যুবকটির এক হাত এবং এক পায়ে ধরে দূরে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা মনে করবে যে, দাজ্জাল তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে। অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। অতপর নবী করীম সা. বলেন- ঐ যুবকটি আল্লাহ তা'লার কাছে সবচে' উত্তম মহান ও মর্যাদাপূর্ণ শহীদ হিসেবে বিবেচিত হবে। (مسلم،ج:4ص:2256 ، مسند أبي يعلى،ج:2ص: 534)

ফায়েদা-

(১) সময় কি তাহলে থমকে যাবে...??

দাজ্জালের জন্য সময় থমকে যাওয়া। বিষয়টি কি জাদু প্রতিক্রিয়ার কারণে হবে নাকি অত্যাধুনিক টেকনোলোজী ব্যবহার করে সে এমনটি করবে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রা. তখনকার পরিস্থিতিতে নামায পড়া সম্পর্কে নবী করীম সা.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- সময় হিসাব করে তোমরা নামায আদায় করে নিও!

সময়ের গতিরোধ করতে দাজ্জালী শক্তি নিয়মিত গবেষনা করে চলেছে। আপনি হয়ত শুনে থাকবেন যে, "টাইম মেশিন" নামে একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র আবিস্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে মানুষকে অতিতের কোন সময়ে পৌছে দেয়া সম্ভব হবে। বরং প্রকৃতপক্ষে তো সে বর্তমান কালেই হবে, কিন্তু মেশিনটি ব্যবহার করলে এমন অনুভূত হবে যে, সে এখন অতীতকালে অবস্থান করছে। অতিশিঘ্রই সিষ্টেমটি বিশ্ববাজারে আসতে পারে।

(২) সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূলের কাছে পৃথিবীতে দাজ্জালের অবস্থান এবং গতির ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন, যার মাধ্যমে তাদের সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ পাওয়া যায়। জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, দাজ্জালের সাথে আমাদের কয়দিন যুদ্ধ করা লাগবে! কেননা, যুদ্ধকালীন একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে থাকে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রা. তার গতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন..!!

(৩) প্রথম দিনটি এক বৎসরের সমান। দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের সমান। তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী সাঁইত্রিশ দিন সাধারণ দিনের মতই হবে। এভাবে হিসাব করলে পৃথিবীতে দাজ্জালের মোট অবস্থানকাল হয়- এক বৎসর দুই মাস চৌদ্দ দিন। কতিপয় মুহাদ্দিসীনের কাছে দিন লম্বা হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হল যে, চিন্তা ও পেরেশানীর কারণে দিনগুলি লম্বা অনুভূত হবে। এর জবাবে ইমাম নববী রহ. বলেন-قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره........ يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم "وسائر أيامه كأيامكم" অর্থাৎ অধিকাংশ উলামাদের মতে- হাদিসটি তার বাহ্যিক অর্থে নেয়া হবে। কেননা, রাসূল সা.এর বাণী "আর বাকী দিনগুলি সাধারণ দিনের মতই হবে" তাই প্রমাণ করে। পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম যখন প্রশ্ন করেছিলেন- প্রথম দিনে (এক বৎসর) আমরা নামায কতটুকু আদায় করব ?? একদিনের নামাযই

কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ?? তখন উত্তরে নবী করীম সা. বলেছিলেন- তোমরা হিসাব এবং আন্দাজ করে (পূর্ণ এক বৎসরের) নামাযগুলো আদায় করে নিও!!(شرح مسلم للنووي)

(৪) ডানে বামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য হল- দাজ্জাল নিজে যেখানে অবস্থান করবে, সেখানে তো ফেতনা-ফ্যাসাদ হবেই। পাশাপাশি সে তার এজেন্টদের ব্যবহার করে আশপাশেও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেবে। যেমন, আমরা দেখে থাকি- যুদ্ধের মধ্যে "কমান্ডার ইন চীফ" বিশেষ বিশেষ স্থানে গমন করে থাকেন আর আশপাশের এলাকাগুলোতে সহযোগীদের প্রেরণ করে থাকেন। কেননা, যুবককে হত্যাপ্রচেষ্টার হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, দাজ্জালের কাছে সংবাদ আসবে যে, একজন যুবক তার সম্পর্কে অপপ্রচার করে থাকে। তখন দাজ্জাল তার এজেন্টদের কাছে বার্তা প্রেরণ করবে যে, ঐ যুবককে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো! বর্ণনাটি নুআইম বিন হাম্মাদ "আলফিতান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, দাজ্জাল ছাড়া তার এজেন্টগণও ঈমানদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। আর দাজ্জাল জাগায় জাগায় গিয়ে তাদেরকে তত্ত্বাবধান করবে।

ابن صياد "ইবনে সাইয়াদ"...

দাজ্জালের বর্ণনার মাঝখানে ইবনে সাইয়াদের আলোচনা সংযোজন করা সমিচীন মনে হচ্ছে। "ইবনে সাইয়াদ" হচ্ছে একটি ইহুদী সন্তান, সে মদীনাতে লালিত হয়েছিল। তার নাম ছিল- "ছাফী"। জাদুবিদ্যা এবং বিস্ময়কর বিষয় আবিস্কারে সে প্রসিদ্ধ ছিল। দাজ্জালের ব্যাপারে নবী করীম সা. যে সকল নিদর্শন বলে গেছেন, তার অধিকাংশই ইবনে সাইয়াদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়েছে। একারণেই স্বয়ং নবীজী সা. পর্যন্ত তার ব্যাপারে সবসময় পেরেশান থাকতেন। তদন্তের জন্য একাধিকবার চুপিসারে তার কথোপকথন শুনার চেষ্টা করেছেন। শেষপর্যন্ত নবী করীম সা. এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলে যাননি যে, ইবনে সাইয়াদ-ই সেই ভয়ানক দাজ্জাল কিনা !! বেশ কয়েকজন উচুস্তরের সাহাবী তাকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। নিচে এ ব্যাপারে কতিপয় হাদিস পেশ করা হল :-

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা হযরত উমর রা. সাহাবায়ে কেরামের একটি প্রতিনিধি দলসহ নবী করীম সা. এর সাথে ইবনে সাইয়াদের কাছে গেলেন। ইবেন সাইয়াদ তখন ইহুদী বসতি "বনূ মুগালা"তে সাথীদের নিয়ে খেলা করছিল। সে তখন স্বাবালক হওয়ার নিকটবর্তী। ইবনে সাইয়াদ তাদেরকে দেখতে না পেয়ে স্বীয় খেলায় মগ্ন ছিল। শেষপর্যন্ত নবী করীম সা. গিয়ে তার পিঠে মৃদু আঘাত করলেন। ইবনে সাইয়াদ যখন রাসূলের দিকে মনোনিবেশ করল, তখন রাসূলে কারীম সা. তাকে বললেন- তুমি কি বিশ্বাস কর যে- আমি হলাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল..?? তা শুনে ইবনে সাইয়াদ (রাগতস্বরে) রাসূলের দিকে তাকাল এবং বলল- আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি হচ্ছেন উম্মী তথা বকলম লোকদের জন্য রাসূল। একথা বলে ইবনে সাইয়াদ রাসূলকে পাল্টা প্রশ্ন করল- আপনি কি মনে করেন যে, আমি হলাম আল্লাহর রাসূল..?? তখন রাসূল সা. তাকে (ধরে) খুব ডাঁটলেন এবং বললেন- আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর বিশ্বাস করলাম। অতপর নবী করীম সা. তাকে বললেন- বলতো! তুই কি কি দেখিস..?? অর্থাৎ অদৃশ্যের বিষয়াবলী থেকে তোর নজরে কিছু ভাসে..?? উত্তরে সে বলল- কখনো আমার কাছে সত্য সংবাদ আসে, আবার কখনো মিথ্যা সংবাদ আসে। রাসূলে কারীম সা. বলতে লাগলেন- তোর ব্যাপারে সবকিছুই গড়বড় মনে হচ্ছে। অতপর (পরীক্ষার জন্য) রাসূল তাকে বললেন- আমি তোর জন্য মনে মনে একটি কথা লুকিয়েছি, বলতো সেটা কি..?? (নবী করীম সা.এর লুকানো কথাটি ছিল-يوم تأتي السماء بدخان مبين "যেদিন আসমানে প্রকাশ্য ধুঁয়া দেখা যাবে")। উত্তরে সে বলল- সেটি হচ্ছে- دخ (دخان এর সংক্ষিপ্ত রূপ)। তার জবাব শুনে নবী করীম বললেন- দূরে যা.. !! তুই তোর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কিছুই করতে পারবিনা!! পরিস্থিতি দেখে হযরত উমর রা. বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন আমি তার গরদান উড়িয়ে দেব! রাসূলে কারীম সা. বললেন- সেই যদি দাজ্জাল হয়, তবে তুমি তাকে মারতে

পারবেনা (কারণ, তাকে হত্যার বিষয়টি আল্লাহ পাক ঈসা বিন মারয়াম আ.এর হাতে লিখে রেখেছেন)। আর যদি দাজ্জান না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করে কোন লাভ নেই!!

হযরত ইবনে উমর রা. বলেন- আরেকদিন নবী করীম সা. তার বাড়ীর পাশের খেজুর বাগানে গেলেন, যেখানে ইবনে সাইয়াদ অবস্থান করছিল। এসময় আমার সাথে উবাই বিন কা'ব আনসারী-ও ছিলেন। ওখানে গিয়ে নবী করীম সা. খেজুর বৃক্ষের পেছনে লুকাতে চাইলেন, যাতে তার অজান্তেই নবী করীম সা. তার কিছু কথোপকথন শুনতে পারেন। ইবনে সাইয়াদ তখন চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়া ছিল। চাদরের ভেতর থেকে কি যেন গুনগুনানীর আওয়াজ ভেসে আসছিল। এমন সময় ইবনে সাইয়াদের মা এসে নবী করীম সা.কে খেজুর বৃক্ষের পেছনে লুকানো দেখে ইবনে সাইয়াদকে বলতে লাগল- হে ছাফী ! ঐ তো মুহাম্মদ এসে গেছে। একথা শুনামাত্রই ইবনে সাইয়াদ তার গুনগুনানীর আওয়াজ বন্ধ করে দেয়। তখন রাসূলে কারীম সা. বলতে লাগলেন- তার মা যদি এসে বাধা না দিত, তবে আজকে সে তার আসল চেহারা প্রকাশ করে দিত। এই ঘটনার পর যখন নবী করীম সা. ভাষন দেয়ার জন্য লোকদের সামনে দাড়ালেন, তখন আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনান্তে দাজ্জালের আলোচনা তুলে আনলেন। বলতে লাগলেন- আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করছি!! নূহ আ.এর পর এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি, যে স্বীয় জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। এমনকি নূহ আ.ও স্বীয় জাতিকে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেছিল। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে (দাজ্জাল সম্পর্কে) এমন একটি কথা বর্ণনা করব, যা ইতিপূর্বে কোন নবী বর্ণনা করেননি। জেনে রেখো!! দাজ্জাল কিন্তু একচোখে কানা হবে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কানা নন। (صحيح البخاري،ج:3ص: 1112 ، صحيح المسلم،ج:4ص:2244)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.বলেন- একদা পথে চলতে গিয়ে ইবনে সাইয়াদের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটল। তখন তার একচোখ ফুলে উঠেছিল। জিজ্ঞাস করলাম- কিরে..! তোর চোখের এ অবস্থা কেন ?? উত্তরে বলল- জানা নেই! আমি বললাম- চোখ তোর মাথায়..আর তুই-ই জানিসনা..!! সে বলল- প্রভূ চাহেন তো তোমার লাঠির মাথায় আমি চোখ তৈরী করতে পারি..!! অতপর ইবনে সাইয়াদ নাক দিয়ে স্বজোরে গাধার ন্যায় একটি আওয়াজ বের করল। (মুসলিম শরীফ)

হযরত ইবনে মুনকাদির রা. বলেন- আমি জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা.কে দেখেছি- উনি শপথ করে বলতেন যে, ইবনে সাইয়াদ-ই হচ্ছে দাজ্জাল। আমি বললাম- এ ব্যাপারে আপনি শপথ করছেন ?? তিনি বললেন- আমি-ও উমর ফারূক রা.কে রাসূলের সামনে এভাবে শপথ করে বলতে শুনেছি যে, ইবনে সাইয়াদ-ই হচ্ছে দাজ্জাল আর রাসূল সা. তার কথা অস্বীকার করেননি (নিরব থেকেছেন, যদি দাজ্জাল না-ই হত, তবে অবশ্যই উমর রা.এর কথাকে উড্ড করতেন)।(صحيح البخاري:6922 ، صحيح المسلم:2929)

হযরত নাফে' রহ. বলেন যে, ইবনে উমর রা. প্রায়ই বলতেন- আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ইবনে সাইয়াদ-ই হচ্ছে দাজ্জাল। (বর্ণনাটি আবূ দাউদ রহ. এবং বায়হাকী রহ. كتاب البعث والنشور এ উল্লেখ করেছেন। (مظاهر حق جديد)

হযরত আবূ বাকরা রা. বলেন- একদা নবী করীম সা. বলেন যে, দাজ্জালের পিতা-মাতা ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দাম্পত্য জীবন কাটাবে, কিন্তু তাদের কোন সন্তান হবেনা। ত্রিশ বছর পর তাদের একটি ছেলে সন্তান জন্ম হবে, যার দাঁতগুলো বড় বড় হবে (এর ব্যাখ্যায় অনেকেই বলেছেন যে, সে দাঁতসহ মায়ের পেট থেকে ভুমিষ্ঠ হবে) তার মাধ্যমে কোন উপকারী কাজ সাধন হবেনা। অন্যান্য ছেলে সন্তান যেভাবে ঘরের ভেতরে পিতা-মাতাকে সহায়তা করে থাকে, সে এমন কোন সহায়তামূলক কাজ করবেনা। তার দুই চোখ ঘুমাবে, কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকবে। অতপর নবী করীম সা. আমাদের কাছে তার পিতা-মাতার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন- তার পিতা অস্বাভাবিক লম্বা এবং হালকাগড়নের হবে (দেহে গুশ্ত কম থাকবে)। তার নাসিকা মোরগের মত লম্বা ও চিকন প্রকৃতির হবে। তার মা মোটা চুড়ি ও লম্বা হাত বিশিষ্ট হবে (অন্য বর্ণনায়-তার মা লম্বা ও প্রশস্ত স্তনবিশিষ্ট হবে)। আবূ বাকরা রা. বলেন- পরবর্তীতে একদিন আমরা শুনতে পেলাম যে,

মদীনার ইহুদীদের মধ্যে একটি আশ্চর্য ও বিরল প্রকৃতির ছেলে বিদ্যামন রয়েছে। তখন আমি এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. মিলে তাকে দেখার জন্য তার বাড়ীতে গেলাম। গিয়ে থাকি- হুবহু যে গুণাগুণ নবী করীম সা. দাজ্জালের পিতা-মাতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন, ঠিক সেই গুণগুলোই তাদের মাঝে বিদ্যমান। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম- তোমাদের কি কোন সন্তান রয়েছে ?? তারা বলল- আমরা ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বৈবাহিক জীবনযাপন করেছি, আমাদের কোন সন্তান হয়নি। ত্রিশ বছর পর আমাদের ঘরে একটি কানা সন্তানের জন্ম হয়েছে, যার দাঁতগুলো লম্বা লম্বা। তাকে দিয়ে কোন ভাল কাজ করানো যায়না। তার চোখ ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায়না। আবূ বাকরা রা. বলেন- তাদের পিতা-মাতার এ বর্ণনা শুনার পর ভয়ে আমরা ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। হঠাৎ আমাদের চোখ গিয়ে পড়ল ঐ (ইবনে সাইয়াদ) ছেলেটির উপর। সে রোদ্রের মধ্যে চাদর পরে শুয়ে ছিল, চাদরের ভেতর থেকে কি যেন গুনগুনানির আওয়াজ আসছিল, বুঝা যাচ্ছিলনা সে কি গুনগুন করছে। আমরা সেখানে দাড়িয়ে পরস্পরে কিছু একটা বললাম, তৎক্ষনাৎ সে মাথা থেকে চাদর সরিয়ে জিজ্ঞেস করল- তোমরা কি বলাবলি করছ ?? বললাম- আমরা তো মনে করেছি- তুমি ঘুমিয়ে আছ..!! তুমি কি আমাদের কথা শুনে ফেলেছ..?? সে বলল- হ্যাঁ..!! কারণ, আমার চোখ ঘুমায়, কিন্তু অন্তর সজাগ থাকে। (ترمذي:2248)

হযরত আবূ সাইদ খুদরী রা. বলেন- একদা মক্কা ভ্রমণকালে আমি এবং ইবনে সাইয়াদ একসাথে কাফেলায় ছিলাম। সে তার দুঃখের কথা আমার কাছে বর্ণনা করছিল যে, লোকেরা আমাকে দাজ্জাল বলে! এটা শুনে মনে মনে আমি খুব কষ্ট পাই! হে আবূ সাইদ! তুমি কি নবী করীম সা.কে বলতে শুননি যে, দাজ্জালের কোন সন্তান হবেনা, অথচ আমার সন্তান রয়েছে। নবী করীম সা. কি বলে যাননি যে, দাজ্জাল কাফের হবে, অথচ আমি মুসলমান। তিনি কি বলে যাননি যে, দাজ্জাল মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেনা, অথচ আমি মদীনা থেকে এসে মক্কার দিকে যাচ্ছি। আবূ সাইদ রা. বলেন- পরিশেষে ইবনে সাইয়াদ আমাকে বলল- স্মরণ রেখো! আল্লাহর শপথ করে বলছি- অবশ্যই আমি দাজ্জালের জন্মকাল সম্পর্কে অবগত রয়েছি..!! তার জন্মস্থান সম্পর্কে ভালরকম জানি..!! এটাও জানি যে, বর্তমানে সে কোথায় অবস্থান করছে..!! তার পিতা-মাতাকেও আমি খুব ভাল করে চিনি..! আবূ সাইদ রা. বলেন- আমরা ইবনে সাইয়াদের এ কথাগুলো শুনে সন্দেহে পড়ে গেলাম। বললাম- তোর ধ্বংস অনিবার্য..!! এমন সময় কাফেলার কেউ ইবনে সাইয়াদকে বলল যে- তোকে যদি দাজ্জাল বানিয়ে দেয়া হয়, তোর কেমন লাগবে ?? একথা শুনে ইবনে সাইয়াদ বলল- হ্যাঁ..!! অবশ্যই ভাল লাগবে (আমি শতভাগ রাজী আছি)!! (মানুষকে গুমরাহ করার জন্য যে সকল অলৌকিক আর জাদুময় বিষয় দাজ্জালকে দেয়া হবে) ঐ সকল বিষয় যদি আমাকে দেয়া হয়, তবে আমি দাজ্জাল হওয়াকে খারাপ মনে করবনা। (মুসলিম শরীফ-২৯২৭)

হযরত জাবের রা. বলেন যে, ইবনে সাইয়াদ "হাররা"এর ঐতিহাসিক ঘটনার স্থানে গুম হয়েছে। আজপর্যন্ত সে ফিরে আসেনি।(أبو داود بسند صحيح)

ইবনে সাইয়াদ কি তাহলে দাজ্জাল ছিল..??

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নবী করীম সা. তার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলে যাননি। সাহাবায়ে কেরামের মত পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাঝেও এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়ে গেছে। যারা ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল মানতে নারাজ, তাদের যুক্তি হল যে, দাজ্জাল কাফের হবে, মক্কা-মদীনায় সে প্রবেশ করতে পারবেনা এবং তার কোন সন্তান হবেনা। পক্ষান্তরে যারা ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল বলে দাবী করেন, তাদের যুক্তি- যে সকল নিদর্শন নবী করীম সা. দাজ্জালের ব্যাপারে বলে গেছেন, এর সবগুলোই ইবনে সাইয়াদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এমনকি তার পিতা-মাতার মধ্যে পর্যন্ত রাসূলের বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। পাশাপাশি ইবনে সাইয়াদের উক্তি- "আমি দাজ্জালের জন্মস্থান ও জন্মতারিখ জানি" স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করে যে, সেই হচ্ছে দাজ্জাল। যারা ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল মানতে নারাজ, তাদের যুক্তির জবাব এভাবে দেয়া হয় যে, আবূ

সাইদ রা. এর সাথীগণন যখন ইবনে সাইয়াদকে প্রশ্ন করেছিল যে, "তোকে যদি দাজ্জাল বানিয়ে দেয়া হয়, তবে তোর কেমন লাগবে ??" এর প্রতিউত্তরে যে ইবনে সাইয়াদ বলেছিল যে, দাজ্জালের অলৌকিক আর জাদুময় বিষয়গুলো যদি আমাকে প্রদান করা হয়, তবে আমি দাজ্জাল হওয়াকে অপছন্দ করবনা।" এ কথার মাধ্যমেই ইবনে সাইয়াদ ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। আর তার মক্কা-মদীনা ভ্রমণের ব্যাপারে ইমাম নববী রহ. বলেন- "বাহ্যিকভাবে ইবনে সাইয়াদের ইসলাম প্রকাশ, হজ্জে গমন ও জিহাদে অংশগ্রহণ বিষয়গুলির মধ্যে তো স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই যে, সে দাজ্জাল ছাড়া অন্য কেউ ছিল।"

আকাবিরে সাহাবার মধ্যে হযরত উমর ফারূক রা., হযরত আবু যার গিফারী রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা., হযরত জাবের বিন আব্দিল্লাহ রা.সহ আরো অনেক উচু স্তরের সাহাবায়ে কেরাম ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী রহ.-ও ইবনে সাইয়াদ- দাজ্জাল হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং হযরত উমর রা.এর সূত্রে জাবের রা.এর বর্ণনাটি উল্লেখের উপরই যথেষ্ট করেছেন। তামীমে দারী রা.এর ঘটনাবাহী ফাতেমা বিনতে কাইস রা.এর হাদিসকে তিনি উল্লেখ করেননি। (ফাতহুল বারী- খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৩২৮)

যে সকল মনীষী ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল মানতে নারাজ, তাদের দলীল হচ্ছে তামীমে দারীর ঘটনাবাহী হাদিস।

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. "ফাতহুল বারী"তে এ ব্যাপারে যাবতীয় আলোচনা উল্লেখের পর বলেন- "তামীমে দারীর ঘটনাবাহী হাদিস এবং ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়া সম্বলিত হাদিসের পারস্পরিক সামাঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যেতে পারে যে, তামীম দারী রা. যে দীর্ঘকায় মানবকে শিকলে বাধা অবস্থায় অজানা এক দ্বীপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই হচ্ছে প্রকৃত দাজ্জাল। আর ইবনে সাইয়াদ ছিল শয়তান। সে নবী করীম সা. এর যুগে দাজ্জালের আকৃতিতে আসফাহান চলে যাওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পরে সে স্বীয় বন্ধুদের নিয়ে ওখানে গিয়ে ততক্ষণের জন্য গায়েব হয়ে যায়, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'লা তাকে বের হওয়ার জন্য সকল শক্তি দিয়ে দেন। (فتح الباري،ج:13ص:328)

অতপর ইবনে হাজার আসকালানী রহ. নিম্নোক্ত বর্ণনাটি টেনে আনেন, যা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবূ নুআইম تاريخ اصفهان গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :-

হাছছান বিন আব্দুর রহমান স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- যখন আমরা আসফাহান বিজয় করি, তখন আমাদের সেনাকেন্দ্র এবং ইহুদীয়া বস্তির মাঝখানে এক ফারসাখ পরিমাণ দূরত্ব ছিল। আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় সরাঞ্জামাদী ক্রয়ের জন্য ইহুদীয়া বস্তিতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতাম। একদিন আমি সেখানে গিয়ে দেখি যে, ইহুদীরা তবলা বাজিয়ে নেচে গেয়ে উৎসব করছে। ওখানে আমার পরিচিত একজন ইহুদী ছিল। তাকে গিয়ে উৎসবের কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে সে বলে- আজ আমাদের মুক্তিদাতা মহান বাদশার আগমণ হবে, যার নেতৃত্বে আমরা পূণরায় আরবদের উপর বিজয় অর্জন করব। তার উত্তর শুনে আমি ঐ রাতটি পাশের পাহাড়ের একটি উচুঁ টিলার উপর কাটালাম। অতপর ভোর পার হয়ে যখন সূর্য উদয় হল, তখন আমাদের সেনাকেন্দ্রের দিক থেকে কিছু ধুলাবালী উঠতে দেখা গেল। আমি দেখলাম যে, একজন ব্যক্তি এগিয়ে আসছে যার পরনে রাইহান সুগন্ধির পোশাক ছিল। ইহুদীরা তখন আরো বেশিকরে নাঁচতেছিল। কিছু নিকটে আসার পর যখন আমি ঐ লোকটিকে ভাল করে দেখলাম- আরে এতো ইবনে সাইয়াদ..!! অতপর সে ইহুদীয়া বস্তির ভেতরে প্রবেশ করে ফেলে। এখন পর্যন্ত সেখান থেকে আর সে ফিরে আসেনি।

আলোচনাটিকে এখানেই সমাপ্ত করা সমীচীন মনে করছি। কারণ, শেষপর্যন্ত নবী করীম সা. তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাননি। সুতরাং আমরা বলব যে, এ সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন। আর এধরনের রহস্যপূর্ণ বিষয়কে গোপন রাখার মাঝে আল্লাহর তা'লার অনেক হেকমত নিহীত থাকে, যা জগতবাসীর জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে।

সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার পাত্র...

হযরত ইমরান রহ.- আবূ মিজলায রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, দাজ্জাল আগমণের সময় লোকেরা তিনদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। একদল লড়াইয়ের ময়দান থেকে পলায়ন করবে (লড়াই করবেনা)। আরেকদল দাজ্জালের দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং যে ব্যক্তি চল্লিশটি রাত পাহাড়ের গর্তে অবস্থান করে ধৈর্য ধরবে, তার কাছে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে রিযিক আসতে থাকবে। আর সন্তানের অধিকারী অনেক নামাযী ব্যক্তি বলবে যে, আমরা দাজ্জালের গুমরাহীর ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান রাখি, কিন্তু আমরা (তাথেকে বাঁচার জন্য বা তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য) নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়তে রাজী নই। সুতরাং যারা এমনটি করবে, তারাও দাজ্জালের দলে শামিল হয়ে যাবে। দাজ্জালের জন্য দুই ধরনের জমিকে অনুসারী বানিয়ে দেয়া হবে। এক- অনুর্বর দুর্বিক্ষের কবলে পড়া জমি, যাকে জাহান্নাম বলে আখ্যায়িত করবে। দুই- সবুজ শ্যামল উর্বর জমি, যাকে সে জান্নাত বলে আখ্যা দেবে। তখন ঈমানদারদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হবে। অবশেষে একজন মুমিন বলবে- আল্লাহর শপথ! এহেন পরিস্থিতিকে আমি সহ্য করে নেবনা। আমি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব, যে নিজেকে প্রভূ বলে দাবী করে। সুতরাং যদি সে প্রকৃতই প্রভূ হয়ে থাকে, তবে আমি তার উপর বিজয় অর্জন করতে পারবনা। তবে আমি তার থেকে মুক্ত হয়ে যাব। মুসলমানগণ তার অবস্থা দেখে বলবে যে, আল্লাহকে ভয় কর, অন্যথায় বিপদ আসবে..!! সে তাদের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করবে এবং দাজ্জালের সামনে এসে উপস্থিত হবে। ঈমানদারগণ যখন গভীরভাবে তার প্রতি নজর দেবে, তখন তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, গুমরাহী ও কুফুরীর সাক্ষ্য দেবে। তা শুনে দাজ্জাল তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলবে- এই যুবককে দেখো! যাকে আমি সৃষ্টি করেছি, হেদায়েত দিয়েছি, আর সে কিনা আমারই মন্দচারী করে বেড়াচ্ছে.! ওহে লোকসকল! তোমাদের কি ধারণা..! আমি যদি এই যুবকটিকে হত্যা করে পূণরায় জীবিত করে দেই, তারপরও কি তোমরা আমাকে প্রভূ বলে মেনে নিতে আপত্তি করবে..?? লোকেরা বলবে- না! অতপর দাজ্জাল যুবকটিকে স্বজোরে আঘাত করলে যুবকটির দেহ দু'টুকরা হয়ে যাবে। অতপর পূণরায় আঘাত করলে সে জীবিত হয়ে যাবে। দৃশ্যটি দেখে ঈমানদারদের ঈমান আরো মজবুত হয়ে যাবে। দাজ্জালের বিরুদ্ধে তারা আরো বেশি মিথ্যাচার এবং কুফুরীর সাক্ষ্য দেবে। এই যুবকটি ছাড়া দাজ্জাল আর কাউকে হত্যা করে পূণরায় জীবিত করতে পারবেনা। অতপর দাজ্জাল বলবে- দেখো! আমি তাকে হত্যা করেছি এবং পূণরায় জীবিত করেছি, তারপরও সে আমার মন্দচারী করছে..!! বর্ণনাকারী বলেন- অতপর দাজ্জাল বিশেষ ধরনের এক ছুরি দিয়ে ঐ যুবকটিকে জবাই করতে চাইলে এক ধরনের তামা এসে ছুরি আর গলার মাঝে অন্তরায় হয়ে যাবে। ফলে ছুরি তার উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেনা। অতপর গোস্বায় দাজ্জাল যুবকটিকে ধরে বলবে- তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর! সুতরাং তাকে অনুর্বর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া জমিতে নিক্ষেপ করা হবে, যাকে দাজ্জাল আগুন মনে করবে, অথচ বাস্তবে সেটি জান্নাতের একটি দরজা হবে। সুতরাং যুবকটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।(السنن الواردة في الفتن،ج:6ص:1178)

ফায়দা-

(১) সন্তানের অধিকারী অনেক নামাযী ব্যক্তিও দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অপারগ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'লা তাদের জন্য সন্তানদেরকে পরীক্ষা বানিয়ে দেবেন। আর পরীক্ষার জন্য তো পূর্বে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। সুতরং যে সকল ব্যক্তি ঈমান নিয়ে স্বীয় প্রভূর সাথে সাক্ষাত করার আশা রাখে, তাদের উচিত- এখন থেকেই বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত চর্চা করা যে, আল্লাহ তা'লার জন্য স্বীয় সন্তানদেরকে ত্যাগ করার মত মানসিকতা অন্তরে তৈরী হয়েছে কিনা..!! এর সহজ পদ্ধতি হচ্ছে- ঐ পথে যাওয়ার জন্য মনস্থির করা, যে পথের ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, সেখানে গেলে আর ফেরত আসা যায়না। যেই সেখানে যায় সেই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। নিজেও মনস্থির করুন! বিবি-বাচ্চা-সন্তানসন্ততিকেও মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুত করে তুলুন! এভাবে পরিবারের প্রতিটি সদস্য পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ..!! আল্লাহর

সাহায্যে দাজ্জালের সময় স্বীয় দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে..!

(২) দাজ্জালের কুফুরী কারিশমা দেখে অনেক লোক নিরব তামাশা দেখবে। একজন যুবক এগুলো সহ্য না করে দাজ্জালের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষনা করবে। শান্তিকামী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ তাকে বুঝাবে যে, এমনটি করোনা! বরং চিন্তাভাবনা করে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু যাদের সম্পর্ক আরশে ইলাহীর সাথে স্থাপন হয়ে যায়, তারা ঐ সম্পর্ককে সুসংহত করার জন্য পাগল হয়ে যায়। ফলে সর্বপ্রকার শয়তানী শক্তির বিদ্রোহ করাই তাদের একমাত্র ধর্ম হয়ে যায়।

দাজ্জালের পক্ষ থেকে দৈনন্দিন প্যাকেজ...

عن عبيد بن عمير الليثي قال: يخرج الدجال فيتبعه ناس يقولون: نحن نشهد أنه كافر وإنما نتبعه لنأكل من طعامه ، ونرعى من الشجر ، فإذا نزل غضب الله نزل عليهم جميعا.(رواه أبو عمرو الداني ، ونعيم ابن حماد في الفتن،ج:2ص:546) الإسناد صحيح ، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه.

অনুবাদ- উবাইদ বিন উমাইর বলেন- দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পর এমন কিছু লোক তাকে অনুসরণ করবে, যারা বলবে- আমরা সাক্ষ দেই যে, সে (দাজ্জাল) হচ্ছে কাফের। আমরা শুধুমাত্র তার কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য এবং তার জমিতে নিজেদের খেতিকারবারী চালু রাখার জন্য তাকে অনুসরণ করছি। সুতরাং আল্লাহ পাকের শাস্তি যখন অবতীর্ণ হবে, তখন সকলের উপরই অবতীর্ণ হবে।

ফায়দা- বর্তমান সময়ে মুসলমান এসকল হাদিসের উপর চিন্তা-গবেষনা করছেনা। একটু যদি চিন্তা করত, তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠত। বর্তমান সময়ে কি এমনটি হচ্ছেনা যে, কুফুরী শক্তিগুলোকে মুসলমানগণ চেনা সত্তেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাতিলকে অনুসরণ করছে, তাদেরকে রক্ষা করছে বা নিরবে বসে তামাশা দেখছে..??!!

হযরত শাহর বিন হাউশাব রা.- আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. প্রায়ই আমার ঘরে তাশরীফ আনতেন। একদিন আলোচনার সময় তিনি দাজ্জালের প্রসঙ্গ তুলে বললেন- দাজ্জালের সবচে' ভয়ানক ফেতনা হবে যে- সে একজন গ্রাম্য ব্যক্তির কাছে এসে বলবে যে, আমি যদি তোমার মৃত উট (বা গরুছাগলগুলো) জীবিত করে দেই, তবে কি তুমি আমাকে খোদা বলে মেনে নেবেনা..??!! গ্রাম্য ব্যক্তি বলবে- হ্যাঁ..! নবী করীম সা. বলেন- অতপর শয়তান দুটি উটনীর আকৃতিতে প্রাণী নিয়ে আসবে, যা পূর্বের উটনী থেকেও বেশি দুগ্ধবাহী হবে এবং উদর পূর্ণ থাকবে। এভাবে দাজ্জাল অন্য এক ব্যক্তির কাছে এসে উপস্থিত হবে, যার পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেছে। এসে বলবে- আমি যদি তোমার পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেই, তাহলে কি আমাকে খোদা বলে মেনে নেবেনা..??!! সে বলবে- অবশ্যই! অতপর শয়তানেরা তার পিতা-মাতার আকৃতিতে এসে উপস্থিত হবে। এটা বলে নবী করীম সা. কোন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে গেলেন। লোকেরা দাজ্জালের বর্ণনা শুনে খুবই চিন্তিত ছিল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দরজার কপাটে হাত রেখে বললেন- আসমা! কি হল ? কাঁদছ কেন ? আসমা রা. বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো দাজ্জালের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, ফলে আমরা পেরেশান হয়ে গেছি। তখন নবী করীম সা. বললেন- সে (দাজ্জাল) যদি আমার জীবদ্দশায় আত্মপ্রকাশ করে, তবে তার মুকাবেলার জন্য আমিই যথেষ্ট। অন্যথায় আমার প্রভূ সকল মুমিনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক। অতপর আসমা রা. জিজ্ঞেস করেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা রুটি প্রস্তুত করিনা, যতক্ষণ না ক্ষুধা না লাগে। তাহলে ঐ সময় ঈমানদারদের কি অবস্থা হবে ?? নবী করীম উত্তরে বললেন- তাদের জন্য তাছবীহ (ছুবহানাল্লাহ) আর তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ)-ই যথেষ্ট হবে, যেমনভাবে আসমানের ফেরেশতাদের জন্য তা যথেষ্ট হয়।(الفتن نعيم بن حماد،ج:2ص:535، المعجم الكبير)

উপরোক্ত বর্ণনাটি কিছু শাব্দিক পরিবর্তনসহ ইমাম আহমদ রহ.-ও বর্ণনা করেছেন, যেখানে নিম্নোক্ত

বাক্যাবলী সংযোজিত হয়েছে- "নবী করীম সা. বলেন- আমার কথাগুলো যেন তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অনুপস্থিতদেরকে শুনিয়ে দেয় বা তাদের পর্যন্ত পৌছে দেয়।"

ফায়দা-

(১) مسند الطيالسي গ্রন্থে বর্ণনাটি শাহর বিন হাউশাব ছাড়া অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।

(২) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যার সামনেই দাজ্জালের আলোচনা করা হত, সাথে সাথে তার উপর ভয়ের সঞ্চার হত। সুতরাং দাজ্জালের আলোচনা শুনার সাথে সাথে সকল মুমিনের অন্তরে ভয় জাগা উচিত। পাশাপাশি তার আলোচনাকে ঘরে ঘরে পৌছে দেয়া উচিত।

হযরত হুযায়ফা রা. দাজ্জালের ব্যাপারে বর্ণনান্তে বলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- আমি (দাজ্জালের) বিষয়টিকে এজন্য বারবার তোমাদের সামনে বর্ণনা করছি, যাতে তোমরা এটা নিয়ে চিন্তা-গবেষনা কর! ভাল করে বুঝ! এবং সদা সজাগ থেকে এর উপর আমল কর! পাশাপাশি তোমাদের পরবর্তী লোকদের পর্যন্ত তা উত্তমরূপে পৌছাতে পার। সুতরাং সকলেই যেন একে অপরকে বলে দেয় যে, তার ফেতনাটি অত্যন্ত ভয়ানক ফেতনার আকারে প্রকাশ করবে। (السنن الواردة في الفتن)

দাজ্জালের বাহন এবং তার গতি...

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করে বলেন- দাজ্জালের গাধার (বাহনের) দুই কানের মাঝে চল্লিশ গজের ব্যবধান হবে। ভ্রমণকালে তার বাহনের এক কদম তিনদিন ভ্রমণের সমান হবে (প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৮২ কিলোমিটার, এভাবে ঘন্টায় এর গতি দাড়ায় ২৯৫২০০ দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার দুইশত কিলোমিটার)। সে তার বাহন নিয়ে এমনভাবে সমুদ্রের ভেতর ঢুকে পড়বে, যেমন তোমরা ঘোড়ায় চড়ে ছোট নালায় ঢুকে পড়। সে দাবী করবে যে, "আমি হলাম সমস্ত জগতের প্রতিপালক, এই সূর্য আমার আদেশে পরিচালিত হয়। তোমরা কি চাও যে, আমি সূর্যকে থামিয়ে দেই!" সুতরাং সূর্য থেমে যাবে। ফলে একদিন একমাসের মত হয়ে যাবে, এক সপ্তাহের মত হয়ে যাবে (এর ব্যাখ্যা অন্য বর্ণনায় এসেছে)। বলবে- "তোমরা কি চাও যে, আমি সূর্যকে দ্রুত পরিচালিত করি!" সুতরাং দিন ঘন্টার মত পার হয়ে যাবে। তার কাছে একজন মহিলা এসে বলবে- আমার স্বামী আর সন্তানকে জীবিত করে দাও! সুতরাং (শয়তানেরা তার স্বামী-সন্তানের আকৃতিতে আসবে) শয়তান মহিলার সাথে কুলাকুলি করবে, শয়তানের সাথে বিবাহ (যিনা) করবে। ফলে মানুষের ঘরগুলো শয়তানের মাধ্যমে ভরে উঠবে। দাজ্জালের কাছে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এসে বলবে যে, হে প্রভূ! আমার উট-বকরীগুলো জীবিত করে দাও! সুতরাং দাজ্জাল উট-বকরীর আকৃতিতে শয়তানদেরকে গ্রাম্যব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করবে। ঠিক যে বয়সে প্রাণীগুলো মারা গিয়েছিল, সেই বয়সের আকৃতিতেই শয়তানেরা তার কাছে আসবে। ফলে গ্রাম্য ব্যক্তিগণ বলবে যে, সে যদি আমাদের প্রভূ না হত, তবে আমাদের উট-বকরীগুলো জীবিত করে দিতে পারতনা! দাজ্জালের সাথে ঝোল ও হাড্ডিসহ গোশতের পাহাড় মজুদ থাকবে, গোশত সবসময় গরম থাকবে, ঠান্ডা হবেনা। পাশাপাশি প্রবাহিত পানি-ও থাকবে। তার সাথে দুটি পাহাড় থাকবে- একটি হচ্ছে বাগিচা এবং সবজির পাহাড়, অপরটি হচ্ছে আগুন এবং ধোয়ার পাহাড়। সে বলবে- এটা হচ্ছে আমার জান্নাত আর ওটা হচ্ছে আমার জাহান্নাম। এটা আমার খাদ্যসামগ্রী আর ওটা আমার পানীয়সামগ্রী। (আল্লাহর নবী) হযরত ইয়াছা' আ. সবসময় দাজ্জালের সাথে অবস্থান করবে, তিনি সবসময় মানুষকে সতর্ক করতে থাকবেন যে, সে (দাজ্জাল) হচ্ছে মিথ্যুক মাছীহ! তোমরা তার উপর লা'নত করে তাথেকে বেঁচে থেকো! আল্লাহ তা'লা হযরত ইয়াছা' আ.কে দ্রুত ভ্রমণ করার শক্তি দেবেন, ফলে তিনি দাজ্জালের পৌছার পূর্বেই নির্ধারিত স্থানগুলোতে গিয়ে মানুষকে সতর্ক করবেন। সুতরাং দাজ্জাল যখন দাবী করবে- "আমি হলাম সমগ্র জগতের প্রভূ!" তখন লোকেরা বলবে- তুই হচ্ছিস মিথ্যুক! তখন ইয়াছা' আ. বলবেন- লোকেরা সত্য বলেছে। অতপর হযরত ইয়াছা' আ. মক্কায় এসে একজন মনীষীর সাথে সাক্ষাত করবেন। জিজ্ঞেস করবেন- আপনি কে ? দাজ্জাল তো ইতিমধ্যেই মক্কার উদ্দেশ্যে

রওয়ানা হয়ে গেছে! উত্তরে তিনি বলবেন- আমি হলাম আল্লাহর ফেরেশতা মিকাঈল। আল্লাহ তা'লা পবিত্র মক্কা নগরীকে তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। অতপর ইয়াছা' আ. মদীনায় এসে সেখানেও এক মহামানবের সাথে সাক্ষাত করবেন। জিজ্ঞেস করবেন- আপনি কে ? তিনি বলবেন- আমি হলাম আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাঈল। আল্লাহ তা'লা প্রিয় রাসূলের শহর মদীনাকে দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। দাজ্জাল মক্কায় এসে মিকাঈল আ.কে দেখে পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করবে, মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবেনা। স্বজোরে চিৎকার দেবে, ফলে প্রতিতি মুনাফিক নারী-পুরুষ মক্কা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে গিয়ে যোগ দেবে। অতপর দাজ্জাল মদীনায় এসে জিব্রাঈল আ.কে দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। কিন্তু (সেখানেও) স্বজোরে চিৎকার দিতে থাকবে, যা শুনে প্রতিটি মুনাফিক নারী-পুরুষ মদীনা ছেড়ে তার দলে এসে শরীক হয়ে যাবে। মুসলমানদের তথ্যসংগ্রহকারী একজন দূত এমন একদলের কাছে এসে উপস্থিত হবে, যারা সবেমাত্র কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় করে এসেছে এবং যাদের সাথে বাইতুল মাকদিসে অবস্থানকারী মুসলমানদের মহব্বত থাকবে (অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল থাকবে, খুব সম্ভবত- দলটি সবেমাত্র রূম বিজয় করে দামেস্কে ফেরত এসেছে) দূত বলবে- দাজ্জাল তো তোমাদের সন্নিকটে পৌছে গেছে! বিজয়কারীগণ বলবে- আসুন! আমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই! (আপনিও আমাদের সাথে চলুন!) দূত বলবে- (না!) বরং অন্যদেরকেও দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে (খুব সম্ভবত- ঐ দূতের দায়িত্বই হবে এটি)। সুতরাং ঐ দূত যখন ফেরত আসবে, তখন দাজ্জাল তাকে গ্রেফতার করে বলবে- এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে মনে করে- আমি তাকে বসে আনতে পারবনা! সুতরাং তোমরা একে ভয়ানক পদ্ধতিতে হত্যা করে ফেলো! ফলে দূতকে চিড়ে দু'টুকরা করে ফেলা হবে। অতপর লোকদেরকে বলবে- আমি যদি তাকে পূণরায় জীবিত করে দেই, তবে কি তোমরা বিশ্বাস করে নেবে যে, আমিই হলাম তোমাদের প্রভূ! লোকেরা বলবে- আমরা তো পূর্বে থেকেই বিশ্বাস করি যে, আপনি হচ্ছেন আমাদের প্রভূ! সুতরাং বিশ্বাসকে এখন আরো দৃঢ় করতে চাই! (দাজ্জাল তাকে জীবিত করে দেবে) সুতরাং সে আল্লাহর হুকুমে দাড়িয়ে যাবে। পূণরায় জীবিত করার ক্ষমতাটি আল্লাহ পাক পূণরায় আর দাজ্জালকে দেবেননা। অতপর দাজ্জাল দূতের উদ্দেশ্যে বলবে- আমি কি তোমাকে হত্যা করে পূণরায় জীবন দান করিনি ?? সুতরাং আমি তোমার প্রভূ! একথা শুনে দূত বলবে- এখন তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে- আমিই হলাম সেই যুবক, যার ব্যাপারে নবী করীম সা. সুসংবাদ দিয়ে গেছেন যে, তুই আমাকে হত্যা করে আল্লাহর আদেশে পূণরায় আমাকে জীবিত করবি! (এবং হাদিসের মাধ্যমে আমার কাছে এ সংবাদও পৌছেছে যে,) আমার পরে আর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে পূণরায় জীবিত করার ক্ষমতা আল্লাহ পাক তোকে দেবেননা! অতপর সেই দূতের চামড়ায় (খোদায়ী সাহায্যে) তামা পরিয়ে দেয়া হবে। ফলে দাজ্জালের কোন অস্ত্রই আর তার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেনা। না তরবারী, না ছুরি আর না পাথর- কোন কিছুই তাকে ক্ষতি করতে পারবেনা। (শেষে অপারগ হয়ে) দাজ্জাল বলবে- তাকে আমার জাহান্নামে নিক্ষেপ কর! আল্লাহ তা'লা ঐ দূতের জন্য দাজ্জালের অগ্নিপাহাড়কে সবুজশ্যামল বাগিচা বানিয়ে দেবেন (কিন্তু দর্শক মনে করবে যে, সে আগুনেই নিক্ষেপিত হয়েছে) ফলে মানুষ সন্দেহে পড়ে যাবে। অতপর দাজ্জাল দ্রুত বাইতুল মাকদিসের দিকে রওয়ানা হবে। যখন সে "আফীক" ঘাটিতে উঠবে, তখন তার ছায়া মুসলমানদের উপর পতিত হবে (ফলে দাজ্জালের আগমণ সম্পর্কে মুসলমাদের জ্ঞান হয়ে যাবে)। মুসলমানগণ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিজেদের কামানগুলো তাক করবে (অর্থাৎ দূরপাল্লার যে সকল অস্ত্র তখন মুসলমানদের হাতে থাকবে)। (দিনটি এতই কঠিন হবে যে,) ঐদিন সবচে' শক্তিশালী মুসলমান বলা হবে ঐ ব্যক্তিকে, যে ক্ষুধা আর দুর্বলতার কারণে অল্পকিছু বিশ্রাম করে নেবে, কিছুক্ষণের জন্য বসে পড়বে। ঠিক এমন সময় মুসলমানগণ একটি ঘোষনা শুনতে পাবে যে, ওহে লোকসকল! (সুসংবাদ গ্রহণ কর!) তোমাদের কাছে খোদায়ী সাহায্য এসে উপস্থিত হয়েছে! (অর্থাৎ হযরত ঈসা বিন মারয়াম আ. আসমান থেকে অবতরণ করেছেন)।(الفتن نعيم بن حماد،ج:2ص:443) إسناده ضعيف.

ফায়দা-

(১) বাহনের গতির ক্ষেত্রে এক কদম (এক কদম এক সেকেন্ড হয়) আমরা তিনদিন ভ্রমণ করা উদ্দেশ্য নিয়েছি। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনদিনের ভ্রমণ আটচল্লিশ মাইল হয়, যাকে মাঝামাঝি মতে হিসাব করলে বিরাশি কিলোমিটার পর্যন্ত পৌছে। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ড দাজ্জাল বিরাশি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে। মুসলিম শরীফের নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তার বাহনের গতি এমন হবে, যেমন কোন মেঘকে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দাজ্জালের বাহনের ক্ষেত্রে বিস্তারিত জানতে হলে "বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং দাজ্জাল" গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

(২) "আফীক" (Afiq) হচ্ছে একটি পাহাড়ী পথ, যা জর্ডান সমুদ্রের বুহাইরা তাবারিয়া থেকে বের হয়েছে। এলাকাটি ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল দখল করে নিয়েছিল। "আফীক" এর অপর নাম হচ্ছে "এন্টি পেট্রিয়াস" (Anti Patris)

বুহাইরা তাবারিয়ার আশপাশে আফীকের পর্বতসমূহ

বাইবেল অনুযায়ী আফীক হচ্ছে ঐ স্থান, যেখানে ঈসা আ. Baptism গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান সময়েও Baptism গ্রহণের জন্য ওখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর পরিমাণ লোক এসে থাকে। (ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা)

عن عبد الله رضي الله عنهما قال: أذن حمار الدجال تظل سبعين ألفا. (الفتن نعيم بن حماد،ج:2ص: 548)

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন যে, দাজ্জালের গাধার দুই কর্ণের ছায়ায় সত্তর হাজার লোকের আশ্রয় হবে।

হযরত কা'ব রা. বলেন- দাজ্জাল যখন জর্ডানে এসে উপনীত হবে, তখন তূর পাহাড়, ছাবূর পাহাড় এবং জূদী পাহাড়কে সে আহবান করবে। যারফলে তিনটি পাহাড় পরস্পরে এমনভাবে সংঘর্ষে মেতে উঠবে যেমনভাবে দুটি গাভী/ছাগল শিং দিয়ে পরস্পর লড়াইয়ে মেতে উঠে। (الفتن نعيم بن حماد،ج:2ص: 537)

عن نهيك بن صريم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن المشركين حتى تقاتل بقيتكم على نهر الأردن الدجال ، أنتم شرقية وهم غربية. (الإصابة،ج:6ص:476)

অনুবাদ- হযরত নাহীক বিন ছুরাইম রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- অবশ্যই অবশ্যই তোমরা মুশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। শেষপর্যন্ত তোমাদের অবশিষ্ট মুসলমানগণ জর্ডান নদীর উপর দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা অবস্থান করবে পূর্বদিকে আর তারা (দাজ্জাল এবং তার অনুসারীরা)

পশ্চিমদিকে।

ফায়দা- এখানে মুশরেক বলতে যদি হিন্দু সম্প্রদায় উদ্দেশ্য হয়, তবে এরদ্বারা ঐ মহাযুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে মুজাহিদীন হিন্দুস্তানের উপর আক্রমণ করবে। অবশেষে ফিরে এসে তারা ঈসা বিন মারয়াম আ.কে পেয়ে যাবে।

দাজ্জাল হত্যার মধ্যদিয়ে মানবতার শত্রুদের চিরসমাপ্তি...

হযরত মাজমা' বিন জারিয়া আনসারী রা. বলেন- আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি যে, ঈসা বিন মারয়াম আ. এসে দাজ্জালকে লুদ (Lydda/Lod)এর দরজার নিকটে হত্যা করবেন।(مسند أحمد،ج:3ص:420 ، جامع الترمذي:2244)

ফায়দা- "লুদ" হচ্ছে তেলআবিব থেকে ১৮ কিঃ মিঃ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি ছোট্ট শহর। ১৯৯৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শহরটির মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৬১,১০০ (একষট্টি হাজার একশতজন)।

ইসরায়েল এখানে বিশ্বের সর্বাধুনিক সিকিউরিটি গার্ড ব্যবহার করে "লেসএয়ারপোর্ট" নির্মাণ করেছে। হতে পারে যে, ঈসা বিন মারয়াম আ.এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দাজ্জাল বিমান দিয়ে এখান থেকে পলায়ন করতে চাইবে। আর ঈসা আ. এখানেই তাকে হত্যা করে ফেলবেন। আল্লাহ তা'লা স্বীয় দুশমন আর ইহুদীদের কানা খোদাকে ঈসা আ.এর হাতে হত্যা করাবেন। যাতে করে বিশ্ববাসী বুঝতে পারে যে, মানবতার চিরশত্রুদেরকে ধ্বংস করতে হলে অপারেশান করে তাকে কেটে ফেলতে হবে, আর এ কাজ একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব।

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون حتى يختبي اليهود من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي ، فتعال! فاقتله!! إلا الغرقد ، فإنه من شجرة اليهود. (صحيح المسلم،ج:4ص:2239)

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না মুসলমানগণ ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করব। ঐ যুদ্ধে মুসলমানগণ (সমস্ত) ইহুদীদেরকে হত্যা করে ফেলবে। (হত্যাযজ্ঞের একপর্যায়ে অনেক) ইহুদী বৃক্ষ বা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লে বৃক্ষ বা পাথর মুসলমানদের ডেকে বলবে- হে মুসলমান! হে আল্লাহর বান্দা! এসো! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে! তাকে হত্যা কর! কিন্তু "গারকাদ" বৃক্ষ একথা বলবেনা। কারণ সেটি হচ্ছে ইহুদীদের বৃক্ষ।

ফায়দা- ইহুদীদেরকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ তা'লা নিস্প্রাণ বস্তুদের যবানকেও খুলে দেবেন। তারাও ইহুদীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে থাকবে। ইহুদীদের অনিষ্টকর ফেতনা শুধুমাত্র মানবতার জন্যই ক্ষতিকর নয়; বরং নিস্প্রাণ জড়পদার্থের উপরও তাদের অপবিত্র কর্মের প্রতিক্রিয়া পড়েছে। কারিগরী শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নামে পরিবেশকে নষ্ট করে জঙ্গলের পর জঙ্গলকে কেটে বরবাদ করা হয়েছে। আল্লাহর দুশমন এ জাতি যেমনভাবে শান্তিময় বিশ্বকে অশান্তির গভীর গর্তে নিক্ষেপ করেছে তেমনিভাবে এর কুপ্রতিক্রিয়াগুলি ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে।

যখন থেকেই ইসরায়েল গুলান পর্বতমালা দখল করেছে, তখন থেকেই সেখানে তারা "গারকাদ"বৃক্ষ রোপণ শুরু করেছে। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ব্যাপকভাবে গারকাদ বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। হতে পারে- বৃক্ষটির সাথে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক রয়েছে।

গারকাদ বৃক্ষের নমুনা

ফিলিস্তীনের দখলকৃত ভূমিগুলোতে এভাবেই ইহুদীরা প্রচুর পরিমাণে গারকাদ বৃক্ষ রোপণ করে যাচ্ছে। নিচের ছবিতে দুজন ইহুদীকে গারকাদ বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিতে দেখা যাচ্ছে।

হযরত হুযায়ফা রা.থেকে বর্ণিত বিস্তারিত হাদিস...

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন যে, "যাওরা" প্রান্তরে যুদ্ধ হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- "যাওরা" কি ?? বললেন- পূর্বদিকে অবস্থিত একটি শহর, যা দুই নদীর মাঝখানে অবস্থিত। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট এবং আমার উম্মতের সবচে' অহংকারী ব্যক্তিবর্গ সেখানে বাস করে। চার ধরনের শাস্তি তাদের উপর প্রেরিত হবে। অস্ত্রসস্ত্র (উদ্দেশ্য হল যুদ্ধ) ধ্বসে যাওয়ার শাস্তি। পাথরের দ্বারা শাস্তি। চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়ার শাস্তি। নবী করীম সা. বলেন- যখন সূদানের লোকেরা এসে আরবদেরকে বের হওয়ার দাবী জানাবে। শেষপর্যন্ত আরবগণ বাইতুল মাকদিস বা জর্ডানে পৌছে যাবে। এমন সময় হঠাৎ তিনশ ষাটজন আরোহীসহ সূফিয়ানী আত্মপ্রকাশ করে দামেস্কে এসে উপনীত হবে। প্রত্যেক মাসে বনূ কালব থেকে ত্রিশ হাজার লোক এসে তার (সূফিয়ানীর) হাতে বায়আত হবে। সূফিয়ানী ইরাকের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে, ফলে "যাওরা" (বাগদাদ) প্রান্তরে এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করে ফেলা হবে। এর তাৎক্ষনিক পরেই সূফিয়ানী দ্রুত কূফার দিকে রওয়ানা হবে। সেখাকে গিয়ে সে ব্যাপক লুটতরাজ চালাবে। এমন সময় পূর্বদিক থেকে একটি বাহন (دابة) বের হবে, যাকে বনূ তামীম গোত্রের শুআইব বিন সালেহ নামক এক ব্যক্তি পরিচালিত করবেন। সে (শুআইব বিন সালেহ) এসে সূফিয়ানী বাহিনীর হাত থেকে কূফার বন্দিদেরকে মুক্ত করবে এবং সূফিয়ানীর সেনাদলকে হত্যা করে ফেলবে। সূফিয়ানীর একটি বাহিনী মদীনার দিকে প্রেরিত হবে। মদীনায় এসে তারা তিনদিন পর্যন্ত লুটমার চালিয়ে যখন তারা মক্কার দিকে রওয়ানা হবে, তখন "বায়দা" প্রান্তরে পৌছা মাত্রই আল্লাহ তা'লা জিব্রাঈল আ.কে আদেশ করবেন তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়ার জন্য, সুতরাং জিব্রাঈল আ. স্বীয় পাখা ব্যবহার করে তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেবেন। শুধুমাত্র দু'জন ব্যক্তি মাটিতে ধ্বসে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে, তারা এসে সূফিয়ানীকে ধ্বসে যাওয়ার সংবাদ শুনালে সূফিয়ানী ঘাবড়ে যাবেনা। এরপর কুরাইশ কনষ্ট্যান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে আগে বাড়বে। তখন সূফিয়ানী রূমী সরদারের কাছে এই বলে বার্তা পাঠাবে যে, ঐ সকল মুসলমানকে আমার দিকে বড় একটি ময়দানে পাঠিয়ে দাও! হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- অতপর রূমী সরদার তাদেরকে সূফিয়ানীর কাছে প্রেরণ করবেন। সুতরাং সূফিয়ানী তাদেরকে দামেস্কের দরজায় ফাসিতেঁ ঝুলিয়ে দেবে। অতপর হুযায়ফা রা. বলেন- পরিস্থিতি এ পর্যায়ে পৌছবে যে, সূফিয়ানী এক মহিলাকে সাথে নিয়ে দামেস্কের মসজিদে বৈঠকে বৈঠকে পর্যবেক্ষণ করবে। অতপর সে যখন মিম্বরের উপর বসবে, তখন মহিলাটি তার কাছে এসে উড়ুতে বসে যাবে। এটা দেখে একজন মুসলমান দাড়িয়ে বলবে- তোর ধ্বংস অনিবার্য! ঈমান আনার পরও তুই আল্লাহর সাথে কুফুরী করছিস..!!?? এটা তো কখনো হতে পারেনা! একথা শুনামাত্রই সূফিয়ানী দাড়িয়ে যাবে এবং দামেস্কের ঐ

মসজিদেই লোকটির গরদান উড়িয়ে দেবে এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করে দেবে, যারা এ বিষয়ে তার সাথে মতবিরোধ করে (ঘটনাগুলো ইমাম মাহদীর আগমণের পূর্বক্ষণে হবে)। অতপর আসমান থেকে একজন ঘোষক এই বলে ঘোষনা করবেন যে, ওহে লোকসকল! আল্লাহ তা'লা অহংকারী, মুনাফিক এবং তার সহকারী জোটবদ্ধ লোকদের যুগকে শেষ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের উপর মুহাম্মাদ সা.এর উম্মতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমীর হিসেবে নির্বাচন করেছেন! সুতরাং তোমরা মক্কায় গিয়ে তার দলে শামিল হয়ে যাও! সে হচ্ছে মাহদী! তার নাম হচ্ছে আহমদ বিন আব্দুল্লাহ!! হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- অতপর ইমরান বিন হুসাইন রা. দাড়িয়ে রাসূলে কারীম সা.কে জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ঐ (সূফিয়ানী)কে কিভাবে চিনব ?? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন- সে হচ্ছে বনী ইসরায়েলের "কেনানা" গোত্রের সন্তান। তার পরনে দু'টি সুতী চাদর থাকবে। তার চেহারার রং হবে উজ্জ্বল তারকার ন্যায়। ডানগালে একটি কালো তীল থাকবে। সে চল্লিশ বৎসরের মাঝামাঝি বয়সে হবে। অতপর (ইমাম মাহদীর হাতে বায়আত গ্রহণের জন্য) শাম থেকে আবদাল এবং আউলিয়ায়ে কেরাম আসবে। মিসরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও আগমণ করবে। পাশাপাশি পূর্বদিক থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরাও এসে একত্রিত হবে। শেষপর্যন্ত সকলেই মক্কায় এসে যমযম এবং মাকামে ইব্রাহীমের মাঝামাঝি স্থানে ইমাম মাহদীর হাতে বায়আত হয়ে যাবে। অতপর তারা শামের উদ্দেশ্যে আগে বাড়বে। সম্মুখভাগের নেতৃত্বে থাকবেন জিব্রাঈল আ.। পেছনভাগের নেতৃত্বে থাকবেন মিকাঈল আ.। যমিন-আসমানের বাসিন্দা, পশুপাখি এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাদের শাসনকালে পানি বেড়ে যাবে, নদনদীগুলো প্রশস্ত হয়ে যাবে, জমিতে ফসল ভরে উঠবে, ভূমি তার সকল গুপ্তধন প্রকাশ করে দেবে। সুতরাং তারা শামে এসে সূফিয়ানীকে ঐ বৃক্ষের নিচে হত্যা করে দেবে, যার শাখাগুলো বুহাইরা তাবারিয়ার দিকে গিয়েছে। অতপর তারা বনূ কালবকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবে। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন যে, নবী করীম সা. তখন বলেন- ঐ দিন যারা বনূ কালবের গনীমত থেকে বঞ্চিত থাকবে, সেই হচ্ছে প্রকৃত বঞ্চিত ব্যক্তি, যদিও শুধুমাত্র ঊটের একটি রশি তার ভাগে পড়ুক। হুযায়ফা রা. জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! সূফিয়ানীর বাহিনীর সাথে লড়াই করা আমাদের জন্য কি করে বৈধ হবে ?? কারণ, তারাও তো তাওহীদে বিশ্বাসী (মুসলমান)। তখন নবী করীম সা. উত্তর দিলেন- হে হুযায়ফা! তারা তখন মুরতাদের অবস্থায় থাকবে। তারা মনে করবে- মদ্যপান হালাল। তারা নামায পড়বেনা। অতপর ইমাম মাহদী তার ঈমানদার সাথীদেরকে নিয়ে দামেস্কে পৌছবে। আল্লাহ তা'লা তাদের দিকে এক রূমীকে (বাহিনীসহ) প্রেরণ করবেন, ঐ রূমী হারকিউলিস (যে নবী করীম সা.এর যুগে রূমের বাদশা ছিল) এর পঞ্চম বংশ থেকে হবে। তার নাম হবে طباره (তাবারা)। সে খুবই যুদ্ধবাজ হবে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে সাত বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হবে (কিন্তু রূমী চুক্তিটিকে প্রথমেই ভেঙ্গে দেবে, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) ফলে তোমরা এবং তারা মিলে পেছনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং বিজয়ী হয়ে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জন করবে। অতপর তোমরা সবুজ শ্যামল একটি উঁচু ভূমিতে এসে উপনীত হবে। এমন সময় একজন রূমী দাড়িয়ে ঘোষনা করবে যে, ক্রোশ বিজয়ী হয়েছে! (অর্থাৎ বিজয়টি ক্রোশের কারণে হয়েছে!) একথা শুনে একজন মুসলমান উঠে গিয়ে ক্রোশ ভেঙ্গে দেবে। বলবে- আল্লাহই হচ্ছেন বিজয়দাতা। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেন- অতপর রূমীগণ মুসলমানদেরকে ধোকা দেবে, আর তারাতো ধোকাই দেয়ার যোগ্য! সুতরাং মুসলমানদের ঐ দলটি শহীদ হয়ে যাবে। একজন মুসলমানও সেখান থেকে রক্ষা পাবেনা। অতপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য মহিলার গর্ভধারণ পরিমাণ সময় বরাবর প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। অতপর (পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর) তারা আটটি পতাকার সমন্বয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হবে (মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আশিটি পতাকার কথা উল্লেখ হয়েছে। উভয় বর্ণনার মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, সকল কুফুরী শক্তি আটটি ঝান্ডার সমন্বয়ে আসবে। আর এর ভেতরে আরো ছোট ছোট অনেক পতাকা থাকবে। সব মিলিয়ে আশিটি পতাকার সমন্বয় হবে- আল্লাহইভালজানেন)। প্রতিটি পতাকাতলে বার হাজার করে যুদ্ধা থাকবে। শেষপর্যন্ত তার এসে এ্যান্টাকিয়ার নিকটবর্তী "আমাক" (أعماق) প্রান্তরে এসে উপনীত হবে। "হাইরা" এবং শামের প্রতিটি খৃষ্টান তখন ক্রোশ উঁচু করে বলবে- শুন! পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যত খৃষ্টান আছে, সকলেই যেন আজ তাদের সাহায্য করে! অতপর তোমাদের ইমাম

মুসলমানদেরকে নিয়ে দামেস্ক থেকে রওয়ানা হয়ে এ্যান্টাকিয়ার "আমাক" প্রান্তরে এসে পৌছবে। অতপর তোমাদের ইমাম শামবাসীদের কাছে বার্তা পাঠাবে যে, আমাদের সহযোগীতা কর! পূর্বদিকে বার্তা পাঠাবে যে, আমাদের কাছে এমন দুশমন এসে উপনীত হয়েছে, যার অধীনে সত্তরজন কমান্ডার রয়েছে। যাদের আলো (ক্ষমতা) আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন- "আমাক" প্রান্তরের শহীদগণ এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইকারী শহীদগণ আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। তখন লোহায় লোহায় সংঘাত হবে (অর্থাৎ তরবারী ভেঙ্গে যাবে) এমনকি একজন মুসলমান এক কাফেরকে পরনে লৌহবস্ত্র থাকা সত্তেও লোহার শিক দিয়ে হত্যা করে তাকে দুই টুকরা করে ফেলবে। তোমরা তাদেরকে এরকমভাবে ব্যাপক হত্যা করবে যে, ঘোড়ার কোমরগুলো পর্যন্ত রক্তের মধ্যে ডুবে যাবে। কেননা, আল্লাহ তা'লা তখন তাদের উপর খুবই রাগান্বিত থাকবেন। ফলে শরীর চিড়ে ফেলে এমন বর্ষা দিয়ে তাদেরকে মারা হবে, ধারালো তরবারী দিয়ে তাদেরকে আঘাত করা হবে এবং ফুরাত নদীর কিনারা থেকে খোরাসানী কামানের সাহায্যে তাদের উপর গোলা বর্ষন করা হবে। সুতরাং তারা (খোরাসানবাসী) চল্লিশদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড লড়াই করবে। অতপর আল্লাহ তা'লা পূর্বদিকের লোকদেরকে সাহায্য করবেন। ফলে কাফেরদের মধ্যে নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার যুদ্ধা নিহত হয়ে যাবে। আর অবশিষ্টদের কবর দেখে গণণা করা লাগবে (যে, নিহতের সংখ্যা সর্বমোট কততে গিয়ে দাড়িয়েছে)। (অপরদিকে যেখানে পূর্বদিকের মুসলমানদের ঘাটি হবে, সেখানে) পূণরায় ঘোষনাকারী পূর্বদিকে ঘোষনা করবে যে, ওহে লোকসকল! তোমরা শামে প্রবেশ কর! কেননা, সেটাই হচ্ছে মুসলমানদের (প্রধান) ঘাটি! এবং তোমাদের ইমাম-ও সেখানে অবস্থান করছেন! হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- ঐ দিন মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ঐ বাহন, যাতে আরোহন করে তারা সেদিন শামে প্রবেশ করবে এবং ঐ গাধা, যাতে চড়ে তারা রওয়ানা হবে। অতপর (ঐ মুসলমানগণ ইমাম মাহদীর কাছে) শামে এসে পৌছে যাবে। তোমাদের ইমাম ইয়েমেনবাসীদের কাছেও বার্তা প্রেরণ করবে যে, আমাকে সহযোগীতা কর! তখন "আদন" এর সত্তর হাজার যুবক নিজেদের উটগুলির উপর চড়ে তরবারী উঁচু করে আসবে এবং বলবে- "আমরা হলাম আল্লাহর সত্য বান্দা! আমরা পুরস্কারের আশায় আসিনি! রুটি রোযগারের জন্য বের হইনি! (বরং শুধুমাত্র ইসলামের কালেমা সমুন্নত করার জন্য এসেছি!) শেষপর্যন্ত তারা এ্যান্টাকিয়ার "আমাক" প্রান্তরে এসে ইমাম মাহদীর কাছে পৌছে যাবে (ইয়েমেনবাসীদের কাছে প্রেরিত বার্তাটি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে পাঠানো হবে)। তারা মুসলমানদের সাতে মিলে রূমীদের বিরুদ্ধে মরণযুদ্ধ করবে। ফলে ত্রিশ হাজার মুসলমান শহীদ হয়ে যাবে। কোন মুশরেক ব্যক্তি উক্ত আওয়াজ শুনতে পাবেনা (যে আওয়াজটি একজন ঘোষনাকারী পূর্বদিকের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে দেবেন, যার বর্ণনা উপরে হয়েছে)। তোমরা তখন কদম-বকদম চলবে। তোমরা তখন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দদের মধ্যে হবে। সেদিন তোমাদের মধ্যে কেউই যিনাকারী হবেনা, গনীমতের সম্পদে খিয়ানতকারী থাকবেনা এবং কোন চুর থাকবেনা। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- আদমসন্তানদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কখনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়নি শুধুমাত্র ইয়াহয়া বিন যাকারিয়া আ. ব্যতিত। কেননা, তিনি জীবনে কখনো কোন ভুল কাজ করেননি। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন- তওবাকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'ল সমস্ত গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেন, যেমনভাবে কোন কাপড় ধোয়ার পর ময়লা থেকে সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে যায় (অর্থাৎ কেউ যদি পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং পরে তওবা করে ফেলে, তাহলে সে পাপ থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়)। অতপর রূমের শহরগুলোর মধ্যে যেই শহরের পাশ দিয়েই তোমরা অতিক্রম করবে এবং "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে শহরের প্রাসাদগুলো ভেঙ্গে পড়বে। শেষপর্যন্ত তোমরা রূমের শহর কনষ্ট্যান্টিনোপলে প্রবেশ করবে। সেখানে তোমরা চারটি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি উচ্চারণ করবে। ফলে কনষ্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে। হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন- নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা রূম এবং কনষ্ট্যান্টিনোপলকে ধ্বংস করবেন। অতপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তোমরা চার লক্ষ কাফেরকে হত্যা করবে। সেখান থেকে তোমরা স্বর্ণ আর হিরার বড় বড় ভান্ডার বের করবে। তোমরা دار البلاط (White House)এ অবস্থান করবে। জিজ্ঞেস করা হল- "দারুল বালাত" কি ?? বললেন- বাদশার প্রাসাদ! অতপর তোমরা সেখানে

একবৎসর অবস্থান করবে। সেখানে তোমরা মসজিদ নির্মাণ করবে। অতপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তোমরা قدرمارية শহরে এসে উপনীত হবে। ওখানে তোমরা রত্নভান্ডার বিতরণ করতে থাকবে। এমন সময় একজন ঘোষককে শুনতে পাবে যে ঘোষনা করছে- দাজ্জাল তোমাদের অনুপস্থিতিতে শামে তোমাদের ঘরবাড়ীগুলোতে ধাওয়া করেছে। একথা শুনে তোমরা (শামে) ফিরে আসবে। অথচ তখন সংবাদটি ছিল মিথ্যা। সুতরাং তোমরা বাইছানের খেজুর বৃক্ষের রশি এবং লেবাননের পাহাড়ের লাকড়ি দিয়ে জাহাজ বানাবে। অতপর তোমরা "আকা" (عكا/Akko হাইফা-র নিকটবর্তী ইসরায়েলের উপকূলে অবস্থিত একটি শহর) থেকে একহাজার জাহাজে করে আসবে। (এছাড়াও) পাঁচশত জাহাজ জর্ডানের উপকূল থেকে আসবে। ঐ দিন তোমাদের চারটি বাহিনী থাকবে। এক- পূর্বদিক থেকে আগত বাহিনী। দুই- পশ্চিমা মুসলমানদের বাহিনী। তিন- শাম থেকে আগত বাহিনী। চার- মক্কা-মদীনা থেকে আগত বাহিনী। (তোমরা এতই ঐক্যবদ্ধ হবে যে,) মনে হয় তোমরা একই পিতার সন্তান। আল্লাহ তা'লা তোমাদের অন্তর থেকে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ এবং রাগ-গোস্বাকে খতম করে দেবেন। সুতরাং তোমরা (জাহাজে রওয়ানা হয়ে) "আকা" থেকে রূমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। বাতাসকে এমনভাবে তোমাদের অনুসারী বানিয়ে দেয়া হবে, যেমনভাবে ছুলাইমান আ.এর জন্য বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। (এভাবে) তোমরা রূমে পৌছে যাবে। যখন তোমরা রূম শহরের সন্নিকটে অবস্থান করবে, তখন রূমীদের একজন বড় পাদ্রী, যে কিতাবধারী হবে (মনে হয়- সে ভেটিক্যানের পোপ) তোমাদের কাছে আসবে। জিজ্ঞেস করবে- তোমাদের আমীর কে ?? বলা হবে- উনি হচ্ছেন আমাদের আমীর! পাদ্রী তার কাছে বসে পড়বে। সে আমীরের কাছে আল্লাহ তা'লার সিফাত, ফেরেশতাদের সিফাত, জান্নাত-জাহান্নামের সিফাত এবং আদম আ.সহ নবীদের সিফাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। এভাবে প্রশ্ন করতে করতে হযরত মুছা এবং ঈসা আ. পর্যন্ত পৌছে যাবে। (আমীরুল মুমেনীনের জবাব শুনে) পাদ্রী বলবে- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাদের (মুসলমানদের) ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। নবীদের আনীত ধর্ম। আল্লাহ তা'লা স্বীয় ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম মেনে নেবেননা। সে (পাদ্রী) আরো প্রশ্ন করবে যে, জান্নাতবাসীগণ কি খাওয়া দাওয়া করবে ?? তিনি (আমীরুল মুমেনীন) বলবেন- হ্যাঁ..! এটা শুনে পাদ্রী কিছুক্ষণের জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। অতপর বলবে- এটা ব্যতিত আমার আর কোন ধর্ম নেই। এটাই হচ্ছে মূছার আনীত ধর্ম। এই ধর্মকেই আল্লাহ তা'লা মূছা এবং ঈসা আ.এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। পাশাপাশি তোমাদের নবীর গুণাবলীও আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ইঞ্জিলে এভাবে এসেছে- "সে (শেষনবী) লাল উটওয়ালা হবে। তোমরাই হচ্ছ এই শহরের (রূমের) প্রকৃত হক্বদার। সুতরাং আমাকে অনুমতি দাও! আমি লোকদের কাছে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেব। কেননা, তাদের উপর শাস্তি ঝুলে আছে। অতপর পাদ্রী গিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে দাড়িয়ে স্বজোরে ঘোষনা করবে যে, ওহে রূমবাসী! তোমাদের কাছে ইসমাঈল বিন ইবরাহীমের সন্তানেরা আগমণ করেছে! যার বর্ণনা তাওরাত এবং ইঞ্জিলে স্পষ্টভাবে করা হয়েছে! তাদের নবী লাল উটওয়ালা ছিল। সুতরাং তোমরা তাদের আহবানে সাড়া দাও! তাদেরকে অনুসরণ কর! (এই ঘোষনা শুনে শহরবাসী রাগে) ঐ পাদ্রীর দিকে দৌড়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করে ফেলবে। তৎক্ষনাৎ আল্লাহ তা'লা আসমান থেকে এমন প্রবল আগুন প্রেরণ করবেন, যা লোহার খুটির মত হবে। এভাবে আগুন এসে শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌছে যাবে। অতপর আমীরুল মুমেনীন দাড়িয়ে বলবে যে, ওহে লোকসকল! পাদ্রীকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- অতপর রাসূলে কারীম সা. বলেছেন- ঐ পাদ্রী চুপিসারে একটি দল প্রেরণ করবে (শাহাদাতের পূর্বে- বিন্যাসটি মনে হয়ে এভাবে হতে পারে যে, যখন সে শহরে গিয়ে ঘোষনা করবে, তখন একটি দল তাৎক্ষণিক তার কথা মেনে নিয়ে শহরের বাইরে অবস্থান করা মুসলমানদের কাছে চলে আসবে। আর অবশিষ্ট লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলবে। অতপর আমীরুল মুমেনিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবেন- আল্লাহইভালজানেন)। অতপর মুসলমানগণ চারটি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি উচ্চারণ করবে। ফলে শহরের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে। শহরটির নাম রূম এজন্য রাখা হয়েছে, কারণ, শহরটি লোকদের মাধ্যমে এমনভাবে পরিপূর্ণ থাকে, যেমনভাবে আনারের ভেতরে লাল দানাগুলি পরিপূর্ণ থাকে। (যখন প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে, তখন মুসলমানগণ ভেতরে প্রবেশ করবে) সেখানে তারা ছয় লক্ষ কাফেরকে হত্যা করবে। সেখান থেকে তারা বাইতুল মাকদিসের যেওর এবং "তাবূত" উদ্ধার করবে। ঐ তাবূতে "ছাকীনা" (Ark of the

Covenant) থাকবে, বনী ইসরাইলের দস্তরখানা থাকবে, মূছা আ.এর লাঠি এবং (তাওরাতের) কাষ্ঠখন্ড থাকবে, সূলাইমান আ.এর মিম্বর থাকবে এবং مَنّ এর দুটি টুকরা থাকবে, যা বনী ইসরাইলের উপর অবতীর্ণ হত (ঐ মান্না, যা খাদ্যবস্তু ছালওয়ার সাথে নাযিল হত)। "মান্না" দুধ থেকেও বেশি সাদা হবে। হুযায়ফা রা. বলেন- আমি জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! এতসবকিছু ওখানে কিভাবে পৌছল ?? নবী করীম সা. বললেন- যখন বনী ইসরায়েল অহংকার করল এবং নবীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তা'লা বুখতেনসরকে প্রেরণ করলেন, সে বাইতুল মাকদিসে এসে সত্তর হাজার ইহুদীকে হত্যা করে। অতপর আল্লাহ তা'লা তাদের উপর দয়াশীল হলেন। পারস্যের বাদশার অন্তরে অনুপ্রেরণা দিলেন যে, সে যেন বাইতুল মাকদিসে গিয়ে বনী ইসরায়েলকে বুখতেনসরের হাত থেকে মুক্ত করে। ফলে ঐ বাদশা বাইতুল মাকদিসে এসে তার হাত থেকে মুক্ত করে তাদেরকে পূণরায় সেখানে আবাদ করেন। অতপর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তারা ঐ বাদশার কথামত সেখানে জীবনযাপন করে। অতপর পূণরায় যখন তারা অন্যায়ে লিপ্ত হতে শুরু করে- যেমনটি কোরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে যে, وان عدتم عدنا "হে বনী ইসরায়েল! তোমরা যদি পূণরায় অন্যায়ে ফিরে আস! তবে আমিও তোমাদেরকে পূণরায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করব"। সুতরাং তারা পূণরায় পাপাচারে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'লা রূমক বাদশা "টাইসিস"কে তাদের উপর চড়িয়ে দেন। টাইসিস এসে তাদের বন্দি করেছিল এবং বাইতুল মাকদিসকে (৭০ খৃষ্টপূর্ব) সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ওখানকার তাবূত এবং ভান্ডারগুলোকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। এভাবে মুসলমানগণ সেই ভান্ডারকে উদ্ধার করে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে আসবে। অতপর মুসলমানগণ ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে "কাতে" (قاطع) নামক শহরে এসে পৌছবে। শহরটি এমন সমুদ্রের কিনারায় অবস্থিত, যেখানে জাহাজ চলাচল করতে পারেনা। কেউ জিজ্ঞাসা করল- হে আল্লাহর রাসূল! কেন সেখানে জাহাজ চলতে পারেনা ?? নবী করীম সা. বললেন- কেননা, সমুদ্রটি গভীর নয়। তোমরা যে সমুদ্রের বুকে বড় বড় ঢেও প্রত্যক্ষ করে থাক, সেগুলো আল্লাহ তা'লা মানুষের জন্য উপকারী বানিয়েছেন। সমুদ্রের মধ্যে গভীরতা অনেক হয়ে থাকে। আর ঐ গভীরতার ফলেই তার উপর দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারে। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- একথার উপর হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রা. বলেন- ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন- তাওরাতে ঐ শহরটির গুণাগুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে একহাজার মাইল। আর ইঞ্জিলে এর নাম বলা হয়েছে فرع অথবা قرع। ইঞ্জিল অনুযায়ী এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে একহাজার মাইল এবং প্রশস্ততা হচ্ছে পাঁচশ মাইল। নবী করীম সা. বলেন- শহরের তিনশত ষাটটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজা থেকে একলাখ যুদ্ধবাজ সেনা বের হবে। সেখানেও মুসলমানগণ চারটি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি উচ্চারণ করলে শহরের শক্ত প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে (অথবা ওখানকার যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা থাকবে, সেটি ভেঙ্গে যাবে)। এভাবে শহরের সবকিছু মুসলমানদের জন্য গনীমতের মাল হয়ে যাবে। তোমরা সেখানে সাত বৎসর অবস্থান করবে। এরপর যখন তোমরা বাইতুল মাকদিসে ফিরে আসবে, তখন শুনতে পাবে যে, আসফাহানের ইহুদীয়া বস্তি থেকে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। তার একটি চোখ এমন হবে, যেমননাকি রক্ত জমাট হয়ে (ফুলে) গেছে। অপর চোখটি এমন হবে যে, মনে হয় চোখ-ই নেই (অর্থাৎ কেউ যেন তা আঙ্গুল দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে)। সে উড়ন্ত পায়রাকে আকাশেই ধরে খেয়ে ফেলবে। তার পক্ষ থেকে তিনটি স্বজোরে চিৎকার (ঘোষনা) দেয়া হবে, যা পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ শুনতে পাবে। লেজকাটা গাধা (অথবা এমন ডিজাইনের কোন বিমান বা উড়তে পারে এমন কোন বাহনের) উপর আরোহণ করে সে আসবে। (তার) গাধার দুই কর্ণের মাঝে চল্লিশ গজ দূরত্ব হবে, যেখানে সত্তর হাজার লোক এসে যাবে (কুফুরী শক্তি বর্তমানে সর্ববৃহৎ বিমান বানানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে)। সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে, যাদের পরনে "তীজানী" চাদর থাকবে (তীজানী চাদর-ও طيلسان এর চাদরের ন্যায় সবুজ রঙ্গের হয়ে থাকে)। শেষপর্যন্ত যখন জুমআ'র দিন ফজরের নামাযের জন্য একামত দেয়া হবে, সবেমাত্র ইমাম মাহদী নামাযের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় তিনি ঈসা বিন মারয়াম আ.কে পেয়ে যাবেন যে, তিনি আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। উনার পরনে দু'টি কাপড় থাকবে। তার চুলগুলো (এত উজ্জল হবে যে, দেখতে মনে হবে-) চুলগুলো থেকে পানি টপকে পড়ছে। এখানে এসে আবূ হুরায়রা রা. বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উনার কাছে গিয়ে সাক্ষাত করে কোলাকোলি করতে

পারব ?? তখন নবী করীম সা. বলেন- হে আবূ হুরায়রা! তার এ আগমণ পূর্বের আগমনের মত হবেনা (যেখানে তিনি অত্যন্ত নম্র মেজাযের ছিলেন; বরং) উনি তোমাদের সাথে এমন ভয়ানক চেহার নিয়ে মিলিত হবেন, যেমননাকি মৃত্যুর সময় মানুষের ভয়ানক চেহারা হয়ে থাকে। উনি লোকদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাবেন। অতপর আমীরুল মুমেনীন ঈসা বিন মারয়াম আ.কে উদ্দেশ্য করে বলবেন- এগিয়ে যান! এবং নামাজ পড়ান! তখন ঈসা আ. বলবেন- একামত দেয়া হয়েছে আপনার জন্য! (সুতরাং নামাজ আপনিই পড়ান!) এভাবে ঈসা বিন মারয়াম আ. আমীরের পেছনে নামায আদায় করবেন। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- নিশ্চয় ঐ উম্মত সফল হয়ে গেছে, যার শুরুতে আছি আমি এবং শেষে আছেন ঈসা বিন মারয়াম আ.। অতপর (বলেন-) দাজ্জাল আসবে। তার সাথে পানির ভান্ডার থাকবে, প্রচুর পরিমাণ ফলমূল সাথে থাকবে। আসমানকে আদেশ করবে বৃষ্টি বর্ষন করার জন্য; আসমান বৃষ্টি বর্ষন করবে। যমিনকে আদেশ করবে ফসল উৎপন্ন করার জন্য; যমিন ফসল উৎপন্ন করে দেবে। তার সাথে প্রস্তুত খাদ্যের ভান্ডার থাকবে (হতে পারে- আজকাল যেমন ডিব্বায় ভর্তি বা প্যাকেটিং করা খাবার দোকানে পাওয়া যায়, এমনই কিছু)। তাতে ঘি-ও থাকবে (অথবা বড় নালা হবে- এখানেও ইঙ্গিত করা আছে যে, তার সাথে শুধুমাত্র খাদ্যের পাহাড়ই হবেনা; বরং তার সাথে ঘি-ও মাখানো থাকবে, অর্থাৎ প্রস্তুতকৃত খাদ্য)। তার ফেতনাসমূহের অন্যতম বিষয়টি এই হবে যে, সে পিতা-মাতা মারা গেছে এমন একজন গ্রাম্য ব্যক্তির কাছে এসে বলবে- আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেই, তবে কি তুমি আমাকে খোদা বলে মেনে নেবেনা ?? গ্রাম্যব্যক্তি বলবে- কেন নেবনা!! (অর্থাৎ অবশ্যই মেনে নেব)। তখন দাজ্জাল দুজন শয়তানকে ঐ পিতা-মাতার আকৃতিতে আসতে বললে এক শয়তান তার পিতার আকৃতিতে এবং অপর শয়তান তার মায়ের আকৃতিতে তার সামনে এসে উপস্থিত হবে। বলবে- হে আমার ছেলে! এই হচ্ছে তোমার প্রকৃত খোদা! তুমি তাকে খোদা বলে মেনে নাও!! মক্কা-মদীনা আর বাইতুল মাকদিস ছাড়া দাজ্জাল পৃথিবীর সকল শহরে গিয়ে উপনীত হবে। শেষপর্যন্ত ঈসা বিন মারয়াম আ. দাজ্জালকে ফিলিস্তীনের লুদ নামক শহরে হত্যা করবেন (বর্তমানে লুদ হচ্ছে ইসরায়েলের দখলে)। (السنن الواردة في الفتن،ج:5ص:1110)

নোট :- বর্ণনাটির অনেকাংশ বাকী রয়েছে, যেখানে ইয়াজূজ-মাজূজ থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সকল ঘটনাবলীকে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় দাজ্জাল পর্যন্ত, তাই এ পর্যন্ত উল্লেখ করেই আমরা ক্ষান্ত হলাম।

ফায়দা-

(১) উপরোক্ত বর্ণনাটিই একমাত্র হাদিস, যেখানে ইমাম মাহদী থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘটিত সকল ঘটনাবলী ধারাবাহিক বর্ণনা করা হয়েছে। তবে হাদিসের অধিকাংশ অংশগুলোই অন্যান্য হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে।

(২) হাদিসে "যাওরা" প্রান্তরে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। পরিভাষায় "যাওরা" বাগদাদকে বলা হয়, যা দুই নদীর (দাজলা এবং ফুরাত) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ঐতিহাসিক দিক থেকে দুই নদীর মধ্যবর্তী এলাকা বলতে তুরস্ক থেকে শাম পর্যন্ত এলাকাকে বুঝানো হয়ে থাকে, যা বসরায় গিয়ে শেষ হয়েছে। অর্থাৎ ফুরাত এবং দাজলা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এলাকা। যাকে ইংরেজীতে (Mespotamia) বলা হয়ে থাকে। মেসপোটামিয়া হচ্ছে আসলে গ্রীক শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে দুই নদীর মধ্যবর্তী এলাকা। একারণেই ইরাককে "মেসপোটামিয়া" বলা হয়ে থাকে, কেননা দাজলা-ফুরাত নদীদ্বয় ইরাকের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছে। (ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা)

(৩) পূর্বদিক থেকে একটি دابة আত্মপ্রকাশ করবে বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাকে আমরা "বাহন" অর্থে তরজমা করেছি। বাহনটি বনূ তামীম গোত্রের শুআইব বিন সালেহ নামক একজন ব্যক্তি পরিচালিত করবে। হতে পারে- এটা হবে খোরাসান থেকে আগত সেনাদলের একটি অংশ।

(৪) "আমাক" প্রান্তরের চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় তিনটি স্থান থেকে ইমাম মাহদীর কাছে সহযোগীতা

আসবে। এক- শাম থেকে। দুই- পূর্বদিক তথা খোরাসান থেকে। তিন- ইয়েমেন থেকে। অথচ তিনটি স্থান ছাড়াও আরো তো অনেক মুসলিম রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকবে, কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করুন যে, ইমাম মাহদীর কাছে শুধুমাত্র ঐ সকল স্থান থেকেই সাহায্য আসবে, যেখানে বর্তমান সময়েও মুজাহিদীন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত আছেন।

(৫) হাদিসে চুক্তিভঙ্গের পর রূমীদের সাথে মরণযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে "আমাক" প্রান্তরের যুদ্ধই উদ্দেশ্য, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'লা খোরাসানী কামানের সাহায্যে কাফেরদের উপর গোলা বর্ষন করবেন, যেগুলি তখন ফুরাত নদীর কিনারায় অবস্থান করবে। আপনি যদি মানচিত্র উল্টিয়ে দেখেন, তবে লক্ষ করবেন যে, "আমাক" থেকে ফুরাত নদীর সর্বনিকটে অবস্থিত উপকূলটি হচ্ছে "বুহাইরা আছাদ"। বুহাইরা আছাদ থেকে "আমাক"এর দূরত্ব হচ্ছে ৭৫ (পছাত্তর) কিলোমিটার। সুতরাং খোরাসান থেকে আসা কামান বলতে এখানে গোলা বা মর্টার উদ্দেশ্য হতে পারে। আর এটা হবে খোরাসান থেকে আসা ঐ সেনাদল, যার ব্যাপারে ফুরাত নদীর কিনারায় যুদ্ধ করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

(৬) উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, রূম বিজয়ের জন্য সামুদ্রিক যুদ্ধ করা লাগবে।

(৭) মুজাহিদীন কর্তৃক পাদ্রীর বড় শহর বিজয়ের পর তারা قاطع শহর বিজয় করবে এবং সেখানে তারা সাত বৎসর অবস্থান করবে। অর্থাৎ ছয় বৎসর অবস্থান করবে আর সপ্তম বৎসর দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে।

(৮) ((এখানে দাজ্জালের আলোচনার মাঝে বলা হয়েছে যে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করার পর স্বজোরে তিনটি চিৎকার দেবে, যা পূর্ব পশ্চিমের সকল মানুষ শুনতে পাবে। এখানে স্বজোরে চিৎকার বলতে এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, মিডিয়া, স্যাটেলাইট চ্যানেল আর রেডিওষ্টেশান ব্যবহার করে সে তার আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে তিনটি ঘোষনা দিবে। তিনটি ঘোষনার মধ্য দিয়ে সে তার অহংকার, বড়ত্ব এবং খোদায়ী দাবীর পেছনে যুক্তিগুলো তুলে ধরবে। আর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলের মাধ্যমে এগুলো সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। ফলে পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ তার ঘোষনাগুলো সহজেই শুনতে পাবে। বর্তমানে টিভি আর ডিশের লাইনকে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেয়ার যে পরিকল্পণা ইহুদীরা গ্রহণ করেছে, এটার পেছনেও তাদের ঐ উদ্দেশ্য যে, খোদার আগমণকে যেন তারা সারাবিশ্বের প্রতিটি ঘরে ঘরে একযুগে প্রচার করতে পারে। মানবতার মুক্তির দূতের আগমণ বলে বলে সরলমনা লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের মিডিয়া শক্তিগুলো ইহুদীদের দখলে থাকায় দাজ্জাল সহজেই মিডিয়াকে ব্যবহার করে নিজের উদ্দেশ্যগুলো হাসিল করে নেবে। আর মিডিয়ার খবরকে ওহীতুল্য ধারণাকারী লোকজন অধিকাংশই তার অনুসারীদের কাতারে গিয়ে দাড়াবে- আল্লাহইভালজানেন))-মুতারজিম।

দাজ্জালের ধোকা এবং প্রতারণা...

আগেই বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের প্রতারণাগুলো চতুর্মুখী (Multi Dimension)হবে। তার ধোকাবাজী, অলৌকিকতা এবং অপপ্রচার এত বেশি পরিমাণে হতে থাকবে, ফলে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গও ধোকায় পড়ে যাবে যে, সে কি মাছীহ না দাজ্জাল!!

সাধারণ জ্ঞানে জনমনে একটি ব্যাপার স্পষ্ট যে, দাজ্জাল তার ঘৃণ্য চেহারা নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। বিষয়টি যদি এতই সাধারণ হয়, তাহলে কারোরই ভয় পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘৃণ্য চেহারাধারী হওয়া সত্তেও তার কর্মতৎপরতাগুলো বিশ্ববাসীর সামনে এমনভাবে পেশ করা হবে যে, লোকেরা এটা বলতে বাধ্য হবে- যদি সে-ই প্রকৃত দাজ্জাল হত, তবে এমনসব জনকল্যাণমূলক কাজ তো তার থেকে কখনোই প্রকাশ হতনা। তার ফেতনাগুলো গণনা করা সম্ভব নয়; তবে হাদিসের আলোকে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তার সম্ভাব্য কর্মতৎপরতাগুলো তুলে ধরা হল :-

(১) দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের কয়েক বৎসর পূর্বে থেকে বিশ্বময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হবে। বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বহির্ভূত এবং সামাজিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের জয়জয়কার হবে। নিজের ঘরের ভেতরেও শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। চতুর্দিকে পাপাচার ও অশ্লীলতা ব্যাপকাকার ধারণ করবে। লোকেরা এমন ব্যক্তিকেও প্রশংসা করবে, যে নিরানব্বই বৎসর খারাপ কাজে লিপ্ত থেকে এক বৎসর ভাল কাজ করেছে। সাধারণ সরকারী কর্মকর্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের থেকে নিরাশ হয়ে জনগণ কোন একজন মুক্তিদাতার তালাশে থাকবে, যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হবে।

(২) এই সুযোগে ইহুদীশাসিত মিডিয়া অন্য কোন উপায়ে একজন লিডারকে মানবতার মুক্তির দূত বানিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করতে চাইবে। প্রমাণ করবে যে, সে-ই একমাত্র বেকার লোকদেরকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকাগুলোতে খাদ্যদ্রব্য পৌছানোর ব্যবস্থা করেছে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতা খতম করে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিয়েছে, বিশ্বময় সন্ত্রাসবাদকে স্বমূলে নিঃশেষ করে দিয়েছে, ঘরে ঘরে ন্যায়নিষ্ঠতা আর শান্তি পৌছে দিয়েছে। এখন সারাবিশ্বকে শুধুমাত্র একটি চোখেই দেখা হবে। এভাবে সে তার খোদায়ী ঘোষনার পূর্বে বিশ্ববাসীর কাছে জনপ্রিয় এবং মডেল হওয়ার চেষ্টা করবে। বুঝাই যায় যে, এরকম কঠিন মুহুর্তে যে ব্যক্তি এত বিশাল কাজগুলো বাস্তবায়ন করে দেখাবে, পশ্চিমা মিডিয়ার উপর আস্থাশীল লোকজন তার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়ে পড়বে। এভাবেই জনগণের সার্বিক সমর্থন তার পক্ষে গিয়ে পড়বে।

(৩) অতপর দাজ্জাল প্রথমে লোকদের মস্তিস্কে একথা বসানোর চেষ্টা করবে যে, এতসবকিছু আমি নিজের পক্ষ থেকে করছিনা; বরং এগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ প্রথমে সে নিজেকে নবী বলে দাবী করবে।

(৪) সবশেষে সে নিজেকে খোদা বলে ঘোষনা করবে। (আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে এই অভিশপ্ত কানার ফেতনা থেকে হেফাজত করুন! আমীন !!)

ইমাম মাহদীর যুগে সম্ভাব্য শয়তানী চক্রান্তসমূহ...

এটা হচ্ছে ইবলিসের চিরাচরিত অভ্যাস যে, সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য সে নিজের সৃষ্ট কতিপয় এজেন্টকে সত্যের বাহক বলে ময়দানে প্রেরণ করে প্রকৃত সত্যকে ভূল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে। ইবলিসের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা হবে যে, ইমাম মাহদীর আগমণের পূর্বে কতিপয় মাহদীকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা- যাতে কতিপয় মানুষ তাদের সাথে যোগ দিয়ে সত্য থেকে আগেই দূরে সরে যায় এবং প্রকৃত মাহদী আগমণের সময় তারা সন্দেহ আর দুদোল্যতার শিকার হয়ে যায়। পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসে নবী করীম সা. এ বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং ইবলিসের সম্ভাব্য চক্রান্তগুলো এমন হতে পারে :-

(১) মিথ্যা মাহদী দাবীদার কতিপয় লোককে মিডিয়ার সামনে দাড় করিয়ে দেয়া, যাদের মধ্যে ইমাম মাহদীর গুণাবলী বিদ্যমান বলে বলে সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করা হবে। এমন মিথ্যুক একাধিক হতে পারে। উল্লেখ্য যে, মিথ্যা মাহদীকে জ্ঞানগরিমা, সৌন্দর্য্য এবং ভরা মজলিসে ভক্তবৃন্দ সহকারে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে ঐ মিথ্যুককে সত্য মাহদী বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হবে।

(২) ইবলিসী শক্তির পক্ষ থেকে দ্বিতীয় চক্রান্তটি এই হতে পারে যে, লোকেরা প্রকৃত মাহদীর আগমণের অপেক্ষায় থাকবে। আর ইবলিসী এজেন্ট এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে উনাকে (নাঊযুবিল্লাহ!) মিথ্যুক সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা করা হবে। এটা করার জন্য তারা প্রতিটি জ্ঞানবাণ, বুদ্ধিজীবী এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিদের মতামতের সাহায্য নেবে। যেমনটি বর্তমান যুগেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ব্যাপারটি মনে হয় আপনাদের বুঝে আসবেনা। নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে এটি বুঝে আসতে পারে :-

যখন কোন একজন ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তখন তার কিছু ভক্তবৃন্দ-ও থাকে আবার বিরুদ্ধাচারণকারীও থাকে। আপনি যে কোন ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দিকে তাকান- সধর্মের ব্যক্তিদের মধ্যেই তাদের জন্য আত্মোৎসর্গকারীও পাবেন আবার তাদের সমালোচক-ও। প্রতিটি ধর্মের লোকজন তাদের নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিদের অনুসৃত পথে চলছে। কেউ যদি নিজের নেতাকে জিজ্ঞেস করে- "অমুক ব্যক্তিটি কেমন ? আজকাল তো তার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! অনেক বড় আল্লাহভক্ত লোক! সে এমন এমন ত্যাগ স্বীকার করেছে! তো তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ??" এখন যে সিদ্ধান্তই তার ঐ নেতার মুখ থেকে সে শুনবে, সকল মজলিসে ওটাই তার মতামত হয়ে যাবে। যদি নেতা বলে দেয় যে, সে একজন সরকারী লোক! তাহলে এখন সে যতবড় যুগের অলীই হয়ে যাকনা কেন! আসমানের ফেরেশতা পর্যন্ত তার পদতলে নূরের পর বিছিয়ে দিকনা কেন! কিন্তু নেতার ঐ ফতোয়ার পর এখন তাকে সকল স্থানেই সরকারী এজেন্ট বলে সাব্যস্ত করা হবে।

এটা হচ্ছে এমন একটি ভয়ানক ব্যাধি, যা সবচে' বেশি হক্বের ঝান্ডা ধারণকারী লোকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, প্রত্যেকেরই জ্ঞান অন্যদের তুলনায় ভিন্ন হয়। সতপথের বাহক হওয়া সত্তেও প্রত্যেকেরই দাবী যে, আমিই প্রকৃত হক্বের উপর অটল রয়েছি।

হায়..! তারা যদি নিজেদের জ্ঞানকে একটু ব্যবহার করত, তবে খোদার শপথ করে বলছি- তাদের হাতেই আজ সত্যের পতাকা উড্ডীন হত! হায়..! তারা যদি নিজেদের জ্ঞানগরিমা এবং দৃষ্টিভঙ্গিসমূহকে সীমাবদ্ধতার গন্ডি থেকে বের করে অসীম করে দিত, তাহলে আজ সারাবিশ্বের জলে-স্থলে তাদেরই নাম গুঞ্জরিত হত! তাদের কাতারবন্দি দেখে সারাবিশ্বের কুফুরী এজেন্টদের মৃত্যু ঘটত! দাজ্জালের ভয়ানক প্রতারণার কথা শুনে এমনকি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.এর মত বীরঙ্গণা মহামনীষীগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। দিগ্বীজয়ী বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম-ও কাঁদতে শুরু করতেন।

এটা ছিল তাদের আখেরাতের ভয়। অন্যথায় তাদের জন্য কি আর পেরেশানীর কারণ ছিল, তারা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিল, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাদের প্রতি সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন। বরং চিন্তার বিষয় তো আমাদের মত গুনাহগারদের জন্য! কিন্তু আফসোস!! আমরা একটু চিন্তাগবেষণা করার মত কষ্ট সহ্য করতে রাজী নই! এমনভাবে প্রশান্তচিত্তে বসে আছি যে, মনে হয়- কোন ফেতনাই আমাদের সামনে নেই!!

দাজ্জালের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রস্তুতি...

দাজ্জালের বিষয়টি আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষা হবে। যার মাধ্যমে তিনি পরখ করে নেবেন যে, কারা আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতিগুলোর উপর কি পরিমাণ বিশ্বাস রাখে!! সুতরাং যারাই

ঐ পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হবে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'লা অনেক উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। এই পরীক্ষার জন্যই দাজ্জালকে আল্লাহ তা'লা সবধরনের মাধ্যম দিয়ে দেবেন, যারমধ্যে শয়তানী মাধ্যম থেকে শুরু করে সকল জনমাধ্যম আর জড়মাধ্যম বিদ্যমান থাকবে।

বর্তমান যুগে নব আবিস্কৃত অত্যাধুনিক বিষয়াদী এবং উন্নত গবেষণাসমূহের পেছনে যে পর্দাগুলো রয়েছে, সেগুলো যদি আমরা ভালকরে পরখ করে দেখি, তবে অতি সহজেই একটি কথা বুঝে আসে যে, এ সকল প্রচেষ্টা আর উন্নতি একমাত্র ইবলিসের ঐ মিশন সম্পন্ন করার জন্যই বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে। এখানে আমরা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রস্তুতিগুলোকে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করছি, যাতে করে পরিস্থিতি কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

দাজ্জাল এবং খাদ্যদ্রব্য বিষয়াদী...

দাজ্জালের ব্যাপারে হাদিসে পরিস্কারভাবে বলা আছে যে, তার সাথে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকবে। সে যাকে চাইবে, খাদ্য প্রদান করবে, যাকে চাইবে, ক্ষুদার্থ রাখবে। বর্তমান বিশ্বে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ন্যাসলে (Nestle), যা সম্পূর্ণ ইহুদীদের মালিকানায়। প্রতিষ্ঠানটির একমাত্র মিশন হচ্ছে- বিশ্বের সকল খাদ্যদ্রব্যকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসা। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় দ্রব্য (Beverages), চকোলেট, সকল মিষ্টান্ন দ্রব্য, কফি, পাউডার দুধ, বাচ্চাদের দুধ, পানি, আইসক্রীম, তৃষ্ণা মেটানোর সকল দ্রব্য, চাটনী, সোপ ইত্যাদি। মোটকথা পানাহার জাতীয় এমন কোন বস্তু বাকী নেই, যা প্রতিষ্ঠানটি প্রস্তুত করেনা। সারাবিশ্বের মানুষ বর্তমানে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যের দিক থেকে প্রতিষ্ঠানটির মুকাপেক্ষি।

কৃষি ব্যবস্থাপনার বিপরীতে দাজ্জাল...

যে সকল লোক দাজ্জালকে খোদা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, দাজ্জাল তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে। ফলে তাদের ফসলের জমিগুলো সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে। বিষয়টি আজকাল কৃষক ভাইয়েরা খুব ভাল করেই বুঝেন। এর পূর্বে একটি শব্দের ব্যাখ্যা বুঝে নিন :-

প্যাটেন্ট- (Patent)। এটি হচ্ছে একটি নিয়ম, যা মালিকের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে "আধুনিক কৃষি পলিসি"র নামে যে নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে এবং যাকে আজকাল কৃষকদের জন্য উন্নতি ও স্বচ্ছলতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলে প্রচার করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে এমন একটি ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে তারা কৃষকদের থেকে এক একটি করে দানা ছিনিয়ে নিতে চায়।

খাদ্যদ্রব্যের বিচিগুলো (Seeds)কে প্যাটেন্টের মাধ্যমে ইহুদী কোম্পানীগুলো কোন বীজকে যদি

প্যাটেন্ট করে নেয়, তবে মনে করা হয় যে, সেটি তাদের মালিকানা হয়ে গেল। যেমন ধরুন- বাংলাদেশী চাউলকে যদি তারা কোন একটি নাম দিয়ে প্যাটেন্ট করে নেয়, তবে আমাদের প্রতিটি কৃষক বাসমতি বীজ ক্রয়ের জন্য ঐ কোম্পানীর মুকাপেক্ষী হওয়া লাগবে। এখন যদি কৃষক স্বীয় উদ্যোগে কোন বীজ প্রস্তুত, তবে এর জন্য তাকে জরিমানা বা জেলে যাওয়া হতে পারে। যেহেতু বীজটি কৃত্রিম উপায়ে জ্যানেটিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়, সেজন্য বীজটি একবৎসরের ফসলই উৎপন্ন করবে। পরবর্তী বৎসর যদি পূণরায় বাসমতি ফসল করতে চান, তবে আপনাকে নতুনকরে বীজ ক্রয় করা লাগবে। পাশাপাশি ঔষধপত্র এবং ষাঢ়-ও আপনাকে ঐ কোম্পানী থেকে ক্রয় করতে হবে, অন্য কোম্পানীর ষাঢ় এতে কাজ করবেনা। অন্য কোম্পানীর ষাঢ় যদি আপনি এতে ব্যবহার করেন, তবে আপনার ফসল নষ্ট হয়ে যাবে এবং উক্ত ফসল থেকে তৈরী খাদ্যের মাধ্যমে রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে। একারণেই দুর্ভিক্ষ কবলিত আফ্রিকান দেশগুলো উক্ত বীজ দ্বারা তৈরী মার্কিন খাদ্যদ্রব্যের সহায়তা নিতে অস্বীকার করে দিয়েছে। এমনকি জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এ-ও পর্যন্ত বলেছে- "আমার দেশের জনগণ পর্যন্ত পৌছার পূর্বে খাদ্যদ্রব্যগুলো চেক করা জরুরী। আমরা বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য আহার অপেক্ষা ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করাকে প্রাধান্য দেব।"

সাধারণভাবে দেখতে আইনটি অত্যন্ত সাদামাটা মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে "জোর যার মুল্লুক তার"। উক্ত আইনের আশ্রয় নিয়ে আন্তর্জাতিক ইহুদী কোম্পানীগুলো প্রথমে বিশ্ববাণিজ্যের উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করে এখন বিশ্বখাদ্যদ্রব্য এবং ফসলাদীর উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠার দিকে হাত বাড়িয়েছে। যাতে করে সামনের দিনগুলোতে কেউ যদি তাদের কথা মানতে রাজী না হয়, তবে তাকে খাদ্যদ্রব্যের প্রতিটি দানার জন্য যাতে তাদের মুকাপেক্ষী হতে হয়।

প্যাটেন্ট বিলের মাধ্যমে এভাবে ধীরে ধীরে তারা আমাদের ফসলাদী আয়ত্ব করে নিচ্ছে। খুব শীঘ্রই তারা সারাবিশ্বের খাদ্যদ্রব্যের উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আমার একথাগুলো যদি আপনাদের বুঝে না আসে, তবে আপনি "আধুনিক কৃষি পলিসি"গুলো অধ্যয়ন করুন অথবা কোন একজন কৃষকের কাছে এসম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করুন!! তাহলেই ব্যাপারটি সহজেই আপনার বোধগম্য হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে গম-চাউল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের কৃষি প্রক্রিয়াগুলো হ্রাস করে এগুলোর ব্যবহার ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে।

আপনারা একটু চিন্তা করুন যে, আমরা একটি কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্তেও গম এবং চিনিকে বাইরে থেকে আমদানী (Import)করতে হয় ?? তাহলে এমনটি কেন ?? কয়েক বৎসর ধরে গম-চাউল ইত্যাদির কৃষি প্রক্রিয়াগুলোতে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছেনা। ফলে পাকিস্তান বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রকে প্রতি বৎসর লাখো টন গম এবং চাউল বহির্বিশ্ব থেকে আমদানী করে আনতে হয়! আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারি ? যে, এগুলো কার আদেশে করা হচ্ছে ??!!

আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের আদেশে ??!! কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গ তো বলে থাকে যে, তারা হচ্ছে আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল!! আমাদের বাচ্চাদেরকে ঘরে ঘরে গিয়ে পোলিও টিকা খাইয়ে আসে!! এভাবে তারা আমাদেরকে কেন দুর্ভিক্ষের শিকার বানাতে চায় ??!!

খাদ্যদ্রব্যের কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বর্তমানে ইহুদীদের যে টার্গেটগুলো রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জীবাণূ অস্ত্রের (Biological Weapons)মাধ্যমে যে কোন ফসলকে বিনষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করা। এর মধ্যে আবার কয়েকটি আবিস্কারও করে ফেলেছে।

যারা দাজ্জালের কথা মেনে নেবে, তাদের ফসলগুলো সবুজ-শ্যামল এবং উর্বর থাকবে। হতে পারে- দাজ্জাল তখন তাদেরকে পানি, ষাঢ় এবং খাদ্যদ্রব্যের বীজগুলো দিয়ে দেবে, তাহলে বাহ্যতই তাদের ফসলগুলো সবুজ-শ্যামল আর তরতাজা দেখাবে। অথবা লেজার বীম ব্যবহার করেও কোন অনুর্বর জমিকে সবুজ-শ্যামল ফসলে ভরা জমি হিসেবে দেখানো সম্ভব।

নবী করীম সা. যা কিছু বর্ণনা করেগেছেন, তা সর্বাবস্থায় বাস্তবায়িত হবেই হবে!! চায়- বাহ্যিক পরিস্থিতি বর্তমানে এর পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক!! কিন্তু বর্তমান সময়ে তো পরিস্থিতিগুলো নবী করীম সা. বাতানো হাদিসগুলো অনুসরণ করছে। হুবহু যেরকম নবী করীম সা. বর্ণনা করে গিয়েছিলেন, ঠিক সেরকই ঘটে চলেছে। সুতরাং সামনের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত ও নিরাপদ মনে করা কিরূপে বিবেকবান লোকের কাজ হবে..??!!

দাজ্জালের কাছে টাটকা গরম গোশতের পাহাড় থাকবে...

নুআইম বিন হাম্মাদ রচিত "আলফিতান" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা.এর বর্ণনা অতিবাহিত হয়েছে যে, ومعه جبل من مرق وعراق اللحم حار لا يبرد অর্থাৎ দাজ্জালের সাথে ঝোল এবং টাটকা গোশতের পাহাড় থাকবে, যা গরম থাকবে, কখনো ঠান্ডা হবেনা।"

বর্তমান সময়ে বিশ্বে খাদ্যদ্রব্যের বস্তুগুলোতে বিভিন্ন কিছু মিশ্রণ করে তা হেফাজত রাখার জন্য স্বতন্ত্র একটি সংস্থা তৎপর রয়েছে, যা "ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিসার্ভেশান" (Food Processing and Preservation)নামে ১৮০৯ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটির একমাত্র কাজই হচ্ছে- খাদ্যদ্রব্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে গুদামজাত করে রাখার উপর গবেষণা করা। এ বিষয়ে সংস্থাটি এখন পর্যন্ত বহু কিছু আবিস্কার করেছে, যার নমুনা আপনি প্রতিদিনই বাজারে প্রত্যক্ষ করছেন।

তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি হচ্ছে- খাদ্যদ্রব্যকে বিশেষ পরিমাণ এক তাপে সবসময় গরম রাখা এবং এর হেফাজত করা। পদ্ধতিটি সাধারণত সোপ, চাটনি, সবজি, গোশত, মাছ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সুতরাং নবী করীম সা.এর বাণী- "তার সাথে গোশত থাকবে, যা সবসময় গরম থাকবে, কখনো ঠান্ডা হবেনা" কথাটি অত্যন্ত গভীরতার স্বাক্ষর রাখে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা... (W.H.O)

ডাক্তারী পেশাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পেশা। হাসাপাতালে গেলে আপনি লেখা দেখবেন- (من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) "অর্থাৎ যে ব্যক্তি একজন মানুষের প্রাণ বাঁচালো, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত মানুষের প্রাণ বাঁচালো) ঠিক তদ্রুপ পেশাটির দৃষ্টান্ত তরবারীর মত। তরবারী যদি আল্লাহর খাটিঁ বান্দাদের হাতে থাকে, তবে তা সমস্ত মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ হয়, মানবতাকে সকল প্রকার ক্ষতিকারক পয়েজন থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়। কিন্তু এই তরবারী যদি আল্লাহর শত্রুদের হাতে চলে যায়, তবে তা মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসের কারণ হয়। ডাক্তারী পেশাটির সাথেও আজ একই আচরণ লক্ষ করা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কথাগুলোকে মিডিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে যে, মনে হয় এটি আসমান থেকে সবেমাত্র নাযিল হওয়া ওহী যে, কখনোই তথ্যটি ভূল হতে পারেনা। কিন্তু আপনি কি জানেন ??- W.H.O কি ?? এর হর্তাকর্তা কারা ?? এর ফান্ড কোত্থেকে আসে ?? এবং এর মৌলিক উদ্দেশ্য কি মানুষের সেবা করা ?? নাকি অন্য কিছু ??!!

এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলব যে, এটি ১০০% ইহুদী সংগঠন, যার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সকল বিষয়গুলো আবিস্কার করা, যা ইবলিসের জন্য সহযোগীতার কারণ হয়। চায় সেটি ইতিবাচক আবিস্কার হোক বা নেতিবাচক আবিস্কার। এখানে আমরা সংক্ষিপ্তপথ অবলম্বন করতঃ কতিপয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করব যে, W.H.O কিভাবে ইহুদীদের সন্তুষ্টির জন্য পথপ্রশস্ত করে যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্যগুলো আল্লাহ পাক মানুষের দৈনন্দিক খাদ্যচাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি অঞ্চলে ঋতু এবং ভৌগোলিক চাহিদামত বিভিন্ন রকম ফলমূল এবং সবজি উৎপন্ন করে থাকেন। এ বস্তুগুলো ঐ অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের অধিকারে ছিল। সেখান থেকে তারা পেট ভরে খেয়ে জীবনযাপন করত। কেউ কারো মুকাপেক্ষী ছিলনা। নিজেরা উৎপন্ন করে নিজেরাই আহার করত। কিন্তু আল্লাহর দুশমন ইহুদী জাতির জন্য বিষয়টি সহ্য হলনা। ফলে তারা এ সকল বস্তুকে নিজেদের কন্ট্রোলে নেয়ার জন্য প্রোগ্রাম করল। ঠিক ঐ রকম- যেমন আল্লাহ তা'লার নাযিলকৃত "মান্না-ছালওয়া"র উপর সন্তুষ্ট না হয়ে জীবিকাকে নিজেদের কন্ট্রোলে আনার নিমিত্তে শাক-সবজি আর ডাল-ভাতের জন্য আল্লাহ তা'লার কাছে দরখাস্ত করেছিল। যাতে গুদামজাত করার মাধ্যমে নিজেদের চিরাচরিত বদভ্যাসকে তারা প্রকাশ করতে পারে।

এজন্যই তারা "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা" নামে একটি সংস্থাকে বিশ্ববাসীর সামনে পরিচিত করিয়েছে, যারা প্রাকৃতিক পানাহারের বস্তুগুলোকে সুস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে আখ্যায়িত করেছে। ফলে বিশ্ববাসী ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য থেকে দূরে সরে গিয়ে "মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানী"গুলোর তৈরী কৃত্রিক খাদ্যের মুকাপেক্ষি হয়ে গেছে। অথচ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীগুলো যে সকল খাদ্যদ্রব্য বানিয়ে থাকে, তার অধিকাংশই নষ্ট এবং দূষিত বিষয় দ্বারা তৈরী। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোর (Developing Countries) জন্য তো তারা কোন আইনেরই তোয়াক্কা করেনা।

১৯৯৭ সালে সৌদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মার্কিন "হিডসন ফুড কোম্পানী"র উপর ব্যাক্টেরিয়া মিশ্রিত গোশত বাজারজাত করার দোষ আরোপ করে তা ব্লেকলিষ্টে পাঠিয়ে দেয়। এরপর মাস্কাটের সরকারী ব্যবস্থাপনাও আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের সকল দেশ থেকে গোশত আমদানী করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেয়। (ম্যাগাজিন-ডন, ডিসেম্বর-২০০৪)

ইহুদী মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীগুলো ষ্টীলের কারখানা দিয়ে ধনি হতে চেয়েছিল। এরজন্যও তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তা নিয়ে প্রচার করে যে, মাটির প্লেটে খানা খেলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এরপর সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের জন্য তো তাদের কথাটি মেনে নেয়া ফরজ হয়ে গিয়েছিল। কোন প্রকার চিন্তাগবেষনা ছাড়াই তারা তথ্যটিকে ওহীর মর্যাদা দিয়েছিল।

এভাবে তারা ঘরোয়া পরিবেশ থেকে মাটির প্লেট ব্যবহার বন্ধ করালো। এখন আবার আরেক তামাশ শুরু হয়েছে- যে মাটির প্লেটগুলোকে তারা ক্ষতিকর বা (Old Fashioned) হিসেবে আখ্যা দিয়ে ঘর থেকে বের করেছিল, সেই মাটির প্লেটের ব্যবহারই এখন বড় বড় ফাইভ-ষ্টার হোটেলগুলোতে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং মাটির প্লেটে খাওয়াকে সেখানে অন্যরকম অনুভূতি হিসেবে ধরা হয়।

যেহেতু মানুষের মস্তিস্কগুলো পশ্চিমা মিডিয়ার বিষাক্ত প্রভাবে প্রভাবান্বিত। সেহেতু পশ্চিমা মিডিয়ায় যাই বলা হয়, কোন প্রকার চিন্তাফিকির ছাড়াই তা গ্রহণ করে নেয়া হয়। আল্লাহর দুহাই লাগে- আপনি আপনার যে স্বাধীন বিবেকটুকু বিবিসি আর সিএনএনের তথ্যের উপর বন্ধক রেখে দিয়েছেন, তাকে ওখান থেকে মুক্ত করুন!! অন্যথায় এটাকেও একদিন টিনপ্যাক করে বা ন্যাসলে'র লেবেল লাগিয়ে মার্কেটে বিক্রি করে ফেলা হবে।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দাজ্জালের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। হাদিসে এসেছে যে, কোন গ্রাম্য ব্যক্তির যদি উট মারা যায়, তবে দাজ্জাল তার উটের মত আরেকটি বানিয়ে দেবে। বিষয়টি জাদু-ও হতে পারে অথবা জেনেটিক ক্লোনিংয়ের সাহায্যেও হতে পারে। যদিও হাদিসে পরিস্কারভাষায় বলা আছে যে, দাজ্জালের আদেশে দু'জন শয়তান একগ্রাম্য ব্যক্তির মৃত পিতা-মাতার আকৃতিতে এসে যাবে। এরমাধ্যমে ক্লোনিংয়ের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যায়না। কারণ, কোরআন-হাদিসে শয়তান শব্দটি জ্বীন এবং মানুষ উভয় জাতির জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনে কারীমে এসেছে :- وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن "এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যই শত্রু নির্ধারণ করেছি- কিছু মানুষের মধ্যে, আর কিছু জ্বীনদের মধ্যে।

নবী করীম সা. বলেন- হে আবূ যার! তুমি কি জ্বীন শয়তান এবং মানুষ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করেছে ?? আবূ যার বললেন- মানুষের মধ্যেও কি তাহলে শয়তান আছে ?? প্রতিউত্তরে রাসূলে কারীম সা. বললেন- বরং মানুষ শয়তান অনেক সময় জ্বীন শয়তান অপেক্ষা বেশি মারাত্মক হয়। (تفسير قرطبي)

পশ্চিমাবিশ্বের গবেষনাকেন্দ্রগুলোতে মানুষের ক্লোনিংয়ের ক্ষেত্রে বহু গবেষনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে তাদের সবচে' ভয়ানক প্রচেষ্টাটি হচ্ছে যে, এমন মানুষ সৃষ্টি করা, যা শক্তিমত্তার বিবেচনায় অপরাজেয় এবং মস্তিস্কের

দিক থেকে অদ্বিতীয় হয়। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলটি এরজন্য মৌলিক ভূমিকা রেখে আসছে। চ্যানেলটির একমাত্র কাজই হচ্ছে প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা করা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেমন দেখা যায়, আসলে সেটি তেমন নয়; বরং এর একমাত্র টার্গেট হচ্ছে জেনেটিক মানুষ এবং নতুন একধরনের প্রাণী আবিস্কার করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের সার্বিক খরচাদী ইহুদীরা বহন করে থাকে।

ঐ সকল আন্তর্জাতিক ডাক্তারী সংস্থাগুলোর কথাতেই তাদের পয়সায় পরিচালত বিভিন্ন এনজিও গোষ্ঠী আমাদের দেশগুলোতে এসে মুসলমানদের বংশবিনাশের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সবার চোখের সামনে তাদেরই হাতে মুসলমানদের বংশগুলো নির্বংশ করে দেয়া হচ্ছে। আমাদের মা-বোনদেরকে রাস্তায় নামিয়ে তাদের ইজ্জত-সম্মান লুটে নেয়ার লালসায় মেতে উঠছে। এরপরও জাতি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যায়ভাবে নিরবতা আর অলসতার গহবরে গভীর ঘুমে অচেতন রয়েছে।

বংশীয় পরম্পরা বন্ধের জন্য বহু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়ে গেছে। তাদের উদ্দেশ্য এছাড়া আর কি হতে পারে যে, অন্যায়, ভ্যাবিচার এবং অশ্লীলতা ছড়ানোর পথে যে সকল বাধা আসে, সেগুলো মিটিয়ে দেয়া। আমাদের জাতি কি এ বিষয়টি জানে যে, ইহুদী সংস্থাগুলোর ফান্ড দিয়ে জাতিয় বংশ পরিক্রমাকে ফিউজ করার মহাচক্রান্ত করা হচ্ছে। জাতি এত সাদাসিধে হয়ে গেল কেন..!! তারা এতটুকু চিন্তা করতে পারেনা যে, এ জাতির দুশমন কখনো আমাদের জন্য মঙ্গল কামনা করবেনা।

ইহুদী পন্ডিতদের ইঙ্গিতেই আমাদের সামাজিকতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। গম-চাউল-আটা ইত্যাদি দ্রব্যমূল্যের দামকে আসমানে পৌছে দিয়ে জাতির সন্তানদের মুখ থেকে দু'মুঠো ভাত পর্যন্ত কেড়ে নিতে চাইছে। সাধারণ ঔষধপত্রের উপর আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক এমনসব টেক্স সংযোজন করে দিয়েছে যে, একজন হতদরিদ্র ব্যক্তি এর বিপরীতে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়াই উত্তম মনে করবে। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি অলী-গলীতে ইন্টারনেট আর সাইবারক্যাফ খুলে দিয়ে জাতির উঠতি বয়সের ছেলেদেরকে অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে শারিরীক ও মানসিকভাবে তাদেরকে প্যারালাইজড করে দিচ্ছে। অবশেষে তারা আমাদের প্রতি এতই দয়াপিড়ীত হল যে, আমাদের বংশের ভবিষ্যত নির্ধারণ বিষয়টি নিয়েও তাদের চিন্তা করা লাগছে!! তাহলে এমনটি কেন..??!!

বর্তমান সময়ে আল্লাহর শত্রুদের পক্ষ থেকে মানুষের উপর বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের লোকদের উপর এমনসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে, যার বিস্তারিত বিবরণ পাঠান্তে মানবতার শত্রুদের ব্রেইন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা কেমন করে মানবতার বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। যার ফলে আজ মানুষ বিভিন্ন নিত্যনতুন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। সুপ্রসিদ্ধ মডার্ন বিশ্বের অনিষ্টতা থেকে না আকাশ মুক্ত আছে, না সাগর মুক্ত আছে আর না ভূমি মুক্ত আছে!! শক্তির জোরে প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার মিটিয়ে দিয়ে ইংলিশ দ্রব্য দিয়ে গম-চাউল ইত্যাদি তৈরী করা হচ্ছে, যা খাদ্য নয়; বরং মরণ বিষ!! জীবাণূ অস্ত্রকে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পানি ভান্ডারগুলোকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্বের উঁচু ভূমিগুলোতে পোলিন বৃক্ষ (এটি এমন একটি বৃক্ষ, যা থেকে বসন্তকালে রুইয়ের মত একটি জিনিস বের হয়) রোপণ করে আকাশকে পোলিন দ্বারা বিষাক্ত বানিয়ে মানুষকে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত করা হচ্ছে। পাতালের পানিকে নিঃশেষ করার জন্য লিপ্টস এর বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কাদের আদেশে বা কাদের ফান্ডে এবং কাদের তদারকিতে এগুলো রোপণ করা হচ্ছে, তাহলেই সবকিছু ফাস হয়ে যাবে যে, প্রসিদ্ধ এনজিও সংস্থাগুলো কেমন করে দেশ ও দশের বিরুদ্ধে অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে।

আপনি বলতে পারেন যে, এসবকিছুর সাথে দাজ্জালের কি সম্পর্ক ?? বরং এগুলোর সাথে দাজ্জালের গভীর সম্পর্ক রয়েছে!! হাদিসে বলা হয়েছে যে, ঈমানদারগণ দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, বিপরীতে ইহুদী এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের অধিকাংশই তার দলে যোগ দেবে।

এ কারণেই দাজ্জালের এজেন্টরা মুসলমানদেরকে পাপাচারে লিপ্ত করাতে চায়। এর বাস্তবতা হচ্ছে

এই যে, ভাল থেকে ভাল একজন মুসলমানকে যদি এ ধরনের সন্দেহযুক্ত খাবার খাওয়ানো যায়, তবে অবশ্যই এর প্রতিক্রিয়াগুলো তার অন্তরে প্রভাব পড়বে। ফলে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো এরজন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর প্রস্তুতকৃত কৃত্রিম খাদ্যদ্রব্যগুলোতে এমন ক্যামিকেল মেশানো থাকে, যা মানুষের দেহে প্রবেশ করা মাত্রই তাকে বেহায়াপনা আর অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে। পাশাপাশি যৌনশক্তিকেও তা প্রভাবান্বিত করে। বিশেষত বাচ্চাদের Nervous System কে মারাত্মকভাবে আকৃষ্ট করে।

বর্তমান সময়ে মুসলমান ডাক্তার-বিশেষজ্ঞদের প্রতি এই গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, তারা উম্মতকে ঐ সকল বিষয়ের ভয়ানক পরিণতি থেকে সতর্ক করতে থাকবেন, যা বর্তমানে বিশ্ব কুফুরী শক্তির পক্ষ থেকে পেশ করা হচ্ছে। যদিও বর্তমান যুগ হচ্ছে এমন একটি যুগ, যেখানে সত্য কথার বিনিময়ে আগুনের পুরস্কার আর মিথ্যার বিনিময়ে ডলারের বর্ষন ঘটে। কিন্তু কারো যদি নবী করীম সা.এর বলে যাওয়া হাদিসগুলোর উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে, দাজ্জালের সাথে যে আগুন থাকবে, তা প্রকৃতপক্ষে সুমিষ্ট শীতল পানি। সুতরাং শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবৃন্দকে ঐ পথই অবলম্বন করা চাই, যা তাদের জন্য দুনিয়া-আখেরাতে মঙ্গলজনক হবে।

খনিজসম্পদ...

বিশ্বে যে সকল খনিজ সম্পদের ভান্ডার আছে বলে জানা যায়, বর্তমান সময়ে সবগুলোতেই ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি ইহুদীদের কন্ট্রোল রয়েছে।

ধনভান্ডারের উপর নির্ভরশীলতা...

হাদিস শরীফে আপনি পড়ে থাকবেন যে, দাজ্জালের সাথে ধনসম্পদের ভান্ডার বিদ্যমান থাকবে। একারণেই ইহুদীরা সারাবিশ্বের ধনভান্ডারগুলোকে ধীরে ধীরে আয়ত্ব করছে। পৃথিবী থেকে "গোল্ড ষ্ট্যান্ডার্ড"এর সমাপ্তি ঘটিয়ে স্বর্ণগুলো নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নিয়ে বিশ্বের হাতে রং-বেরংয়ের কাগজের টুকরা (কারেন্সি নোট) ধরিয়ে দিয়েছে, যাকে ইহুদীদের কৃতদাসেরা নোট বা সম্পদ মনে করে থাকে (এই খুশি অতি শীঘ্র ফিকে হয়ে যাবে); বরং এখন তো ঐ নোট-ও আস্তে আস্তে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, বিপরীতে প্লাষ্টিকের বিভিন্ন কার্ড ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। হায়..! মুর্খ ব্যক্তিবর্গ প্লাষ্টিক কার্ড (ক্রেডিট কার্ড)কে হাতে নিয়ে নিজেকে কোটিপতি মনে করে। কম্পিউটারের সামনে বসে কীবোর্ডের উপর আঙ্গুলের ইশারায় কোটি এবং বিলিয়নের হিসাবকারীগণ ঐ দিন কি করবে, যখন স্বীয় আঙ্গুলগুলি টিপতে টিপতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু ততক্ষণে তার অনলাইনের একাউন্টটি কোথায় যেন গুম হয়ে গেছে। সুতরাং মুসলমান ব্যবসায়ীদের উচিত- তারা নিজেদের কাছে রং-বেরংয়ের কাগজের টুকরার (পেপার কারেন্সি) পরিবর্তে স্বর্ণ-রোপা মজুদ রাখা, অন্যথায় অতি শীঘ্রই সকল ধনসম্পদ থেকে হাত ধোয়া লাগবে।

প্রথমে তো ইহুদীরা বড় বড় কোম্পানীগুলোকে নিজেদের আয়ত্বে নিয়েছে। এখন তারা একধাপ নিচে নেমে বিশ্বের প্রতিটি শহরে-বন্দরে শপিং প্লাজা নির্মাণ শুরু করেছে, যেখানে পচিঁশ পয়সার ট্রফি থেকে শুরু করে লাখো টাকার আসবাবপত্র বিদ্যমান রয়েছে। এখন তারা বিশ্বের ছোট ছোট দৌলতকেও নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে ফেলতে চায়।

বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএফ :- এ দু'টি সংস্থা এখন পর্যন্ত বিশ্বের ধনসম্পদগুলোকে এমনভাবে লুট করছে যে, লুটেরা জাতির প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবীগণও ঐ সংস্থাগুলোকে সহানুভূতিশীল বলে সাব্যস্ত করছে। এ দু'টি ১০০% ইহুদী সংগঠন। যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক অবকাঠামো থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষাসংক্রান্ত এবং পানীয় অবকাঠামোকে পূর্ণ কন্ট্রোলে নিয়ে আসা।

এটা বললে ভুল হবেনা যে, এ দু'টি সংগঠন সারাবিশ্বকে বর্তমানে নিজেদের কৃতদাস বানিয়ে রেখেছে। তাদের এ অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরীর ফলে তারা বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রকে মারাত্মকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে। যদি কেউ দাজ্জালের অর্থনৈতিক ফেতনাকে ভাল করে বুঝতে চান, তবে তার উচিত- বিশ্ব ব্যাংক আর আইএমএফ কর্তৃক ঋণ জারী করার পদ্ধতি এবং ঋণ উসূল করার পদ্ধতিগুলো নিয়ে গভীরভারে তথ্য অর্জন করা।

বিশ্ব বাণিজ্যিক সংস্থা W.T.O (World Trade Organization)

বিশ্বের ছোট ছোট বাণিজ্যিক পদ্ধতিগুলোর উপর লুটমার চালানোর জন্য আন্তর্জাতিক ডাকাতদের দিয়ে একটি গেং তৈরী করা হয়েছে, যার লক্ষ হচ্ছে- বিশ্বময় ছড়ানো ছোট ছোট ইন্ডাষ্ট্রীগুলোকে শক্তির জোরে ধ্বংস করে দেয়া। এতে কর্মরত লাখো শ্রমিকদেরকে বেকার বানিয়ে দেয়া, গরিবদের মুখ থেকে শেষ আহারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেয়া। অতপর গেংটির গায়ে ভদ্রতার সুগন্ধি পোশাক পরিয়ে একে "ডব্লুটিও" বলে নাম দেয়া হয়েছে।

এটা এমনই এক নিষ্ঠুর ও দয়াহীন সংস্থা যে, এর অধিকাংশ অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াই গরিব, অসুস্থ্য আর দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের উপর গিয়ে পড়ে। কেননা, এর প্রধান প্রক্রিয়াগুলো কৃষি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে থাকে।

"ডব্লুটিও"এর প্রতিক্রিয়াগুলো মুসলিম বিশ্বে প্রকাশ হতে শুরু করেছে। সর্বপ্রথম টেক্সটাইল মিলগুলো এর শিকারে পরিণত হচ্ছে। আমদানী-রপ্তানীতে ভাটা পড়তে শুরু করেছে।

Human Resources...

অন্যান্য বিষয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইহুদীরা শত্রুপক্ষের মেধাবী লোকগুলোকেও অকেজো করে দিচ্ছে অথবা স্বদেশে ডেকে নিয়ে তাকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে।

সে চায় জ্ঞানী হোক বা বুদ্ধিজীবী। ইহুদীরা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির উপর গভীর দৃষ্টি রাখে, যারা মস্তিস্কযোগ্যতার অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে যেসকল মেধাকে তারা ক্রয় করে নিতে অপারগ হয়, তাদেরকে তারা হত্যা করে ফেলতে চায়। বর্তমান সময়ে আলেমদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যার বিষয়টি এরই ধারাবাহিকতার অংশবিশেষ।

দাজ্জাল এবং সামরিক শক্তি...

বিশ্বের সবচে' ভয়ানক অস্ত্রগুলো বর্তমানে ইহুদীদের হাতে বিদ্যমান। এ বিষয়ে তারা ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তন্মধ্যে সবচে' মারাত্মক হচ্ছে জীবাণূ অস্ত্র (Biological Weapons)। এটা তৈরী করতে "বিডস" BIDS (Biological Integrated Detection System) নামক মেশিন ব্যবহৃত হয়। তাদের বর্তমান গবেষণা হচ্ছে এমন একটি অস্ত্র তৈরী করা, যা বিশেষ বিশেষ মানুষের উপর প্রতিক্রিয়াশীল হবে।
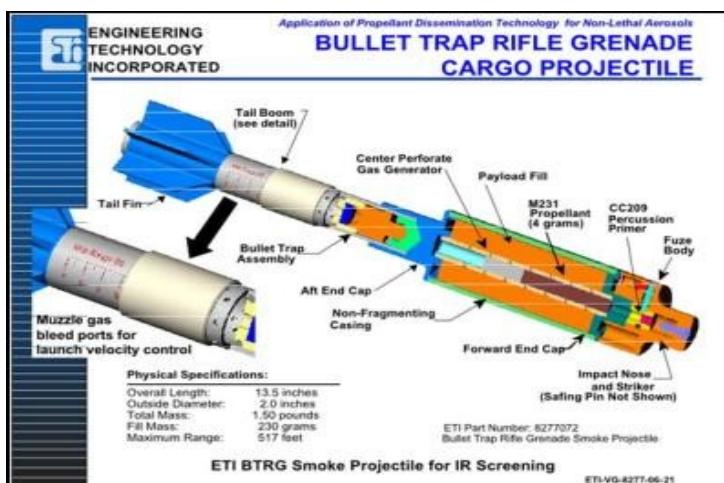
অর্থাৎ তারা যদি নির্দিষ্ট কোন বিরুদ্ধবাদী জাতি বা বংশকে নিঃশেষ করতে চায়, তবে জাগায় জাগায় তাদের এজেন্টদের দিয়ে এটাকে তারা ব্যবহার করবে। সুতরাং অস্ত্রটি কেবল তাদের শত্রুদের উপরই প্রভাব ফেলবে, আর যারা তাদের বন্ধু বা এজেন্ট রয়েছে, তারা বেঁচে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ ইহুদীদের পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা হচ্ছে- প্রত্যেক ঐ জাতিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র (Disarmed) করে দেয়া, যেখান থেকে দাজ্জালের বিপরীতে তিল পরিমাণ বিদ্রোহ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আফগানিস্তান এবং ইরাকের জন্য এটাই ছিল অপরাধ।

পাকিস্তানের পরমাণূবীদ...

ইহুদীদের মানসিকতা অধ্যয়ন আমাদেরকে একথা বলে যে, ইহুদীরা দুই ধরনের লোকদেরকে কখনো ক্ষমা করেনা। এক- নিজের দুশমনদের। দুই- অনুগ্রহকারীদের। পাকিস্তানের পরমাণূবীদ ডক্টর আব্দুল কাদির খান ইহুদীদের কাছে এমন একটি ব্যক্তিত্ব, যিনি পাকিস্তানের মত একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে রাসায়ণিক বোমা বানিয়ে দিয়ে ইহুদীদের পদক্ষেপগুলোর সামনে বিরাট বড় দেয়াল দাড় করে দিয়েছেন। এটা এমন একটা দেয়াল ছিল, যাকে ব্যর্থ করা ব্যতিত ইহুদী পদক্ষেপগুলো কখনোই প্র্যাকটিকেল পর্যায়ে মাঠে নামতে পারতনা। ফলে এটা অসম্ভব ছিল যে, তারা ডক্টর আব্দুল কাদির খানের ঐ ক্ষমার অযোগ্য "অপরাধ"টিকে বিবেচনায় আনবে। সুতরাং আব্দুল কাদির খানকে শাস্তি দেয়ার জন্য ১৯৯০ থেকেই তাদের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। আর তা করার জন্য যাদের ব্যবহার করা লাগে, তাদের সবাইকে তারা ব্যবহার করে ছেড়েছে।

২০০০ সালে "সিআইএ"র ডেপুটি চীফ ভারত সফরকালে ভারতের পরমাণূবীদ ডক্টর আব্দুল কালামকে বলেছিল যে, "আপনার নামটি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে"। কিন্তু পাকিস্তানের রাসায়ণবিদ "একিউ খান"কে পাড়ার অলীতে গলীতে লাঞ্ছিত হওয়া লাগবে।

বর্তমান সময়ে ইহুদীদের তৈরীকৃত এবং পাকিস্তানের বিপরীতে আমেরিকা, ভারত এবং ইসরায়েলের পদক্ষেপগুলোকে যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তবে পরিস্থিতি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে,

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক ভয়ানক চক্রান্তগুলো চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করেছে। এই সকল ড্রামা স্বয়ং ইহুদী এবং তাদের এজেন্টদের তৈরীকৃত বিষয়। হঠাৎ করে রাসায়ণিক প্রক্রিয়াটি পাকিস্তান থেকে স্থানান্তরের বিষয়টির উপর নিরবতার প্রলেপ দেয়া হয়েছে। আর এদিকে স্বপ্নের বাগিচায় গভীর ঘুমে অচেতন জনসাধারণ আনন্দউল্লাসে মেতে উঠছে যে, শঙ্কার তূফান বুঝি এবার মাথার উপর থেকে সরে গেল।

ভারতের সাথে একতরফা বন্ধুত্ব থেকে শুরু করে গবেষকদের ডিব্রিফিং এবং সিটিবিটি পর্যন্ত সকলেরই একটি উদ্দেশ্য যে, পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হোক, যাতে অতর্কিতভাবে আকস্মিক হামলা চালিয়ে অখন্ড ভারতের স্বপ্নকে পূরণ করে দেয়া যায় এবং এতদাঞ্চল থেকে দাজ্জালবিরোধী শক্তিগুলোর অপমৃত্যু হয়। কোরআনে কারীমে কুফুরী শক্তির এ চক্রান্তের প্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে এভাবে সতর্ক করা হয়েছে :-

ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. (سورة النساء -102)

অনুবাদ- "কাফেরদের মনের একান্ত বাসনা হল যে, তোমাদেরকে অস্ত্রসস্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম থেকে সম্পূর্ণ অমনযোগী করে দেয়া। যাতে করে (যখন তোমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে যাবে) তখন তোমাদের উপর অতর্কিত হামলা করে বসবে।"

কোন মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে মনে করা হয়। একারণে মুসলিম দেশগুলোকে সম্পূর্ণ অস্ত্রমুক্ত করে তাদেরকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। অর্থাৎ দাজ্জাল বিরোধী কোন শক্তি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে যাওয়া মানে হল বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়া। তাহলে এটা আবার কোন ভ্রাতৃত্ববোধ ?? এর মাধ্যমে কোন বন্ধন উদ্দেশ্য ?? আর এটার সংজ্ঞাই বা কি ?? বাস্তবে এগুলো হচ্ছে ইহুদীদের বানানো কিছু বিরল পরিভাষা, যা সামনের দিনগুলোতে মুসলমানদের অন্তরে বসিয়ে দেয়া হবে। এগুলোর মাধ্যমে তারা বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য নেয়; পক্ষান্তরে মুর্খতার চাদরে ঢাকা জনগণ এটাকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করে থাকে।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ...

এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ভ্রাতৃত্ববোধ। সুতরাং ইহুদী বিরোদ্ধ জাতি বিশ্বভ্রাতৃত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং তারা মানবতার বহির্ভূত, তারাই জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ, যাদেরকে অন্যঅর্থে আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ (International Threats) বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং বিশ্বমিডিয়ার পক্ষ থেকে যখন বলা হয় যে, আফগানিস্তান এবং ইরাকের পরিস্থিতি বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্য হুমকির কারণ। তখন এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হয় যে, উক্ত স্থানগুলো ইহুদীদের জন্য হুমকিস্বরূপ। সুতরাং ইহুদী ভ্রাতৃত্বের জন্য এগুলো হুমকির কারণ।

বিশ্ব নিরাপত্তা/আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা...

এখানে বিশ্ব বলতে এমন একটি বিশ্ব উদ্দেশ্য, যেখানে ইহুদীদের সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়ন এবং বাইতুল মাকদিস ধ্বংস করে "হাইকালে সূলেমানী" নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন বাধাবিপত্তি আসবেনা। এই নিরাপত্তাটিকে অর্জন করার জন্যই আফগানিস্তানকে রক্তসাগরে ডুবানো হয়েছে, এই মিশনটিকে খুজে পাওয়ার জন্যই ইরাকের নিরপরাধ শিশুদের জীবনকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এটাই হচ্ছে ঐ মিশন, যার রুখ এখন পাকিস্তানের দিকে ধেয়ে আসছে। পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে যে, তারা যেন ভারতের সামনে মাথা নত করে স্বীয় প্রাচুর্যের ভবিষ্যতকে ভ্রাহ্মণদের হাতে সোপর্দ করে দেয়।

সুতরাং এখনই ব্যাপারটিকে বুঝে নেয়া দরকার যে, শুধুমাত্র মুসলিম দেশগুলোকে কেন নিরস্ত্র করে

দেয়া হচ্ছে..?? পক্ষান্তরে ভারতকে সবদিক দিয়ে সশস্ত্র করা হচ্ছে..?? কেননা, ভারতকে অস্ত্রসজ্জে সুসজ্জিত করা বিশ্বনিরাপত্তার জন্য জরুরী এবং পাকিস্তানকে সশস্ত্র করা বিশ্বনিরাপত্তার জন্য হুমকি। এছাড়াও আরো অনেক বিরল পরিভাষা রয়েছে, যেগুলো ইহুদীরা একান্তই বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকে। যেমন- মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা, ন্যায়নিষ্ঠতা, মুক্তচেতনার অধিকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো বুঝার জন্য আমাদেরকে প্রথমে ইহুদী প্ল্যানগুলো বুঝতে হবে। অন্যথায় কেয়ামত পর্যন্তই আমাদেরকে এমন শান্তি, নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন পরিভাষার পেছনে পড়ে সবকিছু হারাতে হবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইহুদীদের পরিভাষাগুলোকে বুঝে উঠতে পারবনা, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি করতে পারবনা যে, একদিকে আমেরিকা ও ইহুদীবাদী শক্তি নিজেদের কাছে একের পর এক ধ্বংসাত্মক মরণাস্ত্র ভান্ডার গুদামজাত করছে, অপরদিকে মুসলিম দেশগুলো থেকে সবকিছু কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। একদিকে পূর্বদিকের দেশগুলিকে স্বাধীন করা হচ্ছে, অপরদিকে ফিলিস্তীন এবং কাশ্মীরের অত্যাচারীদেরকে সহযোগীতা করা হচ্ছে। একজন ইহুদী মারা গেলে তার জন্য সারাবিশ্ব কেঁদে উঠছে, অপরদিকে মুসলমানদের রক্তে বড় বড় সমুদ্র লাল করে দেয়া হচ্ছে, সেখানে মানবাধিকারের কথা স্মরণ করার কেউ নেই!! ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করে কোরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে :-

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا অর্থাৎ ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা (ইহুদীদের মত) راعنا শব্দ ব্যবহার করোনা; বরং انظرنا শব্দ ব্যবহার কর!!

পাক-ভারত বন্ধুত্ব...

বর্তমান সময়ে ইহুদীদের সার্বিক পদক্ষেপ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়াকে ঘিরে। কেননা, বিশ্ব ইহুদী শক্তিসমূহ একথা ভাল করেই জানে যে, ইসলামী বিশ্বে ইরাকের পর একমাত্র পাকিস্তানই হচ্ছে অন্যতম সামরিক শক্তির অধিকারী দেশ। পাশাপাশি পাকিস্তানের মুসলমানদের অন্তরে থাকা "জিহাদী জযবা"ও তাদের জন্য রাসায়ণিক বোমা অপেক্ষা অধিক ভয়ানক। কেননা, পরবর্তীতে সেটাই খোরাসান থেকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে বের হওয়া সৈনিকদলের অংশ হতে পারে। এসকল ব্যাপারগুলোকে সামনে রেখেই দাজ্জালী শক্তিসমূহ সর্বপ্রথম পাকিস্তানের ধর্মীয় ও ভৌগোলিক প্রতিরক্ষা শক্তি তালেবানকে নিঃশেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এখন পাকিস্তানের সাথে ভারতের বন্ধুত্ব গড়ে তুলে এবং কাশ্মীর ইস্যুকে ভারতের সন্তুষ্টিমতে সমাধান করিয়ে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে যে, এখন আর রাসায়ণিক বোমা তোমাদের হাতে রাখার কোন দরকার নেই! সুতরাং তোমরা এখন তোমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ কর!

উপরোক্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বহু পূর্বে থেকেই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্রাহ্মনদের অখন্ড ভারতের দিবাস্বপ্ন একটি চমৎকার প্যাকেজের আকৃতিতে সামনে আসতে শুরু করেছে। বাজপেয়ীর পক্ষ থেকে যৌথকারেন্সি এবং আদভানীর পক্ষ থেকে কনফিড রেশন পেশ করার বিষয়টি উক্ত ধারাবাবিকতারই অংশবিশেষ। পাশাপাশি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী ব্রাহ্মনদের কৃতদাস এনজিও এবং হিন্দু ভিত্তীর উপর লালিত হওয়া গাদ্দার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যারা স্বীয় কেবলা ও কা'বাকে ভারতের দিকে পরিবর্তন করেছে- তারাই এ গভীর চক্রান্তে ওদেরকে সহযোগীতা করে যাচ্ছে।

আমাদের সরকারী কর্মকর্তাগণ খুবই খুশি যে, তাদের পররাষ্ট্র পলিসির কারণেই কাশ্মীরের মত রাজনৈতিক ইস্যুটি এখন আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টিকেন্দ্রতে পরিণত হয়েছে এবং আমেরিকাও এখন বিষয়টিতে গভীরভাবে দৃষ্টি দিচ্ছে। কিন্তু তারা একটি বিষয় ভুলে বসেছে যে, ইস্যুটিতে মার্কিন মনোনিবেশ

তাদের পররাষ্ট্র পলিসির কারণে নয় এবং কাশ্মীর বিষয়টিকে আমাদের উপকারের দিকে লক্ষ করে সমাধান করা হবেনা; বরং ইহুদী ও হিন্দুদের যৌথ কল্যাণের দিকে লক্ষ করে এর সমাধান বের করা হবে।

মোটকথা, ইরাক এবং আফগানিস্তানের পর এখন ইহুদীবাদের (Zionism) পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে সবচে' বড় বাধা হচ্ছে রাসায়ণিক বোমা এবং জিহাদের জযবা সম্বলিত পাকিস্তানের মুসলিম সম্প্রদায়, যা তারা সবসময় যে কোন মূল্যে দমন করতে সংকল্পবদ্ধ রয়েছে। আমাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সেদিকেই ইঙ্গিত করে। এর বর্তমান উদাহরণটি ইরাকের চোখের সামনে ভেসে রয়েছে। প্রথমে ইরাককে বেসামরিক তথা সেনাবাহিনী থেকে মুক্ত করা হয়েছে অতপর তাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বে নিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমরা লালু প্রসাদ জাদবকে ডেকে গণসংবর্ধণা জানাই অথবা আমাদের অশ্লীল সম্প্রদায়ের নর্তকীদেরকে জনপ্রতিনিধি বানিয়ে ভারতে প্রেরণ করি। ব্রাহ্মনদের মুখে "রাম রাম" উচ্চারিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে যে, "লালা জির বগলের নিচে কিন্তু ছুরিও লুকানো রয়েছে"। এর স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে ভারত সরকার কর্তৃক রাশিয়া থেকে জঙ্গিবিমানবাহী রণতরী ক্রয়, পোল্যান্ড থেকে অস্ত্রসস্ত্র ক্রয়, ইসরায়েল থেকে অত্যাধুনিক রাডার সিস্টেম এবং সর্বশেষ আমেরিকার সাথে এফ-১৬ এর ব্যাপারে আলোচনা করা। আমেরিকা এবং ইসরায়েলের মূল টার্গেট হচ্ছে- ভারতকে পাকিস্তানের রাসায়ণিক বোমা জ্যাম করে দেয়ার জন্য সার্বিক সরঞ্জামাদী দিয়ে দেয়া। ভারতীয় মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে উভয় দেশের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতীর বিষয়টি নিয়ে বারবার আলাপ করার পেছনে এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই যে, পাকিস্তানের যুবকদেরকে তারা ভারতীয় নায়িকাদের চুলের নিচে আবদ্ধ করে দিতে চায়, কাশ্মীরের মুজাহিদীনের অন্তরে পাকিস্তান সম্পর্কে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিতে চায়, কাশ্মীরে ফেসে যাওয়া ভারতীয় সেনাদেরকে নিস্তার দিতে চায়, পাকিস্তানের সেনাদেরকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে দিতে চায়।

তারা বলে যে, এতদাঞ্চলে শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করতে হবে... এটাই কি অকাট্য দলীল...। ভারতকে ফ্যাল্কন রাডার, অত্যাধুনিক জঙ্গি বিমান, রণতরী প্রদান আর পাকিস্তানের মুসলমানদের কাছে একটি ক্লাশিনকোভ-ও থাকবেনা। ভারত বড় বড় "বার" স্থাপন করছে, লাইন অফ কন্ট্রোলের উপর ক্যামেরা স্থাপন করেছে, সেন্সর আর এলার্মিং সিস্টেম স্থাপন করেছে। পক্ষান্তরে আমরা প্রতিরক্ষা বাজেটই কিনা হ্রাস করে দিলাম।

উপরোক্ত নাজুক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে দেশ-দশের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা সংগঠনগুলোকে সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষাকে আরো শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। কে বন্ধু আর কে শত্রু, সেটি রাষ্ট্রীয় কল্যাণের বিষয়টি সামনে রেখে নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, বীর বাহাদুর সম্প্রদায় সর্বাবস্থায় স্বীয় প্রভূ আর নিজেদের বাহুতে থাকা তরবারীর উপরই ভরসা করে থাকে। এটাই হচ্ছে বিশ্বের সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বোত্তম উপায়।

পাক-ইসরায়েল বন্ধুত্ব...

দেশের আধুনিকমনা শ্রেণীর লোকেরা (প্রকৃতপক্ষে তারা অন্ধকারমনা শ্রেণী) বলে থাকে যে, আরব রাষ্ট্রগুলো যখন ইসরায়েলকে মেনে নিতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করেনি, তাহলে আমরা কেন নিরীহ ফিলিস্তীনীদের ব্যাথায় ব্যথিত হব এবং ইসরায়েলকে দুশমন বলে আখ্যায়িত করব। এটাই হচ্ছে ঐ শ্রেণী, যারা প্রতিটি যুগে দেশ-দশের পেরেশানীতে লাঞ্ছণার গ্লানি মেখে দিয়েছে, ডলারের বর্ষন দেখে স্বীয় অহংকার ও বীরত্বকে মাটিতে ধুলিস্যাৎকারী এই শ্রেণীর লোকদের একটাই আশা যে, তারাও যেন ওদের মত হয়ে যায়।

হায় আফসোস...! তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মৃত পশুর ন্যায়, যাকে অনেকগুলো শুকোন মিলে টেনে ছেচড়িয়ে যে দিকে চাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে। এমনসময় বাজপাখীর একটি বাচ্চা বাজকে বলছে... আমাদেরকেও

ওখান থেকে কিছু গোশত এনে দাও! কেননা, সকল পাখীরাই তো ওখান থেকে খেয়ে আসছে! তখন বাজপাখী তার বাচ্চার উদ্দেশ্যে বলছে- "ওহে অবুঝ শিশু! ঐ অনিষ্ট রিযিক থেকে মৃত্যু-ও অনেক ভাল, কেননা, এ জাতিয় খাবার খেলে উড্ডয়নকালে শরীরে অমনযোগীতা এসে যায়.."!

বাজের এ উত্তর শুনে ছোট্ট বাচ্চাটি অবশ্যই বিষয়টি বুঝে উঠবে এবং ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুকে আলীঙ্গন করে নেবে, কিন্তু ঐ মৃত দেহ থেকে বিন্দুমাত্র গোশত উঠাবেনা। কেননা, সে জেনে নিয়েছে যে, উড্ডয়ন করাই হচ্ছে তার একমাত্র অহংকার। সুতরাং এ অনুভূতি তার অন্তরে আছে যে, আমার উড্ডয়নই হচ্ছে আমার একমাত্র জীবন। কিন্তু যে সকল মুর্খের মাঝে উড্ডয়ন করারই কোন যোগ্যতা নেই, যাদের চিন্তা-গবেষণার পরিসীমা শুধুমাত্র হোয়াইট হাউসের আশপাশেই ঘুরাঘুরি করে, এরকম ব্যক্তি সাত আসমানের উপরের বিষয় আর পাহাড়ের গর্তের অভন্তরে থাকা চাটাইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কতটুকু অনুধাবন করতে পারবে..., যাদের পাখাগুলোকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকতার কাচিঁ দিয়ে কেটে উড্ডয়ন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সে শুকোনের ভীড়ে ওই মৃত যন্তুটির গোশতে ঠুকুর দিতে দেখে নিজেকেও তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ভাবছে। তাদের কাছে উদরপূর্তি করাই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম। যাদের চোখের উপর ডলারের দাজ্জালী চোখ লেগে রয়েছে। যাদের আত্মা গ্রীনকার্ডের একটি পলকে নীলাম হয়েগেছে। যাদের তাওয়াফ হয় কুফুরী শক্তিগুলোর অনিষ্ট ঘরে। যারা যৎসামান্য খুটি আর খাবারের মুহে পড়ে দেশ ও দশকে শত্রুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। হায়...! বেচারা কি জানে যে, ইসরায়েলকে মেনে নেয়ার মাঝে কি ক্ষতি রয়েছে...!! সুতরাং সে কি জানে- পাকিস্তান কোন জিনিষের নাম...!!

দাজ্জাল এবং জাদু...
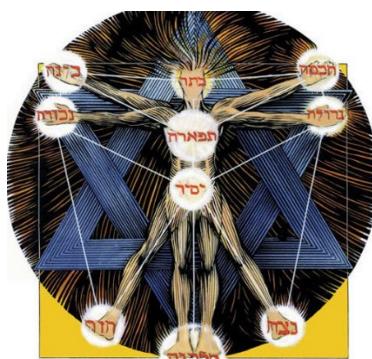
দাজ্জালের কাছে সকল প্রকার শয়তানী শক্তি এবং জাদু বিদ্যমান থাকবে। জাদুকে এখন থেকেই এক আধুনিক আকৃতিতে বিশ্ববাসীর সামনে পরিচিত করানো হচ্ছে। বড় বড় শহরগুলোতে নিয়মিতভাবে জাদুর "ষ্টেজশো" প্রদর্শন করানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাদুঘরগুলো বর্তমানে ইহুদীদের অধিকারে রয়েছে, যারা জাদুবিদ্যায় অত্যন্ত গভীরতা ও উন্নতি সাধন করেছে। তন্মধ্যে কতিপয় বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বড় বড় ব্যবসায়ীও জাদুগীর রয়েছে। জাদুর বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন ও নিদর্শন এখন থেকেই ঘরে ঘরে পৌছে গেছে। যেমন- ছয়কোণাওয়ালা দাউদী তারকা (David Star), পাঁচকোণাওয়ালা তারকা, অগ্নিশিখার দৃশ্য- যা পেপসির বোতলে আঁকা থাকে, সাপেঁর আকৃতিতে সিড়ি, একচোখ এবং দাবার গোটি

জাতিয় নিদর্শন.. ইত্যাদি। প্রতিটি নিদর্শনের প্রতিক্রিয়াই ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- পাঁচকোণাওয়ালা তারকার মাঝে যদি কারো নাম লিখে এর উপর একপ্রকার মন্ত্র পড়ে দেয়া হয়, তবে তাদের মতানুযায়ী এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ওই লোকের মৃত্যু।
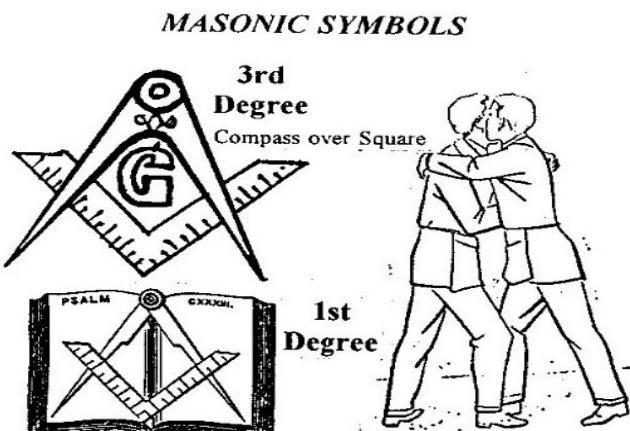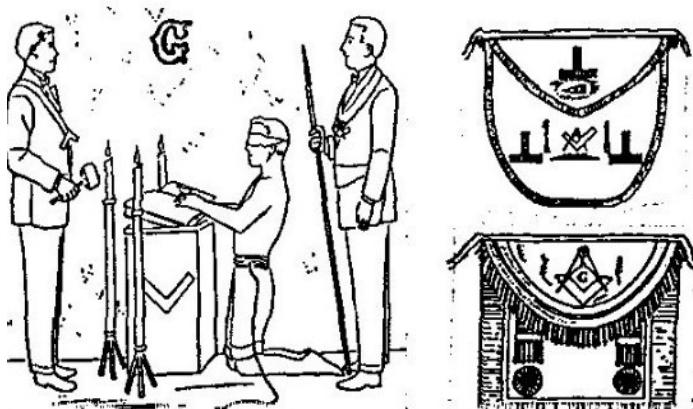
ইহুদীদের বানানো জাদুর নিদর্শনগুলো লক্ষ করুন.......
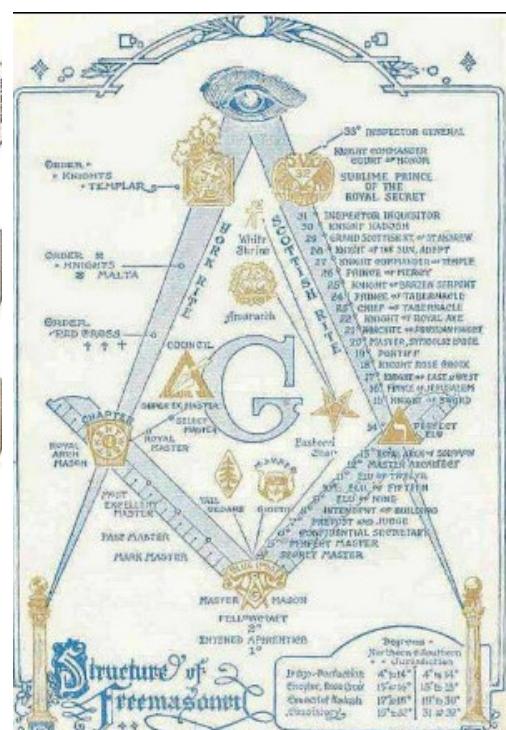
দুই আঙ্গুলের ইশারা জাদু এবং শয়তানী নিদর্শন........

জাদুর সুতা হাতে পরা থেকে বিরত থাকুন.......

মিডিয়ার যুদ্ধ...

পশ্চিমা মিডিয়ার ব্যাপারে খলীফা আব্দুল হামিদ (দ্বিতীয়) বলেছিলেন- "এগুলো হচ্ছে শয়তানের সন্তানাদী।" বাস্তবেই তিনি কথাটি সম্পূর্ণ সত্য বলেছিলেন। বর্তমানে যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তবে অবশ্যই একে দাজ্জালের চোখ কিংবা দাজ্জালের আওয়াজ বলে আখ্যায়িত করতেন।

দাজ্জাল শব্দটি আরবী دجل শব্দ থেকে বের হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে ঢেকে নেওয়া। সুতরাং "দাজ্জাল" শব্দের অর্থ হবে অধিক ঢেকে নেয় এমন কোন বস্তু। দাজ্জালকে এজন্যই দাজ্জাল নাম দেয়া হয়েছে, কারণ সে নিজের মিথ্যা ও ধোকার মাধ্যমে সত্যকে ঢেকে দেবে। অপপ্রচারের মাধ্যমে বড় বড় জ্ঞানীব্যক্তিদেরকে পর্যন্ত হুমকির মুখে ঠেলে দেবে। লোকেরা দেখতে দেখতে ঈমান থেকে হাত ধুয়ে বসবে। (নাঊযুবিল্লাহ...!)

পশ্চিমা মিডিয়ার কার্যক্রমও এ ধরনের। কোন বাস্তবতাকে যদি তারা গোপণ করতে চায়, তবে বিষয়টির উপর তারা সন্দেহের চাদরগুলোকে এমনভাবে বসিয়ে দেয় যে, লোকেরা এর ভেতর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়না। পক্ষান্তরে কোন বিষয়কে যদি তারা সাব্যস্ত করতে চায়, তবে হাজারো মিথ্যায় সুসজ্জিত ঢাকনা দ্বারা একে সাজিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করবে, যাতে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর না থাকে।

যেমন ধরুন - হঠাৎ একটি সংবাদ প্রচার করল যে, অষ্ট্রেলিয়া দেশটি সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেছে। তাহলে এ মিডিয়ায় বিশ্বাসী লোকজনের সামনে তথ্যটিকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায়

থাকবেনা।

বিশ্ব মিডিয়া দাজ্জাল প্রকাশ এবং তার খোদায়ী ঘোষনার বিষয়টিকে বিশ্বের প্রতিটি কোণায় কোণায় পৌছে দেবে। বিষয়টিকে তারা এমনভাবে প্রকাশ করবে যে, মনে হবে সারাবিশ্বের মানুষ ইতিমধ্যেই তাকে খোদা বলে মেনে নিয়েছে। চারিদিকে শান্তি, নিরাপত্তা আর স্বচ্ছলতার যুগ শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি "হিষ্টন" এর ঐ বিবৃতি, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাজ্জালের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক মিডিয়া কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে, যা স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী একযুগে সম্প্রচার করা হবে।

তা বাস্তবায়ন করার জন্য দাজ্জাল দু'ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এক- বিশ্বের প্রতিটি জাগায় জাগায়, প্রতিটি গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়া। যাতে করে প্রতিটি স্থানে টিভি সিস্টেম পৌছে যেতে পারে। দুই- টেলিযোগাযোগ সিস্টেম (টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি)। এগুলোকে অত্যাধিক সস্তা থেকে সস্তা করা। যাতে করে সারাবিশ্ব একটি গ্রামে (Global village)এ পরিণত হয়ে যায় এবং কোন একটি সংবাদকে সারাবিশ্বের মানুষের কাছে মুহুর্তের মধ্যে পৌছে দেয়া যায়। একারণেই দূরদূরান্তের এলাকা পর্যন্ত টেলিফোন লাইন দেয়া হচ্ছে, মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ার বসানো হচ্ছে, ওয়ার্লেস সিস্টেমকে পরিচিত করানো হচ্ছে। এভাবেই যাতে প্রতিটি ব্রেকিং নিউজ (Breaking News)কে ঘটনাকারে তৎক্ষনাৎ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া যায়।

টেলিফোন, মোবাইল এবং টেলিভিশন ইত্যাদি হচ্ছে এমনসব বিষয়, যদি জনসাধারণ এগুলোর ব্যবহারকে ছেড়ে দেয়, তবে বিশ্ব ইহুদী শক্তি এমনই অপারগ হয়ে যাবে যে, শেষপর্যন্ত এগুলো বিণামূল্যে ব্যবহার ও বিতরণ করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে এবং ব্যবহারকারীকে বিভিন্নপ্রকার অফার ও উপঢৌকন দেয়ার কথা ঘোষণা করা হবে।

বর্তমান যুগ এবং সাংবাদিক ভাইদের দায়িত্ব...

যেমনটি উপরে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের ফেতনাকালে বাস্তবতা অপেক্ষা মিথ্যা এবং অপপ্রচার বেশি হবে। আর মিথ্যা অপপ্রচার ছড়ানোর বৃহৎ শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে মিডিয়া। সুতরাং প্রতিটি সাংবাদিক- যারা নিজেকে মুহাম্মদে আরাবী সা.এর উম্মতের সদস্য মনে করে থাকে এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদে থাকতে চায়- তাদের উচিত- সর্বাবস্থায় দাজ্জালী শক্তিগুলোর মিথ্যা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে স্বীয় কলম আর মুখকে ব্যবহার করতে থাকা। সারাবিশ্বের কুফুরী মিডিয়া আজ ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে- তারা নিজেদের বাতিল পদ্ধতিকে ন্যায়-ইনসাফের পদ্ধতি সাব্যস্ত করতে তৎপর। তাহলে কি একজন মুসলিম সাংবাদিক শুধু এজন্য ইসলাম ও ধর্মের বিপক্ষে হাসি-ঠাট্টা সহ্য

করে যাবে যে, যদি এর বিরুদ্ধে কলম ধরা হয়, তবে মূল্যবাণ চাকরী থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে...!!??

তাহলে কি এর মাধ্যমে ঐ পরিস্থিতিই উদ্দেশ্য- যেখানে দাজ্জাল এসে বলবে যে, আমার কথা মেনে নাও! নাহয় রিযিক বন্ধ করে দেব!! একজন সত্যনিষ্ঠ কলামিষ্টের হাতিয়ারকে যদি ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার অপরাধে ভেঙ্গে দেয়া হয়, বাতিল শক্তির ভয় এসে কলমের কালি চলতে বাধার সৃষ্টি করে, তখন ন্যায়ের কান্ডারীগণ স্বীয় অন্তরের সুপ্ত বাসনাটিকে কালি আর অঙ্গুলিকে কলম বানিয়ে দায়িত্ব আদায় করে থাকে।

সুতরাং বাতিল শক্তি এসে যদি ঐ কলমের ধারকে ছিনিয়ে নিতে চায়, ধনদৌলতের লালসা দিয়ে কলমের পবিত্রতাকে বিনষ্ট করতে চায়, এহেন পরিস্থিতিতে সত্যনিষ্ঠদেরকে স্বীয় কলম ভেঙ্গে দিয়ে জঙ্গল আর বিরান ভূমির দিকে চলে যাওয়া উচিত!! যাতে ঐ কলমটি স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়ে মহাঅপরাধে অন্তর্ভূক্ত না হয়ে পড়ে এবং দাজ্জালকে "মাছীহ" আর "মাছীহ"কে দাজ্জাল সাব্যস্ত করা থেকে বাঁচতে পারে।

যুদ্ধটি কোন সাংগঠনিক যুদ্ধ নয়, কোন রাষ্ট্রীয় মর্যাদার লড়াই নয়, বিশেষ কোন শ্রেণীকেন্দ্রিক সংঘাত নয়; বরং লড়াইটি মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর গোলাম বনাম ইবলিসের গোলামদের মধ্যকার লড়াই। এটি বিশেষ কোন স্তরের মানুষের জন্য নির্দিষ্টি নয়; বরং প্রতিটি সময়ে প্রতিটি স্তরের মধ্যে যুদ্ধটি চলে আসতে দেখা গেছে। ইবলিসের বন্ধুরা তো যথারীতি চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানবতার মুক্তির দূত মহানবী মুহাম্মদ সা.এর গোলামগণ কি "কা'ব বিন আশরাফ"এর সন্তানদেরকে প্রিয়নবী সা.এর আনীত সত্যধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে দেখেও নিরবে বসে থাকবে..??!!

যখন ইহুদী কবি "কা'ব বিন আশরাফ" এবং ইসলামের শত্রুরা রাহমাতুল লিল আলামীন সা.এর শানে কাব্যের মাধ্যমে অপরাধে লিপ্ত হত, তখন রাসূলে কারীম সা.এর পক্ষ থেকে ইসলামের কবি "হাসসান বিন ছাবিত রা." কাব্যের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করতে থাকতেন।

যদিও বর্তমান সময়ে অন্যান্য শ্রেণীর মত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও সত্যের উপর অবিচল ব্যক্তিদেরকে খুবই কম চোখে পড়ে। বস্তুতঃ তারা কম নয়; বরং তাদের সাথে হাজারো-লাখো নিপীড়িত শহীদ পরিবার এবং ঐ সকল নওজোয়ানের দোয়া অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, যাদের প্রার্থণা আল্লাহ তা'লা কখনোই প্রত্যাখ্যান করেননা। ঈমানদারগণ যখন ঐ কলমসৈনিকদের লেখাগুলো পাঠ করে- যা আজও হযরত হাসসান বিন ছাবিত রা.এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ কা'ব বিন আশরাফের চেলাদেরকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে যাচ্ছে- তখন অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাদের জন্য একটি দোয়াই বের হয়- হে আল্লাহ! তুমি সবসময় তাদেরকে হকের উপর অটল থাকার তৌফিক দান কর! অত্যাচারীদের অনিষ্টতা থেকে তাদের রক্ষা কর!!

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি আর মূলতন্ত্রকে বিক্রি করে মাটির দেহ রক্ষাকারী সম্প্রদায় সবসময় ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা জানপ্রাণ দিয়ে নিজেদের মৌলিক বিষয়াদী আর দৃষ্টিভঙ্গিসমূহকে রক্ষা করতে পেরেছে, তাদেরকে সবসময় হিরো বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ওহে মুসলিম কলম সৈনিকগণ! দাজ্জালী শক্তিবাহী ঐ মিডিয়া নিজেদের মুখের ফুৎকারের মাধ্যমে ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। এহেন মুহুর্তে আপনিই হচ্ছেন সবচে' বিশ্বস্ত জন। ইসলামের ঐ আলোটিকে উজ্জল রাখতে স্বীয় কলমটিকে সদা উষ্ণ মসিতে সিঞ্চিত রাখুন! যখনই মসি শেষ হওয়ার উপক্রম হয়, তখনই বিপ্লবের মাধ্যমে এটিকে উজ্জল রাখুন! কেননা, উম্মতের একজন সদস্য হিসেবে দশজনের মত আপনারও সমান অধিকার রয়েছে। অন্যায়ের শক্তি অন্যায় হওয়া সত্তেও স্বীয় মিশনে তারা যদি এভাবে অবিচল থাকতে পারে, তবে আমরা তো হক্বপন্থী। আমাদের তো আরো দ্বিগুণ উৎসাহ আর বীরত্বের সাথে অবিচল থাকা চাই! সবসময় স্মরণ রাখা চাই- তোমাদের প্রভূ তোমাদের আরামায়েশের জন্য এই ঘৃণ্য দুনিয়া অপেক্ষা এক সর্বোৎকৃষ্ট দুনিয়া তৈরী করে রেখেছেন, যার উত্তরাধীকারী একমাত্র তারাই, যারা ঘৃণ্য দুনিয়ার তুচ্ছ লোভ-লালসার মোহে পড়ে স্বীয় ঈমানকে বিক্রি করে দেবেনা।

হলিউড...

একে ইবলিসের শিকড় বললেই ভাল বলা হবে। দাজ্জালী শাসনের পথপ্রশস্তকরণে অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এমন একটি বিষয়, যার কোন অস্তিত্বই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি, এমন বিষয়কে বাস্তবতার চাদর পরিয়ে তুলে ধরা এবং মডার্ন স্তরের লোকদের অন্তরে তা গেঁথে দেয়ার ক্ষেত্রে হলিউড অদ্বিতীয়। ইহুদীদের পরিকল্পিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের পথে হলিউড জনসমর্থন অর্জন দিয়ে যাচ্ছে। আফসোস...! নামীদামী বুদ্ধিজীবী আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের লোকজনও কতিপয় অদৃশ্য ব্যক্তিদের ইশারায় নেচে চলছে। তারপরও তারা নিজেদেরকে ব্রড মাইন্ডেড বলে মনে করে থাকে। অথচ তাদের জ্ঞান তো কবেই হলিউডের বাজারে নিলাম হয়ে গেছে।

শিল্পায়ণ...

বড় বড় কোম্পানীগুলোকে স্বত্বাধিকারে নিয়ে যাওয়া এবং রাষ্ট্রের উন্নত ফ্যাক্টরীগুলোকে মুকাপেক্ষী বানানোর একটি সুন্দর নাম হচ্ছে শিল্পায়ণ। এটি ধনসম্পদ গুদামজাত করারই একটি প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক ইহুদী কোম্পানীগুলো যে কোন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও নামীদামী সংগঠনগুলোকে মোটা অংকের মূল্য দিয়ে ক্রয় করে ফেলে। ফলে দেখতে দেখতে গতকালের মালিক আজই তাদের সামনে মজদূর বনে যায়।

"হাবিব ব্যাংক" আগাখানের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। এর ৫২% শেয়ার শুধুমাত্র বাইশশত কোটি রূপীর বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। অথচ হাবিব ব্যাংক প্লাজা এথেকে বেশি অর্থায়ণে তৈরী। এভাবে জাতিয় ব্যাংক আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোকে শিল্পায়ণের জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। সামনে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আসবে ইনশাআল্লাহ!

দাজ্জালী প্রতারণা উক্ত শিল্পায়ণ প্রক্রিয়াকে জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হওয়ার নামে প্রচার করছে। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয়- শিল্পায়ণের জন্য সবচে' বড় যে দলীলটি পেশ করা হয় যে, জাতিগত বিষয়ে দায়িত্বশীল সংগঠন কর্তৃক যদি এ শিল্পায়ণ পরিচালনা করা হয়, তবে তাদের উপর চাপ বেশি পড়বে। কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয় যে, হাবিব ব্যাংকের মত একটি প্রক্রিয়াশীল উন্নত সংস্থাকে কেন শিল্পায়ণে রূপান্তর করা হল ?? এরপর পাকিস্তান ষ্টীল মিলস, মেকানিক্যাল কমপ্লেক্স টেক্সলা, পিআইএ, পিটিসিএল এবং ওয়াপদা"র উপর বহির্বিশ্বের পক্ষ থেকে কেন চাপ সৃষ্টি করা হল ?? তখন এর প্রতিউত্তরে নিরবতা অবলম্বন করা হয়।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, এমন একটি সংস্থা যার সার্বিক পরিচালনার ভার সরকারের হাতে- সেটাই কিনা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। একই কোম্পানীকে যদি ইহুদীরা ক্রয় করে নেয়, তবে সেটাই আবার লাভ ও প্রবৃদ্ধি হতে শুরু করে। তাহলে জনসাধারণ এরমাধ্যমে কি বুঝবে ?! তাহলে কি বেসরকারী সংস্থাগুলোর স্পন্সরে চালিত কোম্পানীগুলো সরকারীভাবে চালানো সম্ভব নয়..??!!

উক্ত শিল্পায়ণের ইতিহাস অধ্যয়ণ করলে একটি ব্যাপার আপনার চোখে পড়বে যে, অধিকাংশ সরকারী কোম্পানী ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে "মাল্টি ন্যাশনাল" কোম্পানীসমূহ। বহির্বিশ্ব থেকে সহযোগীতার

নামে আগমণকারী এ কোম্পানীসমূহ দেখতে দেখতে রাষ্ট্রের উপর চড়াও হয়ে বসে। অতপর প্রধান প্রধান শহরগুলোতে এর বাহ্যিক সৌন্দর্যতাকে মিডিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে পেশ করা হয় যে, মনে হয় বহির্বিশ্ব থেকে এ সকল প্রতিষ্ঠান আগমণের ফলে দেশের ভাগ্যই পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের এ প্রতারণার বাস্তব চেহারা তখনই ভেসে উঠে, যখন ইহুদীরা উক্ত রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করে অন্য রাষ্ট্রের দিকে মনোনিবেশ করে। অতপর পেছনে এমনসব ময়লা আবর্জনা ফেলে আসে, যেমন বন্যার্ত এলাকায় পানি চলে যাওয়ার পর পতিতাবস্থায় দেখা যায়।

ইহুদীরা উক্ত সহযোগীতা এবং ব্যাংকিংয়ের সূচনা করে জার্মানী থেকে। অতপর ব্রিটেনকে তাদের কেন্দ্রভূমি নির্ধারণ করে। ব্রিটেনকে নিজেদের স্বার্থমত ব্যবহারের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই ইহুদীরা নিউইয়োর্কের দিকে যাত্রা শুরু করে। ফলে দেখতে দেখতে আমেরিকা বিশ্ব বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখন আপনিই বিবেচনা করুন- এটা কি বাস্তবতা নয় যে, ইহুদীরা এখন ধীরে ধীরে আমেরিকা ছেড়ে অন্য কোন রাষ্ট্রের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে...??!!

সত্যিই যদি এ সহযোগীতা আর শিল্পায়ণের মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের ভাগ্য পরিবর্তন হত, তবে স্পেনবাসী কেন অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে পেছনে রয়েছে..?! শুধুমাত্র আমেরিকা আর ব্রিটেন কেন উন্নতি লাভে সামর্থ্য হয়েছে..?! আর এখন মার্কিন ডলারের মূল্য কেন "ইউরো"র বিপরীতে হ্রাস হতে শুরু করেছে..?! তাহলে এমনটি কেন হয় যে, এর কেন্দ্রভূমি কখনো স্পেন, কখনো ব্রিটেন, কখনো আমেরিকা, কখনো জাপান আবার কখনো কোরিয়া..?!

এটা হচ্ছে ঐ ড্রামা, যার ব্যাপারে স্বয়ং ইহুদীদের প্রোটোকোলস"এ উল্লেখ রয়েছে যে, "আমাদের এ পরিকল্পণাগুলোকে বিশ্ববাসী বুঝে উঠতে পারবেনা। আর যদি বুঝেই ফেলে, ততক্ষণে আমরা আমাদের কাজ সেরে ফেলতে পারব।" বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সময়ে সময়ে এ সহযোগীতা আর শিল্পায়ণ ব্যবহারের খাদে পড়েছে। কিন্তু একটি কথা চিরসত্য যে, ইহুদীরা যে রাষ্ট্রের দিকেই মনোনিবেশ করে, ঐ রাষ্ট্রেই টাকা-পয়সা আর ধনদৌলতের জয়জয়কার হয়ে যায়। হয়ত ঠিকই! কিন্তু শুধু হাত পর্যন্তই! সেখানকার স্থানীয় কোম্পানীগুলো কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাণিজ্যের সেই অতল সমুদ্রে বড় মাছের শিকারে পরিণত হয়। জনসাধারণের ভাগ্যে শুধুমাত্র সেটুকুই ঝুটে, যা হংকং আর সিঙ্গাপুরের বাজারে দেখা যায়। কি আশ্চর্য ব্যাপার- রাষ্ট্রীয় ও সরকারী বৈঠক থেকে নিয়মিত ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষনা করা হয় যে, "আমরা আইএমএফ থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। দরপতনের মজুদ ভান্ডার ১২.২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।" কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে, দ্রব্যমূল্য-বেকারত্ব আর দারিদ্রতার ক্ষেত্রে আরো একধাপ অবনতি হয়েছে।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়াদীর ক্ষেত্রে সচেতন লোকজন উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি ভাল করেই জানেন। এও জানেন যে, হাজারো নয়; লাখো ঘর থেকে চুলার আগুন বন্ধ করিয়ে আইএমএফ থেকে মুক্তি অর্জন করা হয়েছে। আর আইএমএফ-ও এজন্যই প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নিয়েছে যে, আমাদের সরকার তাদের সকল শর্ত মেনে নিয়ে নিঃশব্দে এগুলো বাস্তবায়ন করেছে, যেগুলো আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রের সরকারদের দিয়েই তারা বাস্তবায়ন করাতে পারেনি। আইএমএফের প্রস্তবাণার মধ্যে বাজেট নিম্নমুখী করা, বিভিন্ন বিষয়ে টেক্স আরোপ করা এবং বাড়িয়ে দেয়া, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যকে মার্কেট রেটের সমান করা, পেট্রোলের মূল্য প্রতি দু'সপ্তাহের ভেতরে বাজারমূল্যের মত রাখা, আমদানীকৃত দ্রব্যাদীর উপর এক্সাইজ ডিউটিকে হ্রাস ও স্বভাবজাত করা, জাতিয় স্বত্বে থাকা বড় বড় ব্যাংকগুলোর শিল্পায়ণ এবং ওয়াপদা, রেলওয়ে ও পিআইএকে স্বত্বাধিকার বানিয়ে দেয়া উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত শর্তগুলো বাস্তবায়ণের ফলে দ্রব্যমূল্য অনেকাংশে বেড়ে গেছে, দারিদ্রতার ক্ষেত্রে আরো একধাপ অবণতি হয়েছে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে বেসরকারী কোম্পানীসমূহ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরই ফায়দা হয়েছে। একারণেই সরকারী সহযোগী সংগঠন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। টেক্সটাইল শিল্পের ভবিষ্যৎ দিন দিন নিম্নমুখী হতে চলেছে।

এখনই যদি কথাগুলো আপনাদের বুঝে না আসে, তাহলে আপনাদের উচিত- আমেরিকায় গিয়ে মার্কিন জনসাধারণের পরিস্থিতি অবলোকন করা, হংকংয়ের স্থানীয় লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। এসকল ব্যাপারে যদি কেউ কোন মার্কিন বুদ্ধিজীবীর মতামতকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, তবে তার জন্য প্রসিদ্ধ মার্কিন শিল্পকার এবং "ফোর্ড অটো মোবাইল" কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা "হেনরি ফোর্ড" (১৮৬৩-১৯৪৭) এর রচিত "দি ইন্টারনেশনাল জিয়োয" গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে (এর বাংলা অনুবাদ বেরিয়েছে "বিশ্ব ইহুদী ফেতনাস্থল")। গ্রন্থে ইহুদী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত লিখেছেন। তাদের এ ড্রামার বাস্তবতাকে তিনি পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি ঐ প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন যে, বিশ্ব বাণিজ্যিক কেন্দ্র কখনো স্পেনে, কখনো লন্ডনে আবার কখনো নিউইয়োর্কে কেন হয়..??!!

এর বিপরীতে যদি সরকারী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা হত, বিশ্ব বাণিজ্যিক চুক্তির ভরসা নিয়ে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর ডাকাতির দরজা যদি বন্ধ করে দেয়া হত, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রক্তচোষা বাঁধনকে যদি শিকড় থেকেই কেটে দেয়া হত, তবে আল্লাহ তা'লাও জাতিকে সেই যোগ্যতা দিয়ে দিতেন- যার বরকত আপনি বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে দেখতে পেতেন। আমাদের ব্যবসায়ী ভাইগণ বিষয়টিকে খুব ভাল করেই বুঝে থাকবেন।

পেন্টাগন (Pentagon)...

এটাকে দাজ্জালের আভ্যন্তরীণ সামরিক হেডকোয়ার্টার (Interim Military head Quarter)বললেই চলে। জ্বি হ্যাঁ... দাজ্জালের আগমণের জন্য এখান থেকেই সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হচ্ছে। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পাঁচকোণাবিশিষ্ট। কিন্তু তাওরীতের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত সূলায়মান আ.এর মহর বা ঢালের নাম হচ্ছে পেন্টাগন। (সূত্র- "দাজ্জাল", লেখক- আছরারে আলম, দিল্লী)

ইহুদীরা বিশ্বময় ঠিক সেরকম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেরকম হযরত সূলায়মান আ.এর ছিল (একারণেই শক্তির নিদর্শনটি তারা সেখান থেকেই নিয়ে থাকে)। পেন্টাগনে অবস্থিত সুদক্ষ সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ইহুদী- চায় সে যে কোন রূপেই হোক না কেন। পাশাপাশি ওখানে কর্মরত অন্যান্য দায়িত্বশীলগণও তাদের অনুসারী। এরাই হচ্ছে ঐ সুদক্ষ সেনাদল, যারা দাজ্জাল প্রকাশ হওয়ার পর তার বিশেষ সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত হবে। এদের মধ্যে আসফাহানী ইহুদীদেরকে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করা হয়।

হোয়াইট হাউস (White House)...

এটিও একটি পারিভাষিক (Terminological)রূপ। এর অর্থ হচ্ছে ঐ প্রাসাদ, যেখানে দাজ্জাল আগমণের পূর্বে থেকেই ইহুদী ধর্মীয় পন্ডিতগণ (রাব্বী) বাস করে থাকে। (সূত্র- "দাজ্জাল", লেখক- আছরারে আলম, দিল্লী)

এসকল ধর্মীয় পন্ডিতগণ দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পর দাজ্জালের বিশেষ উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার যে, বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী ইহুদী ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ছদ্মবেশে বসবাস করছে। তারা স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজেদের ইহুদী হওয়াকে গোপন রাখছে।

ন্যাটো (NATO)...

বিশ্বযুদ্ধের পর সংস্থাটিকে মৌলিকভাবে বন্ধ করে দেয়ার দরকার ছিল। কেননা, এরপর সংস্থাটির আর কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের উপর সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মহা অভিযানটি সামনে রয়েছে বিধায় ন্যাটোকো শুধু বাচিয়েঁই রাখা হয়নি; বরং একে আরো ব্যাপক ও আধুনিকায়ণ করা হয়েছে। কেননা, অদূর ভবিষ্যতের মরণযুদ্ধে ন্যাটোর উপরই মহাদায়িত্ব অর্পন করা হবে।

ন্যাটো হচ্ছে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী এক সামরিক সংগঠনের নাম। যার মূল উদ্দেশ্য গতকালের মত আজও ইবলিসের মিশনের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং...

কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন-

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم.

অর্থাৎ "আর এভাবে অনেক মুশরেকদের কাছে তাদের নেতৃস্থানীয়জন সন্তান হত্যা করাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে পেশ করেছে, যাতে (নিজেদের হাতেই তাদের বংশকে নিঃশেষ করে দেয়া যায়) তারা তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং তাদেরকে ধর্মের ব্যাপারে সংশয়ে ফেলে দেয়।"

খৃষ্টানরা তাদের ইহুদী সরদারদের প্ররোচনায় নিজেদের বংশকে নিজেরাই ধ্বংস করেছে। আর বর্তমানে যে পরিস্থিতি ইউরোপে চলছে, তা আরো ন্যাক্কারজনক। মুসলমানদের বিরোদ্ধেও ইহুদীরা একই পন্থা অবলম্বন করেছে। এ মহাষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়ন করতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তরফ থেকে প্রতি বৎসর শত শত বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়। বর্তমানে বংশকে বিনষ্ট করার জন্য এতসব পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে যে, এগুলো গণনা করাও মুশকিল।

নাসা (NASA)...
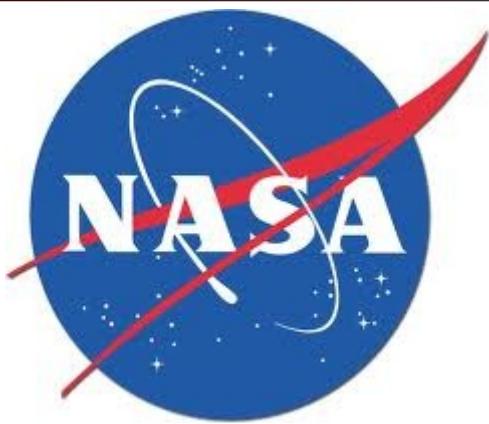
এটা হচ্ছে ঐ সংস্থা, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে বের হয়ে মহাকাশে দাজ্জালী শক্তির ভীতি স্থাপন করেছে। বর্তমানে মহাকাশে অবস্থিত স্যাটেলাইট পদ্ধতির মাধ্যমে সে সারাবিশ্বের উপর নজর রাখছে। তাদের জঙ্গি বিমান, মিযাইল, এটম বোমা ইত্যাদি সবকিছুই ঐ স্যাটেলাইটের সাহায্যে গাইড করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে তারা Infrared দূরবিন মহাকাশে প্রেরণ করেছে। এই দূরবিনের মাধ্যমে তারা প্রত্যেক উষ্ণ বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে, চায় ঐ বস্তুটি জনচক্ষুর অন্তরালে থাকুক।

বাহ্যিকভাবে এর উদ্দেশ্য বলা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে মহাকাশে অবস্থিত অজানা স্থানসমূহের সন্ধান পেতে সাহায্য নেয়া যাবে। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক সামরিক প্রস্তুতির আলোকে যদি লক্ষ করা হয়, তবে সহজেই বলা যায় যে, এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ শক্তিকে দেখতে পারা, যা সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়েনা। ইহুদীদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপই হয় ইবলিসকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। একটি কথা তারা খুব ভাল করেই জানে যে, জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের সাথে আল্লাহর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে মুজাহিদীনকে সহযোগীতা করে থাকে। তাহলে কি তারা এই আধুনিক দূরবীনের সাহায্যে ঐ আসমানী শক্তিকেও দেখে ফেলতে চায়..??!! যেন ফেরেশতাদেরকে প্রতিহত করার জন্যও কোন পদক্ষেপ আবিস্কার করা যায়..??!! আর এমনিতেই ইহুদীরা হযরত জিব্রাঈল ও মিকাঈল আ.কে নিজেদের পুরাতন শত্রু বলে মনে করে থাকে। এছাড়াও সংস্থাটির আরো অনেক গোপন মিশন রয়েছে, যেগুলো সবসময় জনসাধারণের জ্ঞানের বাইরে রাখা

হয়।

বর্তমান পরিস্থিতি এবং ইসলামী আন্দোলনসমূহ...

জুলুম-অত্যচার, নির্যাতন-নীপিড়ন নিঃশেষ করতঃ বিশ্বময় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ তা'লা কোরআনে কারীমে জিহাদের বিধানকে ফরয করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ তা'লা কতিপয় (অনিষ্ট) লোককে কতিপয় (উৎকৃষ্ট) লোকদের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে বিশ্বজুড়ে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ তা'লা সমগ্র জগতবাসীর উপর মহাদয়াবান (একারণেই আল্লাহ তা'লা ঈমানদারদেরকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, যাতে এর মাধ্যমে বিশ্বময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে দমন করা যায়)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্বিতালকে ফরয করার ক্ষেত্রে সমগ্র জগতবাসীর জন্য উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত ক্বিতাল জারী রাখার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে অনেক মঙ্গল নিহীত রয়েছে। যেখানে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই নয়; বরং সমস্ত সৃষ্টিকূলের জন্যই এতে বিরাট ফায়দা নিহীত রয়েছে বলে কোরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তো বটেই; জিহাদ জারী রাখা এমনকি পশুপাখি এবং অন্যান্য জীবজন্তুর জন্যও মহাকল্যাণের বিষয়।

একারণেই এই ফরযিয়াতকে আল্লাহ তা'লা কেয়ামত পর্যন্ত চালু রাখবেন। পাশাপাশি জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট কোন জাতি বা লোকদের জন্য অপেক্ষা করবেননা। সুতরাং একপ্রান্তের মুসলমান যদি উক্ত ফরযিয়াতকে আদায় করতে অলসতার পরিচয় দেয়, তবে আল্লাহ তা'লা অন্যপ্রান্তের মুসলমানদের দিয়ে এ কাজ আঞ্জাম দেবেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'লা বলেন- وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم(তোমরা যদি (জিহাদ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ তা'লা তোমাদরে স্থলে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন)। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-ও কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জারি থাকার কথা উম্মতকে শুনিয়ে গেছেন। যাতে করে উম্মত অলসতা আর অসতর্কতার দরুন এমহান ফরযিয়াত থেকে বিমুখ না হয়ে যায়।

আর তাই জিহাদ ফরয হওয়ার পর থেকে সত্যনিষ্ঠ বান্দাগণ প্রত্যেক যুগে ক্বিতালের মহান দায়িত্বকে আঞ্জাম দিয়েছেন। বদর প্রান্ত থেকে সূচীত এ কাফেলা ইরানের পুজ্য মহাঅগ্নিকে ঠান্ডা করেছেন। আফ্রিকার গহীন জঙ্গলসমূহে তাকবীরের সুমহান ধ্বনি উচ্চারন করেছেন। স্পেনের সবুজ বাগিচাগুলোকে একত্ববাদের সেজদার মাধ্যমে সুষমামন্ডিত করেছেন। সিন্ধের মরুভূমিতে নির্যাতিত নিষ্পেষিত কৃতাদাসদের চিরমুক্ত করেছেন। হিন্দুস্তানের উঁচু প্রান্তরগুলোকে তাওহীদের গানে গানে আন্দোলিত করেছেন। খৃষ্টবাদের কেন্দ্রভূমি কনষ্ট্যান্টিনোপলকে আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসী বানিয়েছেন। অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার আর হিংস্র-বর্বরতার অভ্যাসী ইউরোপিয়ান লোকদেরকে মানবতার সুশিক্ষা বুঝিয়েছেন।

এভাবেই কাফেলা প্রতিটি যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করে ন্যায় আর অন্যায়ের মাঝে সুবিশাল প্রাচীর দাড় করিয়েছে। ইমাম শামিল রহ. দাগিস্তান থেকে চেচনিয়া পর্যন্ত, সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ. রায়বেরেলী থেকে বালাকোঠ পর্যন্ত এবং শ্যামলী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভ্রমণ করে কাফেলাটি আফগানিস্তানে এসে এক নতুন ও পূর্নাঙ্গ আকৃতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। দেখতে দেখতে জিহাদ এমনসব অভিযানের জন্ম দিয়েছে যে, সারাবিশ্বের মুসলমানের কাছে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, একের পর এক ফেতনা সৃষ্টিকারী এই অনিষ্টকে একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই মেটানো সম্ভব।

একারণেই বিশ্ব কুফুরী শক্তি, যার বাহ্যিক সিপাহসালার হচ্ছে বর্তমান আমেরিকা- কারো তিরস্কার ও

ভেটোর পরোয়া না করে স্বীয় অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। সর্বশেষ সন্ত্রাসবাদ (দাজ্জালের পথের সকল বাধা)কে ছিন্নমূল করা পর্যন্ত অভিযান জারী রাখতে বদ্ধপরিকর রয়েছে। ক্রুসেড যুদ্ধের ব্যাপারে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে বিশ্ববাসী যা শুনতে পেরেছে, তা বুশের কোন উন্মাদনামূলক বক্তব্য ছিলনা; বরং বুশ যা বলেছে, বাস্তবেও বিষয়টি তাই যে, ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যকার সর্বশেষ মরণযুদ্ধের সূচনা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

সুতরাং তাদের সর্বপ্রথম টার্গেট হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনসমূহ। আর বুশের খোদা (ইবলিস বা দাজ্জাল) বুশের সাথে উক্ত যুদ্ধের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতির কথা বলেছে, সেটা হচ্ছে ঐ প্রতিশ্রুতি- যা বদর যুদ্ধের পূর্বে আবূ জেহেলের খোদা (ইবলিস) আবূ জেহেলের সাথে করেছিল। ইবলিস তাকে বলেছিল- "আমি তোমাদের সাথে আছি"। আর সে আবূ জেহেলকে মুসলমানদের বিরোদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ার্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সুতরাং বর্তমান সময়ে বুশের খোদা (ইবলিস) তার যত সন্তানাদী আর বাহিনীকে নিয়েই আসুক না কেন- মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর প্রভূ আজও মুজাহিদীনের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ক্রমাগত ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠাচ্ছেন। সুতরাং সফলতা একমাত্র ঈমানদারদের ভাগ্যেই লেখা রয়েছে, যা সর্বাবস্থায় তাদের পায়েই এসে চুমু খাবে। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে বিশ্বময় চলমান ইসলামী আন্দোলনসমূহের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা টানছি :-

জিহাদে ফিলিস্তীন...

এ আন্দোলনটি স্বীয় ইতিহাসে অনেক চড়াও-উতরাও প্রত্যক্ষ করেছে। বিভিন্ন ধ্বনি আর ভিন্ন ভিন্ন

মতাদর্শের ছাপ এর উপর পড়েছে। চুক্তি, কনফারেন্স এবং রাষ্ট্রীয় বৈঠকের খাদে একে ফাসিয়েঁ রাখা হয়েছে। উক্ত আন্দোলনে বিশ্ব তার সকল অভিজ্ঞতাই প্রয়োগ করেছে, কিন্তু নিপীড়িত জনেরা আরো নিপীড়িত হতে চলেছে আর লুটেরা সম্প্রদায় তাদের লুটতরাজে কয়েকধাপ অগ্রসর হয়েছে। নিরীহ ফিলিস্তীনী মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বের এমন কোন দরজাকে ছাড়েনি, যেখানে তারা ইনসাফের ফরিয়াদ না করেছে। কিন্তু সব দরজা থেকে তাদের জন্য একটি উত্তরই ভেসে এসেছে যে, "ধরায় নিরীহ দুর্বল লোকদের জন্য ইনসাফ নয়; বরং জুলুমই তাদের একমাত্র প্রাপ্য... যাদের বাহু থেকে ফায়সালা ছিনিয়ে আনার শক্তি খতম হয়ে যায়, তাদের ফায়সালা একমাত্র লুটতরাজ সম্প্রদায়ই করে থাকে...।"

ফিলিস্তীনী সম্প্রদায় তাদের সকল অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটানোর পর নিরাশ হয়ে এমন এক পথ বেছে নেয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে, যেখানে ফায়সালা করার জন্য ভিক্ষার দরকার হয়না, যেখানে ইনসাফের আশায় অত্যাচারীদের দুয়ারে দুয়ারে জিঞ্জির খটখটানোর দরকার হয়না; বরং ফায়সালা নিজেই এসে আওয়াজ দিতে থাকে।

ফিলিস্তীন আন্দোলন যখন থেকেই ইসলামের রঙ্গে রঙ্গীন হয়েছে, তখন থেকেই প্রতারক ইহুদী জাতির পক্ষ থেকে জুলুম-নির্যাতনের ষ্টীমরুলার আরো দ্রুতগতিতে পরিচালত হয়েছে। মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তা'লা একটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, সম্মান ও সফলতা অর্জনের জন্য কোরআন-হাদিসের বাতানো পদ্ধতি অনুযায়ী জিহাদ করা চাই। সুতরাং কোরআন-হাদিস ভুলে গিয়ে যদি জাতিগত বিষয়ে বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে জিহাদ পরিচালনা করা হয়, তবে এর মাধ্যমে মুসলমানদের কখনোই সম্মান মিলবেনা। এই মূলনীতির প্রতিক্রিয়া সকল ইসলামী আন্দোলনের মাঝে আপনার চোখে পড়বে- চায় তা ফিলিস্তীন আন্দোলন হোক, কিংবা কাশ্মীর বা চেচেন আন্দোলন। উক্ত আন্দোলন এসে বিশ্বের সকল প্রতারক জাতির চক্রান্তের মিঠাপানিতে বিষ মেরে দিয়েছে। এতদসত্তেও যে, বিশ্বের সর্বাধুনিক সিকিউরিটি সিস্টেম ইহুদীদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে। এরপরও মুজাহিদীন ইসরায়েলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ইহুদীদেরকে জাহান্নামের টিকিট ধরিয়ে দিচ্ছে।

ইহুদীবাদের সেই সুগভীর ষড়যন্ত্র, যার গতিপথ সমস্ত আরব্য সম্প্রদায় মিলেও রোধ করতে পারেনি, তেলখনিজে ভরপূর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো যে ইহুদীদেরকে কিছুই করতে সাহস পায়নি, আরব্য রাজনৈতিক বাজীগর- যারা কেম্প ডিয়োড আর অসলো"তে ইহুদী চক্রান্তসমূহের সামনে নতি স্বীকার করে বসেছে- জিহাদের ঝান্ডা ধারনকারী মুষ্টিমেয় নৌজোয়ানের কয়েক বৎসরের পরিশ্রম সেই বাজী ওলট করে রেখে দিয়েছে।

উক্ত জিহাদী মিশনের পূর্বে সকল পয়েন্টই ছিল ইহুদীদের কবজায়, তারা যেভাবেই চাইত, সেভাবেই চাল চেলে নকশা পরিবর্তন করে রেখে দিত। কিন্তু এখন ঐ সকল যুবক আর স্বীয় স্বত্বের বুঝ অন্তরে ধারনকারীনী বোনদের সীমাহীন ত্যাগের বদৌলতে বাজী এখন মুজাহিদীনের হাতে রয়েছে।

ইসলামী বিশ্বের জন্য এটি একটি শিক্ষনীয় বিষয় যে, একদিকে জিহাদবিরোধী প্রয়াসগুলো তৎপর ছিল। যদ্দরুন ইহুদীরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নিজেদের সমৃদ্ধ ইসরায়েল গড়ার দিকে মনযোগী ছিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদীরা ইসরায়েলে এসে বসত নির্মাণ করছিল। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা ছিল এই যে, স্বত্বাধিকারী বাড়ী মজুদ থাকা সত্তেও আশ্রয়ের জন্য শরণার্থীদের জন্য রাখা সেনাক্যাম্পে গিয়ে বসবাস করতে হত। সুতরাং যখন থেকেই জিহাদী অভিযান শুরু হল, তখন থেকেই বাজী পূর্ণাঙ্গরূপে উল্টে যেতে লাগল। ইহুদীরা যে স্থানটিকে নিজেদের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল মনে করে থাকে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেখানে এসে তারা একে একে বসতি স্থাপন করেছিল আর মনে করেছিল যে, সেখানে তারা বিশ্ব ইহুদী সরকার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে- সেই ভূমিটিই কিনা তাদের জন্য কবরস্থান সাব্যস্ত হতে লাগল। বস্তুত এটা তো হচ্ছে আল্লাহ পাকের ক্রোধের প্রারম্ভিক সূচনা। সেদিন তাদের কি উপায় হবে, যেদিন না পাথর না বৃক্ষ কোন স্থানেই তাদের আশ্রয় মিলবেনা, সবকিছুই তাদের বিরোদ্ধে অবস্থান করবে।

এটা হচ্ছে এক চরম বাস্তবতা, যেখানে সমস্ত মুসলমানদের জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা রয়েছে যে, জিহাদের মধ্যে আল্লাহ তা'লা আজও সেই শক্তি রেখেছেন, যার মাধ্যমে বিশ্বের শক্তিশালী দুশমনদের ঘুম পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়। ঐ সকল ইহুদী, যারা বিশ্ব প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে একের পর এক চাল চেলে যাচ্ছে, আজ মুজাহিদীনের ফেদাঈ অভিযানসমূহ তাদের মস্তিস্ককে ভণ্ডুল করে ছেড়েছে। এখন কোন চাল-ই তাদের বুঝে আসেনা। ফলে উন্মাদ হয়ে কখনো নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিঘ্নতার ঢোল বাজায়, তো কখনো দখলকৃত অঞ্চল থেকে বাহিনী ফেরত নেয়ার ঘোষনা শুনায়।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন জিহাদের মধ্যে এমনই এক প্রতিক্রিয়া রেখেছেন যে, জিহাদকে যদি চালু রাখা যায়, তবেই সকল সমস্যার সমাধান বের হয়ে আসবে, সকল পেরেশানী শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ফিলিস্তীনের জিহাদ সমস্ত ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি উত্তম আদর্শ হিসেবে ধরা যেতে পারে। ইসলামী সংগঠনগুলোর জন্য এখেকে অনেক কিছু শেখার আছে। ফিলিস্তীন জিহাদের গুরুত্ব এদিকে চিন্তা করলে আরো বেড়ে যায় যে, এটাই হচ্ছে সেই ঘাটি, যেখানে হক-বাতিলের মধ্যকার সর্বশেষ ফায়সালাটি সম্পাদিত হবে। কুফুর আর ইসলামের মধ্যকার সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধটি এতাদঞ্চলেই সংঘটিত হবে। আর তাই আন্দোলনটির সার্বিক সাফল্যের প্রতিক্রিয়াগুলো যে দাজ্জালী শক্তিগুলোর উপর পড়ছে, তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। সুতরাং সারা ইসলামী বিশ্ব এবং প্রতিটি মুসলমানের জন্য এতদাঞ্চলের মুজাহিদীনকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করা উচিত...!!!

জিহাদে আফগানিস্তান...

আফগানিস্তানের জিহাদ দেখতে দেখতে ইসলামী বিশ্বে এক নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। আল্লাহর সাথে মহব্বত পোষনকারী বান্দাগন যখণ ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর নাযিলকৃত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তখণ কুফুরী শক্তির সকল চক্রান্ত মাকড়ের জালের মত ছিড়ে পড়তে শুরু করেছে। তালেবানদের আন্দোলন রাতের আধাঁরে ভ্রমণকারীদেরকে প্রভাতের উজ্জল রবির সুসংবাদ দিয়েছে। কনকনে শীতে কম্পমান লোকদেরকে নিজেদের প্রজ্জলিত অগ্নির মাধ্যমে উষ্ণতা দিয়েছে। জ্ঞানবান অন্তরসমূহকে সমুদ্রের সুবিশাল ঊর্মিমালা দিয়ে প্রশান্ত করেছে। অত্যাচার-অবিচার, নির্যাতন-নিপীড়নের খাদে পড়ে থাকা সম্প্রদায়কে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাড়াতে শিখিয়েছে। হিনমন্যতা আর কাপুরুষতাকে ভাগ্যের লিখন সাব্যস্তকারীদেরকে ভাগ্য গড়ার সবক দিয়েছে।

তালেবানদের আত্মোৎসর্গ ত্যাগ শাবকের কাছে সিংহের মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছে। সিংহশাবকেরা নিজেদের পরিচয় বুঝতে পেরেছে। নিস্তব্ধতার দরিয়ায় পড়ে থাকা নিপীড়িত জনেরা এসে অত্যাচারীদের হাতে হাতকড়া পরিয়েছে। যুগের ফেরাউনদের বিরোদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে। মহব্বতের দাবী নমরূদী অগ্নিকে পছন্দ করে নিয়েছে এবং আজও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অন্যায়ের বিরোদ্ধে জিহাদ স্বমহিমায় চালু রয়েছে এবং চালু থাকবে ইনশাআল্লাহ।

জিহাদের সাথে বিদ্বেষ পোষনকারী সম্প্রদায় যা বলার বলুক- কিন্তু এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, উসমানী শাসনব্যবস্থা পতনের পর থেকে আফগান জিহাদের সূচনাকাল পর্যন্ত মুসলমানদের লাশে পৃথিবী ভরে উঠেছিল। আশ্রয় প্রার্থণার আর্তনাদ শুধু মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর উম্মত থেকে ভেসে আসছিল। উড়না নিলামে শুধু উম্মতে মুসলিমার বোনদের উঠছিল। এতিম হলে শুধু আমাদের সন্তানরাই এতিম হচ্ছিল। মায়েদের বুক খালি হলে শুধু এই জাতির মায়েদেরই খালি হচ্ছিল। বিধবা শুধু ঈমান ধারনকারীনী মহিলারাই হচ্ছিল।

আর আফগান জিহাদের পর থেকে দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে। এখন যদি আমাদের ঘরে চুলার আগুন না জ্বলে, তবে হত্যাকারীদের-ও রুটির যোগান হয়না। আমাদের সমাজে মাতম দেখা গেলে তাদের সমাজেও উল্লাসের ধ্বনি উঠতে পারেনা। আমাদের ঘরগুলো যদি জ্বালিয়ে দেয়া হয়, তবে দুশমনেরও সেখানে জ্বলে যেতে হয়। আমরা যদি পেরেশানীতে থাকি, তবে তারাও নিরাপদে থাকতে পারেনা। তীব্র শীতের রাতে যদি আমরা বিশ্রাম না করতে পারি, তবে তাদের চোখেও নিদ্রা স্পর্শ করেনা। আমরা যদি ঘরবাড়ীহারা হয়ে যাই,

তবে দেখবেন- তাদেরও বাড়ীতে থাকার সুযোগ হবেনা। হিসাব দু'পক্ষ থেকেই সমানে সমান। হ্যাঁ... কিছু আগপিছ হতে পারে। আমরা ইনশাআল্লাহ তাদের পিছু ছুটতেই থাকব। বিজয় আমাদের হাতেই ধরা দেবে। কেননা, আমরা তো আমাদের প্রভূর কাছ থেকে ঐ উপঢৌকনের আশা রাখি, যা কাফের সম্প্রদায় রাখেনা।

এই বাসনা অন্তরে ধারণ করে বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনসমূহ বিশ্ব কুফুরী শক্তির বিরোদ্ধে জিহাদের ঘোষনা করে ফেলেছে। যদিও কথাটি বাস্তব যে, কুফুরী শক্তির মত মুসলমানদের হাতে এতসব মরণাস্ত্র আর মাধ্যম নেই বললেই চলে। কিন্তু পেরেশানী নয়। প্রতিটি যুগে ঈমানদারগণ একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তারা তো আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখেই ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হন।

কুফুরী শক্তি এই চরম বাস্তবতাকে খুব ভাল করেই জানে। আর তাই বিশ্ব কুফুরী শক্তি দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পূর্বেই প্রত্যেক ঐ শক্তিকে ছিন্নমূল করে দিতে চায়, যারা দাজ্জালের পথে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার পর তালেবানরা ইবলিসী পদক্ষেপগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে পুরো মুসলিম বিশ্বের সামনে উত্তম দৃষ্টান্ত করে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে যে, চৌদ্দশত বৎসর পার হওয়ার পর আজও ইসলামের শান পূর্বের মতই রয়েছে, শুধুমাত্র একটিই শর্ত যে, সত্যনিষ্ঠ এবং সাহসী হওয়া লাগবে।

তালেবান আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সঠিক আন্দাজ ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবেনা, যতক্ষণ না ইসলামী শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব ও ইহুদীদের পদক্ষেপগুলোর উপর গভীর নজর না দেয়া হয়। যে সকল ব্যক্তিবর্গ তালেবানকে বুঝার পরিবর্তে ইয়ারকন্ডিশন কক্ষে বসে তালেবানদের বিরোদ্ধে ভাষা ব্যবহার করে, তারা তালেবানদের সকল দুঃসাহসী অভিযানের তাৎপর্যগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারবেনা, যতক্ষণ না স্বীয় চোখ থেকে দাজ্জালী মিডিয়ার চশমাটি খুলে দিয়ে কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে তা পর্যবেক্ষণ করবে।

আফসোস হয়... যখন দেখি যে, দুশমন ঐ আন্দোলনের সঠিক অর্থ বুঝে ফেলেছে, অথচ ঈমানের দাবীদারগণ এখন পর্যন্ত একে ঐ অর্থে বুঝে উঠতে পারেনি, যে অর্থে তা বুঝার দরকার ছিল। আফগান ভূমিতে কোরআনের শাসন সমাপ্ত হওয়ার পর তাদের ভাষ্য আরো দ্রুত ও ধারালো হয়েছে। এর মাধ্যমে ইবলিসী শক্তি যে পরিমাণ আনন্দ পেয়েছিল, ঠিক সেই পরিমাণ আনন্দ তারাও পেয়েছিল- যারা নিজেদের ব্যাপারে মনে করে থাকে যে, সে একজন মুসলমান।

অনেক মানুষ তো এজন্য উল্লাস করেছে যে, তাদের ভবিষ্যদ্বানীগুলো প্রতিফলিত হয়েছে যে, জিহাদের মাধ্যমে কোনই ফায়দা হয়না। এখানে বিস্তারিত বলার পরিবর্তে এতটুকু শুধু ইঙ্গিত করতে চাই যে, তারা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি যে, আল্লাহ পাক দুনিয়াতে বান্দাদের কাছ থেকে কি আশা করেন...!!

আল্লাহ তা'লা স্বীয় বান্দাদের থেকে এটাই চান যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ ও শাসনক্ষমতার সঠিক বিশ্বাসের উপর বান্দাগণ অটল থাকুক! চায় তা করার জন্য তাদের প্রাণনাশের শংকা থাকুক! হক-বাতিলের মধ্যকার এই যুদ্ধটিও সেই বিশ্বাস বাঁচানোর যুদ্ধ; শুধু শরীর বাঁচানোর যুদ্ধ নয়।

একারণেই তালেবানরা নিজেদের আক্বীদা ও বিশ্বাসকে অবিচল রাখার জন্য শাসনকে কুরবান করেছে। নিজেদের ঘরবাড়ী জ্বলতে দেখেছে। সুখ-শান্তিতে আগুন লাগিয়েছে। তবুও স্বীয় আক্বীদা ও খোদার প্রতি গভীর বিশ্বাসকে তারা বিক্রি করে দেয়নি। কুফুরী শক্তি নিজেদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের পরও তালেবানদেরকে তাদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক করতে পারেনি। এতদসত্তেও যদি কেউ বলে যে, জিহাদের মাধ্যমে কোনই ফায়দা নেই। তালেবান পরাজিত হয়েছে। তাহলে এর মাধ্যমে সে কোরআন-হাদিস থেকেই দূরে সরে যাবে।

তালেবান জাতি আফগানিস্তানের সকল আন্দোলনের জন্যই এক মায়ের মত, যার প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি ঘরে সবসময় অনুভূত হয়। সন্তান যদি ছোট হয়, মা-ই ঘরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। আর সন্তান যখন যুবক হয়ে যায়, তখনও মা-ই ঘরের মৌলিক ভিত্তী হয়ে থাকেন। পরিবারের সকল সদস্যের সাথে

পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখার বিষয়টি একমাত্র মা-ই সম্পাদন করতে পারেন।

ইবলিসী শক্তি ইসলামী নেতৃত্বের এ দিকটি সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানে। সেই মা নিজের সন্তানদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে কিভাবে লালন করতে পারত। ক্রান্তিকালে সেই মা তাদেরকে কিভাবে সাহস দিতে পারত, এসকল বিষয় ইহুদী ও তার মিত্ররা খুব ভাল করেই বুঝেছিল। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, কোরআনের উপর বিশ্বাসকারী এ সম্প্রদায় কোরআনী শাসনব্যবস্থার গুরুত্বই অনুধাবন করতে পারলনা।

বর্তমান আফগান আন্দোলন মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর আলোকে দিনবদিন দ্রুতগামী হতে চলেছে। উক্ত আন্দোলন সুদৃঢ় হওয়া মানেই সকল ইসলামী আন্দোলন শক্তিশালী হওয়া। কেননা, আল্লাহ তা'লা যমিনকে তার খাটিঁ বান্দাদের জন্য ঘাটি হিসেবে ঘোষনা করেছেন।

আফগান ভূমিতে মার্কিন বিরোধী সাম্প্রতিক মিশনসমূহ অবশ্যই খোদাভক্তদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। তাদের সফলতাগুলো দেখে ঈমানদারদের অন্তরে উন্মাদনার নতুন তরঙ্গ ভেসে উঠেছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সকল মুসলমানদেরকে এতদাঞ্চলকে সামনে রেখেই তাদের পদক্ষেপগুলো তৈরী করতে হবে। এতদাঞ্চলে অবস্থিত সকল মুজাহিদীনকে সর্বাবস্থায় শক্তিশালী করতে হবে। বর্তমান সময়ে যে যেখানে জিহাদরত আছেন, সকলকে মিশন চালু রেখে স্বীয় রিজার্ভ শক্তি আফগানিস্তানেই সরবরাহ করতে হবে। এতদাঞ্চলে যে রকম শক্তিশালী শত্রু বিদ্যমান রয়েছে, ঠিক সেই অনুপাতেই আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্য আবর্তিত হচ্ছে। আফগান ভূমিতে দাজ্জালী শক্তিগুলোকে অদ্যাবধি যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার খসড়া যদি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হয়, তবে বিজয়ের নেশায় মত্ত মার্কিন সম্প্রদায়ের সকল উন্মাদনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কিন্তু তারা যতই সত্যকে গোপন করে রাখুক- অচিরেই সকল বাস্তবতা বিশ্ববাসীর সামনে ধরা দেবে। তারা বুঝতে পারবে যে, হলিউড চলচ্চিত্রের ফিল্ম আর দৈত্যদানবের কাহিনীতে স্বীয় বীরত্ব প্রকাশকারী সেনাদের দৌরাত্ম কতটুকু!! আল্লাহর সত্যসৈনিকদের সামনে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া কতটুকু বাহাদুরী!! লোকেরা বলে থাকে যে, রাশিয়ার মত আমেরিকাকেও আফগানিস্তান থেকে পলায়ন করতে হবে। পক্ষান্তরে বন্ধুরা বলে- আমেরিকাকে পালাতে হবেনা। কারণ, এটি হচ্ছে সর্বশেষ যুদ্ধ। হক-বাতিলের মধ্যকার জীবন-মৃত্যুর লড়াই। সুতরাং রাশিয়ার ভাগ্যে তো পালিয়ে জান বাঁচানো জুটেছিল। আমেরিকার ভাগ্যে পালানোর সুযোগও জুটবেনা। খোদাভক্তগণও আমেরিকাকে এমন কোন চান্স দিতে রাজী নন, যার উপর ভর করে তারা পালাতে সক্ষম হবে। পৃথিবী দেখবে যে, আফগানিস্তান হচ্ছে মার্কিন কবরস্থান। এখানে আমেরকা যতই পরাজয়ের দিকে যাবে, ততই সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে থাকবে।

সুতরাং এই চূড়ান্ত লড়াইয়ের গুরুত্ব সামনে রেখে প্রত্যেক আহলে ঈমানের উপর মুজাহিদীনকে সাহায্য করা ফরয। যারা জান্নাতে নিজেদের স্তরকে উঁচুতে দেখতে চায়, যাদের অন্তরের বাসনা হচ্ছে যে, সে

ঐ সকল মর্যাদাপূর্ণ আসনগুলো অর্জন করবে, যা খোরাসান থেকে বের হওয়া সেনাদলের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। যদি বাসনা থেকেই থাকে, তবে এসে যান! আমরা আপনাকে আহবান করছি, দাওয়াত দিচ্ছি- স্বীয় ঈমান বাঁচানোর তাগিদ যদি অন্তরে থাকে, তবে ঐ সেনাদলের অংশ হয়ে পড়ুন (জান দিয়ে হোক বা মাল দিয়ে হোক)। যে সকল খোদাভীরু নিজেদের ঈমান বাঁচানোর ব্যাপারে সন্দিহান, তারা উঠে পড়ুন! গিয়ে তাদের দলে শামিল হয়ে পড়ুন! চায় সেনাদেরকে পানি পান করানোর মত ছোট্ট দায়িত্বটিও আপনাকে দেয়া হোক।

এটা হচ্ছে ঐ সকল লোকদের জন্য দাওয়াত স্বরূপ, যারা দাজ্জালী ফেতনা থেকে দূরে থাকার তাগিদ সম্বলিত হাদিসগুলোর উপর আমল করতে চায়। কারণ, প্রতিটি শহরই তখন দাজ্জালের ঘাটি হয়ে যাবে। নিরাপত্তা ও শান্তি শুধুমাত্র দূরের পাহাড়ী অঞ্চলের গর্তসমূহেই পাওয়া যাবে। সুতরাং এখনই সময়- ফেতনাসমূহ থেকে বের হয়ে নিজের ঈমানকে রক্ষা করুন!!!

এটা হচ্ছে ঐ সকল লোকদের জন্য দাওয়াত স্বরূপ, যারা প্রকৃতপক্ষে আম্বীয়ায়ে কেরামের উত্তরাধীকারী হতে চায়। মুজাহিদীনকে দরস দেয়ার জন্য, তাদের তা'লীম-তারবীয়াতের জন্য ঐ সেনাদলে শামিল হয়ে যান! তারাই নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত হাদিসগুলোর একমাত্র প্রত্যায়ন। যাদের হক হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যেখানে কোন মতানৈক্য ও দলাদলির পরিবেশ নেই।

এটা হচ্ছে দাওয়াত স্বরূপ উম্মতের ঐ সকল মায়েদের জন্য, সন্তানদের জন্য আপনাদের দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের জন্য আপনাদের উৎসাহ ও সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে।

এটা হচ্ছে ফরিয়াদ ঐ সকল বোনদের জন্য, যারা ভাইদেরকে বীরবেশে বিজয়ী অবস্থায় দেখতে চায়। আপনারা ভাইদেরকে ঐ সেনাদলের অংশ বানানোর জন্য নিজেদের দায়িত্বটুকু আদায় করুন! দুনিয়াদারী থেকে বের হয়ে জিহাদের দাওয়াতকে ব্যাপক করুন! সেই সেনাদলকে সুদৃঢ় করুন- যারা অদূর ভবিষ্যতের কঠিন পরিস্থিতিগুলোতে আপনাদের সতিত্বের প্রহরী হবে। দূরাবস্থা আসার পূর্বেই ভাইদেরকে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা দিন! যাতে আগামীকাল সেই আদরের ভাইটিকে লাঞ্ছনার মৃত্যুস্বাদ আস্বাদন করা অবস্থায় দেখতে না হয়।

এটা হচ্ছে ঐ সকল ভাইদের জন্য দাওয়াতস্বরূপ, যারা নিজেকে দেশপ্রেমিক মনে করে। উক্ত সেনাদলকে শক্তিশালী করুন! যাতে আগামীকাল ব্রাহ্মণদের অপবিত্র পদক্ষেপগুলোতেসেটি যুলকারনাইনের প্রাচীর হিসেবে দাড় হতে পারে।

এটা হচ্ছে দাওয়াত ঐ সকল বন্ধু-বান্ধবদের জন্য, যারা বিভিন্ন পরিস্থিতির দরুন অন্তর ভেঙ্গে দিয়ে ঘরের কোণায় বসে পড়েছে... যে, আপনি ঐ সকল শহীদ সাথীদেরকে স্মরণ করুন যাদের সাথে কখনো আপনি সময় কাটিয়েছিলেন। সেই মুহুর্তটি স্মরণ করুন, যখন খোদার সন্তুষ্টির জন্য তারা মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে পথ পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিল। আপনি কি ঐ সকল তাবু আর গর্তসমূহকে ভুলতে পারবেন... যেখানে আপনি আপনার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়গুলো কাটিয়েছেন...??!! জিহাদের প্রাথমিক দিনগুলো কি আপনি ভুলে গেছেন... যেখানে মহব্বতের সওদায় আপনি প্রথম কদম রাখছিলেন...??!!

অবশ্যই আপনার স্মরণে এসেছে!! ঈমানের সেই মধুরতা আজো অন্তরের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভূত হয়। আপনি যখন ইরাক ও আফগানিস্তানের অভিযানগুলোর খবর শুনেন, তখন আপনার অন্তরে নিরব থাকা সমুদ্রে হঠাৎ তরঙ্গের আওয়াজ ভেসে উঠে। কিছু ভুলের কারণে হয়ত আপনি কতিপয় সাথীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। বর্তমান সময়ে যে সকল সাথী ময়দানে আছেন, তাদেরও হয়ত হাজারো কাটাযুক্ত পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। আর সাথে থাকলে তো কত ঘটনাই কত সময়ে ঘটে যায়। কিন্তু আপনি আপনার শহীদ সাথী এবং আবদ্ধ বন্ধুদের কথা স্মরণ করুন- অবশ্যই আপনার শরীর শিহরিয়ে উঠবে।

কতিপয় সমস্যা আর সঙ্কটের কারণে যদি জিহাদ ত্যাগ করা জায়েয হত, তবে সর্বপ্রথম তো তালেবানরাই জিহাদ ছেড়ে দিত। কেননা, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা হয়নি। একারণে যদি জিহাদ ছেড়ে দেয়া বৈধ হত, তবে আরব সাথীগণ কখনোই জিহাদের নাম মুখে উচ্চারণ করতনা।

ওহে ঈমানদারগণ! অভিযোগ আর বিচার-আচার তো সবসময় চলতে থাকে। এটা তো অল্পকয়েকদিনের দুনিয়াতেই। আর জান্নাতে গিয়ে তো পরস্পর মহব্বত পোষনকারীই হবে। জিহাদের কাফেলা সদা চলমান থাকে, না কখনো থেমে থাকে, না কারো জন্য অপেক্ষা করে। সুতরাং সবসময় খেয়াল রাখবেন- কাফেলা যাতে হাতছাড়া না হয়।

আমরা সুসংবাদ জানাই ঐ সকল নওজোয়ানদের, যারা আফগানিস্তানে এসে ইসলামী ইতিহাসের সর্বশেষ মহাযুদ্ধে শরীক হয়ে গেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে, তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'লা ঐ সেনাদলের সিপাহসালার বানিয়ে দিন!! আমীন...!!!

জিহাদে ইরাক...

এটি এমন একটি আন্দোলন, যেখানে খুব দ্রুততার সাথে দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে চলেছে। ওখানে অভিযানরত মুজাহিদীন সামরিক পর্যায়ে মার্কিন বাহিনী অপেক্ষা বেশি অভিজ্ঞতা রাখেন। এরা হচ্ছে ঐ সকল মুজাহিদীন, যারা ২০০১ সালে তালেবান পতনের পর অন্তরে আফসোস নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিল যে, দুশমনদের সাথে পাল্টাপাল্টি মুকাবেলা করার সুযোগ হলনা। কিন্তু এখন আল্লাহ তা'লা তাদের আকাঙ্খাকে পূরণ করে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসে যে, ঘরে যেয়ে আরাম করার কোন সুযোগ নেই। এখনও ছুটি হয়নি। এখনও অনেক কিছু করার বাকী।

যেমনটি পূর্বে নুআইম বিন হাম্মাদের বর্ণনায় অতিবাহিত হয়েছে যে, দাজ্জাল স্বীয় খোদায়ী ঘোষনার পূর্বে দুই বৎসর ইরাক শাসন করবে। বর্ণনাটি পড়েই ইরাকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। পাশাপাশি ঐ বর্ণনা, যা ফুরাত নদী এবং অবশিষ্ট ইরাক সম্পর্কে বর্নিত হয়েছে, সেটাও মুসলমানদেরকে ইরাক নিয়ে অনেক চিন্তা-গবেষনার দিকে আহবান করে।

ইরাকের সেই তাৎপর্যের দিকটি বিবেচনায় রেখে সমস্ত ইবলিসী শক্তি জোটবদ্ধ হয়ে সর্বপ্রথম ইরাকের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ইরাকের পূর্বপ্রান্তে আসফাহান (ইরান) অবস্থিত। উত্তরে তুরস্ক আর উত্তর-পশ্চিমে শাম, দক্ষিণে সৌদী আরব, দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিমে জর্ডান অবস্থিত। এভাবে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে অদূর ভবিষ্যতের সকল পরিস্থিতে ইরাক কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকবে।

ইরাকে অভিযানরত মুজাহিদীন আগত দিনগুলোতে মক্কা মুকাররমা থেকে নিয়ে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত এবং খোরাসান থেকে নিয়ে الغوطة ও أعماق প্রান্তর পর্যন্ত সরবরাহের কাজে থাকবেন। শত্রুদের জন্য তারা খোদাপ্রদত্ত শাস্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন- ويكيدون كيدا وأكيد كيدا "কাফেররাও চক্রান্ত করে আর আমিও প্ল্যান করে থাকি"।

ইরাকের তরতাজা প্রেক্ষাপট অলসতার গভীরে থাকা আরবদেরকে জাগ্রত করে ছেড়েছে। এখন

সেখানকার মিম্বর-মেহরাব থেকে প্রকাশ্যে জিহাদের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। জনসাধারণের উন্মাদনা এখন জিহাদকে স্বেচ্ছাচারিতার শিকলে বাধা থাকতে দেবেনা। আরব্য জাতির প্রয়াস আর খোদাভক্ত লোকদের তাকবীর ধ্বনি এখন আরব্য রাজাদের দুর্গকে চূর্ণ করে দিতে চায়। আরব বিশ্বের পরিস্থিতি দিনদিন পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি আপনি এভাবে আন্দাজ করতে পারবেন যে, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দও এখন প্রকাশ্যে এমন ঘোষনা প্রদান করছেন, যা তাদের মুখ থেকে বের হওয়া অসম্ভব ছিল। আল-আযহার বিদ্যাপিঠের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক একটি টিভি চ্যানেলে ঘোষনা করেন যে, ইহুদী সম্প্রদায় থেকে বাঁচার এখন একটিই উপায় যে, তাদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা কর!! প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করেন- হে শেখ! আপনি কি বাস্তবেই তাদেরকে হত্যা করার কথা বলছেন ?? (অর্থাৎ আপনি যা বলছেন, বুঝে শুনে বলছেন তো ??) উত্তরে স্বনির্ভার হয়ে তিনি বললেন- জ্বি হ্যাঁ..।।

জিহাদে চেচনিয়া...

অত্যন্ত সুসংগঠিত একটি ইসলামী আন্দোলন, যা "মস্কো"কেও পর্যন্ত পরাধীন করে তুলেছে। এতদাঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের সম্পর্ক এমন এক জাতির সাথে, যারা একটি লম্বা সময় ধরে জিহাদের ঝান্ডাকে উঁচু করে রেখেছেন এবং বিশ্বের তিনটি বৃহত্তম মহাদেশ- এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মাটিতে ইসলামের পতাকা গেড়ে দিয়েছেন। চেচেন মুজাহিদীনের সম্পর্ক মূলত তুর্কী জাতির সাথে, যা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রাকারে মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। আপনি তাদের ধৈর্য্য, বীরত্ব আর সাহসিকতার আন্দাজ করলে অবাক হবেন যে, কমিউনিষ্ট বিপ্লব তাদেরকে সত্তর বৎসরেরও বেশি সময় ধরে কৃতদাস বানিয়ে রেখেছে। এমনকি ইসলামী নাম রাখা নিয়েও তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এহেন পরিস্থিতে স্বীয় ঈমান রক্ষাকারী (আবুল হাসান আলী নদভী রহ.এর ভাষ্যমতে) এরাই একমাত্র তুর্কী সম্প্রদায়, যারা কঠিন যুগেও বংশের পর বংশ ধরে ঈমান বাঁচিয়ে রাখার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বর্তমান সময়ে "ওয়াদী ফারগানা উজবেকিস্তান" (যহিরুদ্দীন বাবর এর জন্মস্থান)এ ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চলছে। ইহুদীরা আতঙ্কে রয়েছে যে, চেচেন আন্দোলন যদি সফলতার মুখ দেখে ফেলে, তবে সারা মধ্যএশিয়াতেই ইসলামী আন্দোলনের পূণর্জাগরণ উস্কে যাবে। আর তা হলে রাশিয়ার অবশিষ্ট অংশটুকুও আর বাকী থাকবেনা।

এই অঞ্চলটি সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। খনিজ পদার্থের মধ্যে গ্যাস আর ইউরেনিয়ামের মত মূল্যবাণ পদার্থ এখানে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যামান। এছাড়াও আল্লাহ তা'লা এতদাঞ্চলকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শক্তি এবং উর্বর ভূমির মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। এটাই হচ্ছে সেই অঞ্চল, যেখান ইমাম বুখারী রহ., ইমাম তিরমিযী রহ.সহ অসংখ্য মুহাদ্দিসীন এবং ইসলামী বিশ্বের বড় বড় ফিকহশাস্ত্রবিদদের জন্ম হয়েছে। যাদের আমরণ পরিশ্রমের বদৌলতে আজ আমরা দরস-তাদরীসের দৌলতে ধনবান হচ্ছি। এসকল

এলাকাকে ما وراء النهر (Transoxiana) ট্রান্স অক্সিয়ানা বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ এতদাঞ্চল সম্পর্কে ভালই অবগত আছেন।

জিহাদে ফিলিপাইন...

ফিলিপাইন এমন একটি অঞ্চল, যেখানে ইহুদীদের জন্য স্বীয় কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নে কোনই বাধা ছিলনা। এখানে বসেই সে সারা মধ্যএশিয়ার উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছিল। অতপর ফিলিপাইন জিহাদী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে তাদের কর্মসূচীগুলোর মাঝে লবণ ছিটা দিয়েছে। এটাই হচ্ছে একমাত্র অঞ্চল, যেখানে ইহুদীরা স্বশরীরে এসে নিজেদের মিশন সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু ফিলিপাইন আন্দোলন যদি এখন পর্যন্ত তাদের পদক্ষেপগুলো খতম না করে থাকে, তবে একথাটি অনস্বীকার্য যে, অনেকাংশেই তারা তাদের টার্গেটগুলো নির্মূল করে দিয়েছে।

সুতরাং এটিও ইবলিসের দৃষ্টিতে একটি ভাসমান কাঁটা। কেননা, আন্দোলনটি সম্পূর্ণ ইসলামী রঙ্গে রঙ্গীন। তাদের নেতৃত্বও হকপন্থী উলামায়ে কেরামের হাতে। ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এতাদঞ্চলগুলোতে ধর্মের প্রতি মানুষের ভক্তি প্রবল হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক ইহুদী দস্যুরা এদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর লুটতরাজ চালিয়ে ধনসম্পদের পাহাড় গড়েছে। এখন পর্যন্ত ঐ সকল এলাকাগুলোকে তারা দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে। কিন্তু জিহাদের বিকিরণ এসে এতদাঞ্চলের মানুষের মনে এক নবরশ্মির উদয় ঘটিয়েছে। ফলে পরিস্থিতি দ্রুত ইসলামপন্থীদের দিকে এগিয়ে আসছে।

জিহাদে কাশ্মীর...

জিহাদে কাশ্মীর এবং জিহাদে ফিলিস্তীনের মাঝে প্রবল সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। জিহাদে ফিলিস্তীন যেমনভাবে আন্তর্জাতিক ইহুদী পদক্ষেপগুলোর সামনে বিশাল বাধা। ঠিকতেমনি জিহাদে কাশ্মীর যতদিন চালু থাকবে, ইহুদীদের চোখেও ততদিন আরামের ঘুম দেখা দেবেনা। যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের পথের সর্বশেষ বড় বাধাটি হচ্ছে- জিহাদের প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষন ও পারমাণবিক বোমাসমৃদ্ধ পাকিস্তান। তাদের ধারণানুযায়ী মানুষের মন থেকে জিহাদের প্রতি এ আকর্ষন দূরীকরণ আর পাকিস্তানকে এটম বোমা থেকে মুক্তকরণের জন্য কাশ্মীরের জিহাদকে নিঃশেষ করা ইহুদীদের মহাস্বপ্ন।

ইবলিসী শক্তিসমূহ জিহাদে কাশ্মীরের এ তাৎপর্য সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত ছিল যে, জিহাদের বদৌলতে শুধু এতদাঞ্চলেই নয়; বরং বিশ্বজুড়ে জিহাদী অভিযানের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা যদি চালু থাকে, তবে মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্ম অবশ্যই জিহাদের আল্লাহু আকবার ধ্বনির মধ্য দিয়ে বিশ্বের বুকে জন্মলাভ করবে। যদ্দরূণ অন্য যে কোন আন্দোলন ঠেকানোর পূর্বে কুফুরী শক্তি জিহাদে কাশ্মীরের প্রতি মনোনিবেশ করেছে।

বিশ্বের নিপীড়িত জাতিদের মধ্যে একটি হচ্ছে কাশ্মীর, যার সাথে প্রতিটি যুগেই এমনসব নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়েছে, ইসলামী ইতিহাসে যেমনটি কখনো চালানো হয়নি। এমন এক জাতি, কখনো তাদের লাশস্তুপের উপর বাণিজ্যিক ভবন তৈরী করা হয়েছে, আবার কখনো জীবিত মানুষদেরকেই হিংস্র জানোয়ারের মত নর্দমায় বিক্রি করে দেয়া হয়েছে, তাও আবার পশুদের চেয়েও কম মূল্যে।

আল্লাহ তা'লা যখন কোন একটি জাতিকে নির্বাচন করেন, তখন যমিনের ময়লা খাদ থেকে বের করে তাকে আসমানের উচ্চতায় পৌছে দেন। এই জাতিকেও আল্লাহ তা'লা জিহাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতামতসমূহ, মানসিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের গবেষণা, বুদ্ধিজীবী আর দার্শনিকদের দর্শন তখনই ভুল সাব্যস্ত হতে লাগল, যখন এ জাতি জিহাদের ঝান্ডা সমুন্নত করল। মানসিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তা দেখে বিস্ময় পোষন করছিল যে, এটাই কি সেই কাশ্মীর জাতি, যাকে একজন ভারতীয় সিপাহী ছোট্ট লাঠি

হাতে নিয়ে ভেড়ার পালের মত একা হাঁকিয়ে নিয়ে যেত, যাদের জীবিত ব্যক্তিদেরকে জংলী-জানোয়ারের মত নিলামে বিক্রি করে দেয়া হত। তাদের বিশ্লেষণ তখনই ভুল প্রমাণিত হয়েছে, যখন এ জাতি জিহাদের তাকবীর ধ্বনি উঁচু করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জানপ্রাণকে এ রাস্তায় পেশ করা আরম্ভ করেছে।

বিশ্বজুড়ে চলমান ইসলামী আন্দোলনগুলো নিয়ে যদি গবেষণা করা হয়, তবে একটি ব্যাপার স্পষ্টতই প্রতীয়মাণ হয় যে, ত্যাগের দিক থেকে আফগান জাতির পর একমাত্র কাশ্মীরবাসীই সবচে' এগিয়ে রয়েছে। চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত আপন ভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া চাট্টিখানী কথা নয়!!

কাশ্মীরের এ জিহাদ শুধু ব্রাহ্মণ জাতিরই নয়; বরং ইহুদীদেরও আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। তাদের ত্যাগগুলোকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষকারীগণ জানে যে, ত্যাগের ময়দানে এ জাতি কত শত শত প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। শত ত্যাগ স্বীকার করা সত্তেও একটি কথা ভেবে তাদের প্রতি খুবি দয়ামায়ার উদ্রেক হয় যে, এটি হচ্ছে বিশ্বের সবচে' নির্যাতিত ও মজলুম আন্দোলন। তাদের সাথে ইতিপূর্বে যে আচরণ করা হয়েছে বা করা হচ্ছে, মনে হয় এমনটি অন্যকোন আন্দোলনের সাথে করা হয়নি। কি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ইসলামের শত্রুরা এ আন্দোলনের গভীরতাকে ভাল করেই বুঝেছে, ফলে অতি দ্রুততার সাথে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু আপনার মত ব্যক্তিরা আজ পর্যন্ত উক্ত আন্দোলনকেই ভাল করে বুঝে উঠতে পারলেননা। হাজারো শহীদদের তরতাজা রক্তও আয়নার সামনে বিদ্যমান ময়লাকে পরিস্কার করতে পারেনি।

বর্তমান সময়ে যে সকল শঙ্কা এ জাতির উপর ভর করছে, তা শত্রুদের ষড়যন্ত্র অপেক্ষা নিজেদের অমনযোগিতা সহযোগীতা না পাওয়ারত ন,নন দরুন হচ্ছে। এই অঘটনের কারণেই তো আজ ভারত তার হিংস্র মনোবৃত্তি পূরনের জন্য আমাদরে সামনে পূরাতন স্মৃতিগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মুসলিম কন্যাদের ওড়নাগুলো হিন্দুদের হাতে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। আর এদিকে সবাই দাড়িয়ে তামাশা দেখছে। চারপাশে মৃত্যুর শঙ্কা তেড়ে আসছে, আর এদিকে গানবাদ্য আর অমনযোগিতার জয়জয়কার চলছে।

আর্তনাদ মোর ভুলে যেওনা...!!

পাকিস্তানের বীর মুজাহিদীন স্বীয় কাশ্মীরী ভাইদের সাথে কতিপয় চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে, রক্তের শেষবিন্দু শরীরে অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে, আখেরী শ্বাস পর্যন্ত রনাঙ্গণ গরম করে রাখা হবে। হাত কেটে গেছে, কেটে যাক! পা ফেটে গেছে, ফেটে যাক! কিন্তু কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছা পর্যন্ত ছফর জারী রাখা হবে।

কাশ্মীরী ভাইয়েরা এখনও তাদের চুক্তির উপর সম্পূর্ণ অটল রয়েছে। আলোতে থাকা শত্রুরা অন্ধকারের ছোট্ট বাতিটিকে নিভানোর জন্য চারদিক থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারপরও তাকে নিভে যেতে দেয়া হয়নি। কাশ্মীরী ভাইয়েরা এখনও স্বীয় মিশনে অবিচল। তারা স্পেনের সেই নওজোয়ানদের ন্যায় শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মিশনে অটুট থাকবে, যারা গ্রেনাডার আমীর আব্দুল্লার অসাহসিকতা আর কাপুরুষতা সত্তেও সর্বশেষ মুজাহিদটি পর্যন্ত নিজের মিশন ও ইসলামী ভূখন্ড রক্ষায় অটুট ছিল আর স্বীয় প্রভূর দরবারে বারবার হাজিরা দিয়ে যাচ্ছিল।

কাশ্মীরী ভাইয়েরাও নিজেদের শেষ নিঃশাস থাকা পর্যন্ত সেই চুক্তিটি ভঙ্গ হতে দেবেনা। কেননা, তারা জানে যে, জিহাদের ক্ষেত্রে সফলতা শুধু এলাকা বিজয় করার নাম নয়; বরং এটি তো একটি আক্বীদাগত যুদ্ধ, যা নিজেদের সেই আক্বীদা আর বিশ্বাসের উপর জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জমে থাকা লাগবে। আর সেটাকেই প্রকৃত সফলতা আর কামিয়াবী বলা হয়। তাদের সামনে উত্তম আদর্শ হিসেবে ইসলামী ইতিহাস ভাসমান রয়েছে, যেখানে তারা পড়ে এসেছে যে, বিশ্বের সর্বনিকৃষ্ট ঐতিহাসিক পর্যন্ত মীর জাফর আর মীর সাদিককে সফল বলে আখ্যায়িত করেনি; বরং ইতিহাস ঐ সকল মহামনীষীকেই সফল বলে ভূষিত করেছে,

যারা নিজেদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে ছেড়েছে, কিন্তু স্বীয় বিশ্বাস আর দৃষ্টিভঙ্গিতে সামান্যতম ছিদ্র লাগতে দেয়নি। জীবিত থাকলে স্বীয় বিশ্বাসের উপর, জান চলে গেলে- তাও সেই বিশ্বাসের উপর। এটা কোন রাজনৈতিক লড়াই নয়; বরং শরীয়ত এজন্যই মিশনটিকে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করেছে।

তাগুতী শক্তি শুধুমাত্র এজন্য আমাদের বিরোদ্ধে লড়ছে, যাতে আল্লাহর মহিমা অন্তর থেকে বের করে তাদের আধুনিক ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সামনে মাথা নত করিয়ে দেয়। অপরদিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে- এমনটি কখনো হতে দেয়া হবেনা। তা করতে গিয়ে যদি আমাদের প্রাণ-ও চলে যায়, তখন আমরা স্বীয় আক্বীদায় অটল থাকা অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হব। আর সেটাই হচ্ছে মুসলমানের জীবনের একমাত্র লক্ষ। সুতরাং ওহে বিবেকবান সম্প্রদায়! তোমরাই বিচার কর- কোন মুজাহিদ যদি লড়াই লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যায়, তাহলে ন্যায়সঙ্গতার দৃষ্টিতে ফায়সালা করলে- প্রকৃত বিজয়ী কে ?? আমরা নাকি আমাদের দুশমন ?? সুতরাং কাশ্মীরের মুজাহিদীনও ইনশাআল্লাহ বিজয়ী হতেও পছন্দ করবে...!!!

তারা তো স্বীয় বিশ্বাসে অটল থেকে নিজের প্রাণটি উৎসর্গ করে বিজয়ের সাজ পরে নেবে। কিন্তু ইতিহাসে কি লেখা থাকবে..!! যে, এই চুক্তিটি অন্যকেউ সম্পাদন করেছিল ?? ভ্রমণসঙ্গী থাকার প্রতিশ্রুতিকারীগণ তো মনে হয় অন্য কেউ ছিল!! ইতিহাসের সামনে কি উযর পেশ করা হবে!! পরিস্থিতি প্রতিকূলে ছিল..?? সরকারী পলিসি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল..?? কিন্তু ঐতিহাসিকদের কলমকে এহেন পরিস্থিতিকে কে থামাতে পারবে..!! সে তো অবশ্যই ইতিহাসের বক্ষে খঞ্জর চালিয়ে একটি কথাই লিখবে যে, কাশ্মীরের শহীদদের সাথে চুক্তি করার সময় তো পরিস্থিতির প্রতিকূল/অনুকূলের ব্যাপারে কোন শর্তারোপ ছিলনা..!! মহব্বতের চিরসত্য পথে প্রথমবার পা রাখার সময় তো এমন কোন শর্ত সামনে ছিলনা..!! কেননা, মহব্বত তো কোনসময় শর্তের উপর ভিত্তী করে গড়ে উঠেনা!!

আমি যখন ঐ কাশ্মীরী বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ব্যাপারে চিন্তা করি, যারা ইতপূর্বে দু'বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। তাহলে পেরেশান হয়ে যাই যে, তাদের অন্তর থেকে নাজানি কিরূপ আহ্ বের হচ্ছে..!! আমি যখন সেই সাথীদের ব্যাপারে চিন্তা করি, যারা শিতের তুষারাবৃত রাতে ঠিঁটির করে পাহাড়ী পথ দিয়ে চলার সময় পেছনে তাকিয়ে দেখতে থাকে যে, পেছনের কাফেলাটি কতদূর পর্যন্ত এসেছে..!! এমন সময় তাদের দৃষ্টিতে কারো প্রতি কিরূপ বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকবে..!! কাল হাশরের ময়দানে জম্মুর সেই সবুজ শ্যামল উপত্যকাগুলো থেকে যখন শহীদগণ উঠে দাড়াবেন, তখন তাদের সাথে কোন চেহারা গিয়ে আমরা মিলিত হব..!!

এটা হচ্ছে সেই শহীদী তপ্ত খুন, যার মাধ্যমে কাশ্মীরের উপত্যকাগুলো রঙ্গীন হয়েছে। এটা হচ্ছে উম্মতে মুসলিমার কন্যাদের সেই আর্তনাদ, যা কাশ্মীরের নিস্তব্ধ আকাশকেও ভারী করে তুলেছে..!! জাহলাম নদীতে ভাসমান বোনদের উলঙ্গ লাশগুলো... কন্যার পথ চেয়ে থাকা বৃদ্ধ মায়ের নিষ্ঠুর চক্ষু... দুঃখ-দুর্দশায় পঞ্চাশ বৎসর যাবত পড়ে থাকা সবুজ শ্যামল বাগিচাগুলো জাহান্নামের দগ্ধ অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়েছে..!! সবকিছু প্রতীক্ষায় সহ্য করা হয়েছে যে, অবশ্যই একদিন ব্রাহ্মণদের কুফুরী আচরণ থেকে মুক্তি মিলবে..!! কাল হাশরের দিন তাদের বিরুদ্ধে কি অজুহাত পেশ করা হবে, যখন তাদের কাতারে ইমামুল মুজাহিদীন, মানবতার মুক্তিরদূত স্বয়ং মুহাম্মাদে আরাবী সা.-ও শামিল থাকবেন।

একথা চিন্তা করে আমার মনে কোন বিস্ময় উদয় হয়না। কারণ, আমি তাদের অদম্য সাহসের মাত্রা সম্পর্কে ভালরকম অবগত রয়েছি। তাদের জন্য যদি এক পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন দ্বিতীয় পথটি তারা নিজেরাই বেছে নেয়। এটাকে সত্যপথের যাত্রীদের মৌলিক সফলতা বলা হয়। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে বসে যাওয়া যতই সফলতার মাত্রা দিয়ে ঢেকে দেয়া হোক- ইতিহাস তাকে ব্যর্থ বলেই আখ্যায়িত করবে। সুতরাং আমরাও ঐ সকল নওজোয়ানদের থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করছি।

তাই কাশ্মীর জিহাদের সাথে মহব্বত পোষনকারীগণকে মনভেঙ্গে ফেললে চলবেনা। শহীদী রক্তের বিনিময়ে সওদাকারীগণ আজো বিদ্যমান রয়েছে। রনাঙ্গণের মাঝে দৌড়তে থাকা দ্রুতগামী ঘোড়ার

খোরগুলোকে রাজনৈতিক মাঠে নিয়ে আসার হীন প্রয়াস নতুন কিছু নয়। আজো কাশ্মীরের মুজাহিদীনের সাথে যা কিছু হচ্ছে, এটা না কোন মুজাহিদের কন্ঠ, আর না ব্রাহ্মণদের নির্যাতনে নিপীড়িত কোন যুবকের উন্মাদনা। তারা স্বীয় লক্ষে পৌছা পর্যন্ত না কারো কথায় কর্ণপাত করবে, আর না কোন পরাজয়ের কাছে নথি স্বীকার করবে। সুতরাং "ঢিলঝিল"এর পারে অবস্থিত বিলাসবহুল হোটেলগুলো থেকে নিয়ে দিল্লীর আয়েশপূর্ণ গদি আর বিছানা পর্যন্ত, কাঠমন্ডু থেকে নিয়ে ক্রাউটহাউস পর্যন্ত যতই গোপন পরামর্শ হোকনা কেন, জিহাদে কাশ্মীরকে কোনভাবেই বন্ধ করা সম্ভব নয়।

যদিও এটি একটি চরম বাস্তবতা যে, উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলোতে মুজাহিদীনকে মারাত্মক পেরেশানী ও দুরাবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু এগুলোর মুকাবেলায় আন্দোলনটি নতুনভাবে জন্ম নিয়ে আধুনিক এক ধাচেঁ নিজের পায়ে দাড় হতে দেখা যাবে। মুজাহিদীন যখন নিজেদেরকে অপ্রতিশ্রুতিশীল প্রত্যক্ষ করবে, তখন হতে পারে নিজেদের দিকে না তাকিয়ে তারা আন্দোলনটিতে সামরিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। এমনটি হওয়া কখনো অসম্ভব নয়। কারণ, আন্দোলনে এমন পর্যায় প্রায়ই এসে থাকে। কিন্তু এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর আন্দোলনগুলিতে এক ধরনের ঝাকুনি ও উগ্র মনোভাব তৈরী হয়ে যায়।

সুতরাং মুজাহিদীন কখনোই সাহস হারাবেনা। তবে হ্যাঁ.. তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি প্রদানকারীদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেককেই কাল কিয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মানুষের ব্যক্তিগত অপরাধ তো অনেক সময় মাফ হয়ে যায়, কিন্তু সামাজিক ও জাতিগত অপরাধ কখনোই ক্ষমা করা হয়না। ভুলে যাবেন না..! আপনি যদি আহলে কোরআন হয়ে থাকেন, তবে এর ইতিহাসটি উল্টিয়ে দেখেন। জাতিগত অপরাধকে আল্লাহ তা'লা কখনোই ক্ষমা করেননা। আখেরাতে তো প্রত্যেকেরই নিয়ত সাপেক্ষে হিসাব নেয়া হবে। যদি এমন কোন অপরাধে লিপ্ত হতে দেখা যায়, তবে দুনিয়াতেই এর শাস্তি এসে আবর্তিত হয়। আর শাস্তি যখন আসে, তখন সকলের উপরই আসে। তখন আর দেখা হয়না যে, সিদ্ধান্তটি কে নিয়েছিল..! বরং দেখা হয় যে, তখন কে কি কি করেছিল..!!

জিহাদে কাশ্মীর শুধু কাশ্মীরী মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; বরং এটি হিন্দুস্তানের পঁচিশকোটি মুসলমান আর চৌদ্দকোটি পাকিস্তানীর শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। ভারত যদি জিহাদে কাশ্মীর থেকে জান ছুটিয়ে নিতে পারে, তবে এরপর তাদের অপবিত্র পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে আর কোন বাধা অবশিষ্ট থাকবেনা।

সাপ্তাহিক "তাকবীর"এর ২৫তম সংখ্যায় (২৫ নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর) জর্জ ফ্রেডমেনের বরাত দিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ডক্টর ফ্রেডমেন "স্ট্রীফোর্ড গ্লোবাল ইন্টেলিজেন্স" নামক একটি প্রাইভেট কোম্পানীর সভাপতি।

ফ্রেডমেন "ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও"এর একটি ইন্টারভিউতে পাকিস্তানের বিরোদ্ধে কিছু উক্তি ছুড়ে দেয়। সেখানে সে বলেছে- "আমেরিকা সামনের বসন্তঋতু পর্যন্ত পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকায় হামলা করে দেবে। পাকিস্তান যদি সেই হামলাকে প্রতিরোধ না করতে পারে, তবে আমেরিকা এবং ভারত মিলে পাকিস্তান দখল করে নেবে।"

ফ্রেডমেন স্বীয় গ্রন্থ "আমেরিকায সিক্রেট ওয়ার" ও নিজের ব্যক্তিগত কিছু ইন্টারভিউয়ে দাবী করেছে যে, পাকিস্তানে হামলা করাটা আমেরিকারই প্রয়োজন। কেননা, আলকায়েদার কমান্ড পোস্ট এখন পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলসমূহে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরোদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার জন্য ঐ কমান্ড পোস্টকে ধ্বংস করা জরুরী। জর্জ ফ্রেডমেনের মতে- আমেরিকাকে পাকিস্তানের উপর পূর্বেই আক্রমণ করে দেয়ার দরকার ছিল। কিন্তু যেহেতু ঐ হামলা পরিচালনার জন্য আমেরিকার কাছে এখন যথেষ্ট পরিমাণ সেনা মজুদ নেই। সেহেতু আক্রমণটি সামনের বসন্তঋতু পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হল।" নিজের এ দাবীর প্রেক্ষিতে যুক্তি দিতে গিয়ে ফ্রেডমেন পেন্টাগনের এক বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়েছেন, যিনি ভুলবসতঃ আমেরিকার এ মহাপ্ল্যানকে মিডিয়ার সামনে ফাস করে দিয়েছিলেন। এতদসত্তেও মার্কিন মিডিয়া

পেন্টাগনের ইঙ্গিতে উক্ত তথ্যটিকে আর বেশিদূর এগুতে দেয়নি। (সাপ্তাহিক "তাকবীর")

কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'লা মুসলমানদেরকে কাফেরদের শত্রুতা আর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সম্পর্কে এভাবে সতর্ক করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. (آل عمران: 118)

অনুবাদ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছেড়ে (অন্যকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা! তারা তোমাদের সাথে প্রতারণা করে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে কোনরূপ কার্পণ্যতা করবেনা। তাদের আন্তরিক ইচ্ছাই হল যে, তারা যাতে তোমাদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে (এটাই চরম বাস্তবতা; হঠাৎ কোন ঘটনা নয়)। কারণ, তাদের বক্তব্যের মধ্যেই (তোমাদের প্রতি) চরম বিদ্বেষটি ফুটে উঠেছে। (এছাড়া) যা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো মারাত্মক। সুতরাং আমি তোমাদের জন্য এ নিদর্শনগুলো স্পষ্টরূপে বলে দিয়েছি। তোমরা যদি বিবেকবান হয়ে থাকো (তবে এর বাস্তবতাকে ভাল করে বুঝ!)

আল্লাহ তা'লা শত্রুদের মুখ থেকে তাদের লুকানো কথাগুলো এজন্যই প্রকাশ করে দেন, যাতে করে মুসলমান এগুলো শুনে পূর্বেই সতর্ক হয়ে যেতে পারে। মুক্তমনের অধিকারীগণ এসকল বর্ণনা পড়ে হয়ত এটাই বলবে যে, এগুলো হচ্ছে সব বাস্তববিরোধী বক্তব্য। আর পাকিস্তান তো আমেরিকারই ষ্ট্রাটেজিক পার্টনার।

কিন্তু যে সকল ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে এখনো ঈমানের কিরণ প্রজ্জলিত রয়েছে, যারা এখনো মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোকে রক্ষা করতে চায়, মা-বোনদের ইজ্জতকে রক্ষা করতে চায়, যাদের অন্তরাত্মায় দেশ-দশের প্রতি চরম ভালবাসা প্রোথিত রয়েছে, যারা এর জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তাদের কাছে কখনোই এমনটি মনে হবেনা যে, দেশ ও জাতিগত রক্ষার বিষয়ে তারা তিল পরিমাণ অলসতার প্রমাণ দেবে।

হাদিস এবং ঘটনার সারাংশ...

যেহেতু নবী করীম সা. ইমাম মাহদী এবং দাজ্জাল সম্পর্কিত ঘটনাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে যাননি। এজন্য ধারাবাহিকতার ব্যাপারে আগে বাড়িয়ে কিছু বলা সম্ভব না। তবে হ্যাঁ... নবী করীম সা. ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশের বৎসর এবং এর পূর্বের বৎসরের কিছু নিদর্শন বলে গেছেন। কিন্তু এখানেও একটি ব্যাপার স্মরণ রাখতে হবে যে, ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা কিন্তু আবশ্যিক নয়।

ইমাম মাহদী আবির্ভাবের নিকটতম ঘটনাবলী...

ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে যুলহিজ্জা (হজ্বের) মাসে।

এর পূর্বে نفس زكية তথা "পবিত্র আত্মা"কে শহীদ করে দেয়া হবে।

কোন আরব রাষ্ট্রের বাদশার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য দেখা দেবে। রমযান মাসে এক ভয়ানক বিকট আওয়াজ শুনা যাবে।

যুলকা'দায় (যুলহিজ্জার পূর্বের মাসে) আরব্য সম্প্রদায় গোত্রে গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ফলে তাদের মাঝে পারস্পরিক অনেক সংঘর্ষের সূত্রপাত হবে।

হজ্বের মওসুমে হাজ্বীদেরকে লুট করা হবে। হাজ্বীদের একটি বড় অংশকে হত্যা করে দেয়া হবে।

শামে (জর্ডান, ইসরায়েল, সিরিয়ার মধ্য থেকে কোথাও) সূফিয়ানী নামক এক ব্যক্তি নেতৃত্বে আসবে।

সে ঈমানদারদের উপর নির্যাতন চালাবে।

ফুরাত নদীর কিনারায় (ইরাকে) যুদ্ধ চলতে থাকবে।

বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য ঘাটিসমূহ...

গাযওয়ায়ে হিন্দ আর রূমকদের সাথে যুদ্ধ সম্বলিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী আবির্ভাবের সময় মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধসমূহে প্রধান দু'টি ঘাটি থাকবে। প্রথম ঘাটি হবে সারা আরব ভূখন্ড। আরব ভূখন্ডের বিভিন্ন স্থানে তখন মুজাহিদীন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে ফিলিস্তীন, ইরাক এবং শাম উল্লেখযোগ্য। এতদস্থলে যুদ্ধরত ইমাম মাহদীর হেডকোয়ার্টার থাকবে দামেস্কের "আলগুতা" প্রান্তরে। ওখান থেকে ইমাম মাহদী সকল মুজাহিদীনকে কমান্ড করতে থাকবেন। পক্ষান্তরে মুজাহিদীনের দ্বিতীয় ঘাটি হবে হিন্দুস্তানে। হিন্দুস্তানের নির্ধারিত কোন অঞ্চলে মুজাহিদীনের ঘাটি হওয়ার বিষয়টি হাদিসে বর্ণিত হয়নি।

আরব ভূখন্ড...

আরব ভূখন্ডের ঘাটি সম্পর্কে হাদিসে যেভাবে উল্লেখ এসেছে, তাতে ঘটনার ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ হতে পারে :-

ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করা মাত্রই তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা হবে, যা "বায়দা" প্রান্তরে মাটির নিচে ধ্বসে যাবে। এ সংবাদ শুনার পর শামের আবদাল এবং ইরাকের খোদাভক্ত সম্প্রদায় এসে ইমাম মাহদীর সাথে মিলিত হয়ে তার দলে শামিল হয়ে যাবে। অতপর একজন কুরায়শী লোক, যাকে সূফিয়ানী নামে ডাকা হবে, তার বাহিনীর বিরুদ্ধে ইমাম মাহদী যুদ্ধ করবে। হাদিসের ভাষায় এটাকে جنگ کلب বলা হয়েছে। যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হবে।

অতপর ইমাম মাহদী দামেস্কের নিকটবর্তী "আলগুতা" এলাকায় গিয়ে সেখানে মুজাহিদীনের কেন্দ্রীয় হেডকোয়ার্টার স্থাপন করবেন। ইয়েমেন এবং খোরাসান থেকে সুবিশাল দু'টি মুজাহিদ বাহিনী এসে ইমাম মাহদীর দলে শামিল হবে। রূমী খৃষ্টানরা মুসলমানদের সাথে একটি নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করবে। অতপর মুসলমান আর খৃষ্টানগণ মিলে পেছন দিক থেকে আসা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে। সেখানে মুসলিম-খৃষ্টান যৌথবাহিনী বিজয় লাভ করবে।

এরপর খৃষ্টানরা চুক্তিভঙ্গ করলে সকল কাফের সম্প্রদায় পূণরায় একত্রিত হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য "আ'মাক" (দাবেক) প্রান্তরে এসে পৌছবে। সেখানে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে কতিপয় বন্দি লোকদের ছেড়ে দেয়ার দাবী জানাবে। অতপর "আ'মাক" প্রান্তরে প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যুদ্ধে আল্লাহ তা'লা মুসলমানদেরকে মহাবিজয় দান করবেন। অতপর মুসলমানগণ রূমের দিকে অগ্রসর হয়ে রূম বিজয় করে নেবে (জরুরী নয় যে, কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়কারী মুজাহিদীন রূম শহর বিজয় করবে। এ বাহিনী অন্য বাহিনীও হতে পারে। ভ্যাটিকেন সিটিই হচ্ছে ইটালীর সেই শহর, যেখানে পোপ জন পল বাস করে থাকেন)।

দাজ্জাল তার বিদ্রোহ রাষ্ট্রগুলোতে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেবে। তখনকার পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন ও অত্যন্ত সঙ্কটাপূর্ণ হবে। একতৃতীয়াংশ মুসলমান জিহাদ ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াদারীতে লিপ্ত হয়ে যাবে। একতৃতীয়াংশ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশ দাজ্জালের পক্ষ থেকে মারাত্মক অবরোধের শিকার হবে। তারা সময়ে সময়ে দাজ্জালের বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে থাকবে। অতপর যখন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য মুজাহিদীন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবেন, তখন ঈসা বিন মারয়াম আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন।

হিন্দুস্তান ঘাটি...

পক্ষান্তরে হিন্দুস্তানে অবস্থিত অপর ঘাটিতে মুজাহিদীন হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। হাদিসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। তবে এতদাঞ্চলে দৃশ্যমান শত্রুপক্ষকে দেখে একটি কথা স্পষ্টকরেই বলা যায় যে, এখানকার যুদ্ধগুলিও অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদেরকে অনেক দুরাবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। অতপর মুজাহিদীন হিন্দুস্তানকে পরাজিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। আর এভাবে সারা হিন্দুস্তান জুড়ে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় বড় লিডার আর জেনারেলদেরকে জীবিত গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। অবশেষে শামে ফিরে এসে তারা ঈসা বিন মারয়াম আ.কে পেয়ে যাবে।

হযরত ঈসা আ. মুজাহিদীনের নেতৃত্ব দিয়ে দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আল্লাহর দুশমন অভিশপ্ত দাজ্জাল ঈসা আ.কে দেখে পালানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু ঈসা আ. দাজ্জালকে লুদ এলাকায় হত্যা করে দেবেন। অতপর ঈসা আ. ক্রোশ ভেঙ্গে দেবেন। শুকর হত্যা করে দেবেন। অতপর ইয়াজূজ-মাজূজ এসে চারিদিকে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেবে। আল্লাহ তা'লা ঈসা আ.কে আদেশ করবেন যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুমি তূর পাহাড়ে চলে যাও! সুতরাং ঈসা আ. আল্লাহর বান্দাদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যাবেন। অতপর ঈসা আ.এর দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'লা ইয়াজূজ-মাজূজের ঘাড়ে একপ্রকার বিষাক্ত কীট সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। অতপর আল্লাহ তা'লা বৃষ্টি দিয়ে সারাবিশ্বকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেবেন। এতসব ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর ঈসা আ.এর নেতৃত্বে সারাবিশ্বব্যাপী ইসলামী শাসন পূণর্প্রতিষ্ঠা হবে। চারিদিকে শান্তি এবং নিরাপত্তার জয়জয়কার হবে। তখন কোনপ্রকার পেরেশানী বাকী থাকবেনা। কেউ কাউকে কষ্ট দেবেনা। ভূমি তার গুপ্ত ধনভান্ডারগুলো প্রকাশ করে দেবে। আসমান থেকে প্রচুর পরিমাণে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হবে। এভাবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। অতপর আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে ঈমানদারগণ বিদায় হতে থাকবে। অবশেষে যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, তখন শুধুমাত্র কাফেরদের উপর সংঘটিত হবে।

কোরআনে কারীমে দাজ্জাল প্রসঙ্গ...

দাজ্জালের ব্যাপারে জনমস্তিস্কে একটি প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, তার ফেতনাটি যদি এতই ভয়াবহ ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তবে কোরআনে কারীমে তার বর্ণনা কেন উল্লেখ হয়নি। এর প্রতিউত্তরে উলামায়ে কেরাম অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন- এর একটি উত্তর তো হচ্ছে এই যে, দাজ্জালের উল্লেখ কোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে -

يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.

অর্থাৎ "যেদিন আপনার প্রভূর কতিপয় নিদর্শন (বিশ্ববাসীর সামনে) প্রকাশিত হবে, সেদিন কোন ঈমানদারের ঈমান কাজে আসবেনা, তবে পূর্বে থেকে যদি ঈমান এনে থাকে বা মুমিন অবস্থায় কোন উত্তম কাজ করে থাকে, সেটিই একমাত্র বিবেচিত হবে।" তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনটি বিষয় রয়েছে- যা প্রকাশিত হওয়ার পর কোন ঈমানদারের ঈমান কাজ আসবেনা, যদিনা পূর্বে থেকে ঈমান না এনে থাকে- (তিনটি বিষয় এই-) দাজ্জাল, دابة الأرض (বিস্ময়কর প্রাণী), পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এখানে দাজ্জালের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আর রাসূলে কারীম সা.এর হাদিসগুলো প্রকৃতপক্ষে কোরআনে কারীমেরই ব্যাখ্যা বর্ণনা করে। "তাফসীরে বাগাভী" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের বর্ণনা কোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত

আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে :-

لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس.

অর্থাৎ "আসমানসমূহ এবং যমিনসমূহ সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা বড় এবং কঠিন।" এখানে "মানুষ সৃষ্টি" বলে দাজ্জালকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (فتح الباري،ج:13ص:92)

এছাড়াও আবূ দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আউনুল মা'বূদ"এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর তা'লার বাণী لينذر بأسا شديدا (যেন তাদেরকে মারাত্মক শাস্তি থেকে ভয় দেখানো হয়) এখানে আল্লাহ তা'লা بأس শব্দটিকে شديد এর মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন। সুতরাং দাজ্জাল কর্তৃক খোদায়ী দাবী এবং তার ফেতনা ও শক্তিমত্তা অধিক হওয়ার কারণে একথা অধিক সমিচীন মনে হয় যে, আয়াতটির মাধ্যমে দাজ্জালই উদ্দেশ্য।

দাজ্জালের ফেতনা বনাম ঈমানরক্ষা অভিযান...

একের পর এক ভয়াবহ ফেতনার কালো ছায়াগুলো মানবতাকে তার জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে ফেলছে। ঈমানদারদের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপই ফেতনার আকার ধারণ করছে। কুফুরী শক্তির পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে এদিক-সেদিক ঘোষণা করা হচ্ছে। এখানে প্রতিটি মুসলমানের জেনে রাখা উচিত যে, পরীক্ষার এই হল দিয়ে অতিক্রম করা ব্যতিত জান্নাত-জাহান্নামের ফায়সালা করা হতে পারেনা। কোরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে- أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. (ওহে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবেছ যে, এমনিতেই তোমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেয়া হবে। অথচ আল্লাহ তা'লা এখনও প্রকাশ করে দেননি যে, তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং স্বীয় অভিযানে ধৈর্যধারনকারী।

এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'লার চিরাচরিত নিয়ম। আর আল্লাহ তা'লার নিয়মে কখনোই পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হবেনা। উপরে বর্ণিত সকল হাদিসগুলো আপনি ইতিমধ্যেই পড়ে এসেছেন। সকল হাদিসেই ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ এবং ঈসা বিন মারয়াম আ. আবির্ভাবের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধ। অর্থাৎ উনারা দু'জনই কাফেরদের বিরোদ্ধে মুজাহিদীনের নেতৃত্ব দেবেন। সুতরাং এখন থেকেই প্রতিটি মুসলমানকে নিজের ঈমান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত এবং ঈমান রক্ষার আশায় প্রত্যেকের অন্তরে জিহাদের মনোবাসনা আর শাহাদাতের আকাঙ্খা তৈরী করে এখন থেকেই এর প্র্যাকটিকেল প্রস্তুতি শুরু করে দেয়া উচিত। জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'লা জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয়ার কথা বলেছেন। কেউ যদি বলে যে, ইমাম মাহদীর যুগ তো এখনো অনেক দূর। সুতরাং বেঁচে থাকলে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ নিয়ে নেয়া যাবে। এধরনের মতামতের ব্যাপারে কোরআনে কারীমে একটি মৌলিক নীতি বর্ণিত হয়েছে- ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة (মুনাফিকীন যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষন করত, তবে অবশ্যই এর জন্য তারা সামান ইত্যাদি জমা করতে থাকত)।

যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে দিকভ্রান্ত করার জন্য ইবলিসী শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে কতিপয় মিথ্যা মাহদীকে মিডিয়ার সামনে তুলে ধরা হতে পারে। সুতরাং নবী করীম সা. যে সকল নিদর্শন ইমাম মাহদীর ব্যাপারে বর্ণনা করে গেছেন, এগুলোকে ভাল করে স্মরণ রাখা উচিত। এছাড়াও কতিপয় বিষয় রয়েছে, যেগুলোর উপর আমল করলে ফেতনাসমূহ থেকে বাঁচার জন্য খোদায়ী সাহায্য পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ...!!

(১) যেহেতু দাজ্জালের যুগে বাস্তবতা এতটুকু হবেনা, যতটুকু মুখের মাধ্যমে আর প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে ছড়ানো হবে। প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য সবচে' প্রতিক্রিয়াশীল মাধ্যমটি হচ্ছে মিডিয়া বা গণমাধ্যম (পত্রপত্রিকা, টিভি-সংবাদ, রেডিও-সংবাদ ইত্যাদি)। সুতরাং অত্যাধুনিক কমিউনিকেশন (টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি) এবং অন্যান্য টেকনোলোজীর প্রতি নিজেকে আপনি মুকাপেক্ষী করে

তুলবেননা। বরং এখন থেকেই সেই অভ্যাসটিকে আপনি গড়ে তুলুন। নিকট ভবিষ্যতে যদি এসবকিছুকে ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তখন আপনি কি করবেন...??!! সুতরাং এসবকিছুর উপর কম নির্ভরশীল হওয়াই দুনিয়া-আখেরাতে অধিক উপকারী সাব্যস্ত হবে ইনশাআল্লাহ...!!

(২) দাজ্জালী মিডিয়ার কুপ্রতিক্রিয়া যদি আপনি চিন্তা করেন, তবে তৎক্ষনাৎ যিকির-আযকার শুরু করে দেয়া উচিত। কেননা উক্ত মিডিয়ার কথা শুনে অভ্যস্ত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মস্তিস্কের মাধ্যমে চিন্তাভাবনা করেনা; বরং ঐ মিডিয়ার সংবাদ, ভিডিওচিত্র আর মতামতগুলো তার মস্তিস্ককে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে।

(৩) মুখের ফেতনাঃ তখন সত্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাজ্জাল ও তার অনুসারীরা বিভিন্নরকম প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে সত্যকে মাটিচাপা দিতে চাইবে। এজন্য আপনি যখন পশ্চিমা মিডিয়ার পক্ষ থেকে কোন সংবাদ শুনবেন, তখন বাহ্যিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মোবাইল বা মুখের মাধ্যমে সংবাদটি অন্যের কাছে পৌঁছাবেন না। এভাবে দাজ্জালী শক্তির প্রোপাগান্ডাকে আপনি সম্পূর্ণ না হলেও যথেষ্ট পরিমাণ ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হবেন। কোরআনে কারীমে কাফেরদের এ অপপ্রয়াসের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছেঃ

لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.

অর্থাৎ প্রোপাগান্ডা (ইফকের ঘটনা) শুনার পর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ নিজেদের ব্যাপারে কেন সুধারণা পোষন করলনা ?? এ কথা কেন বলল না যে, এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ।

(৪) দাজ্জালী শক্তির পক্ষ থেকে কোন বিষয়কে যখন ঘোলাটে করে দেয়া হয় এবং কোনটা সঠিক কোনটা ভূল নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়, এমতাবস্থায় ঈমানদারদের জন্য অত্যাধুনিক টেকনোলোজীর উপর ভরসা না করে আল্লাহর কালামের দিকে ফিরে যেতে হবে। কেননা দাজ্জালের চোখে দর্শনকারী আর আল্লাহর নূর দিয়ে দর্শনকারী বরাবর নয়। কোরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه অর্থাৎ যার অন্তরকে আল্লাহ তালা ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে প্রভূর পক্ষ থেকে নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে প্রতীয়মান হয়েছে যে, যাদের সংবাদপ্রাপ্তির মূলতন্ত্র হচ্ছে সংবাদমাধ্যম, তারা কোনসময় সত্য উদঘাটনে সক্ষম হয়না। বরং পশ্চিমা মিডিয়া থেকে যাই তারা শুনে, তাই তাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হয়। এভাবেই তারা আল্লাহর সৈনিকদের সহযোগীতার পরিবর্তে ইবলিসের সৈনিকদের সহযোগীতায় লিপ্ত হয়ে যায়। অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতামত শুনে আজ আফসোস করা ছাড়া আর উপায় থাকেনা।

(৫) অন্তরের স্ক্রীনকে পরিস্কার করুন! বিবেকবান মুসলমান ভাইয়েরা যখন পশ্চিমা মিডিয়ার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে টেলিভিশন বা কম্পিউটার স্ক্রীনে দেয়া ছবিগুলোর উপর চিন্তা গবেষণা করতে থাকে, তখন তাদের উচিত- ডানবামে না তাকিয়ে প্রথমে নিজের অন্তরের স্ক্রীনকে পরিস্কার করে নেয়া। পরিস্কার করার পর অন্তরের ঐ ছোট্ট স্ক্রীনেই সে এমন দৃশ্য দেখতে পাবে যা সারাজীবনভর অত্যাধুনিক টেকনোলোজী ব্যবহারের পরও দেখা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ তালা বলেনঃ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সঠিকরূপে ভয় কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ফুরকান দান করবেন।

ফুরকান হচ্ছে সেই স্ক্রীন, যার মধ্যে সাধারণ চোখে অদৃশ্যমান অনেক কিছুই ভাসতে শুরু করে। বান্দার সম্পর্ক তখন আসমানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বান্দাকে আল্লাহ তালা নিজস্ব নূর দান করেন, তখন সে খোদাপ্রদত্ত নূরে সবকিছু অবলোকন করতে থাকে।

(৬) সূরায়ে কাহফের প্রাথমিক আয়াতসমূহ

দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্যে নবী করীম সা. সূরায়ে কাহফের প্রাথমিক আয়াতসমূহ বেশি

করে পাঠ করার কথা বলেছেন। আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করুন

১- আল্লাহর প্রশংসার পর কোরআনে কারীম সত্য ও সত্যনবীর উপর অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب....)

২- আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকে দুনিয়া-আখেরাতে মারাত্মক শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। (لينذر بأسا شديدا..)

৩- সর্বাবস্থায় আল্লাহর অনুসারীদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। (ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات..)

৪- (খৃষ্টানদের মধ্যে) যারা আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে, তাদের জন্যও কঠিন পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে। (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.....)

৫- দুনিয়ার তুচ্ছ সৌন্দর্যে ভরসা না করে তাকওয়া ও খোদাভীতি অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। (وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا...)

৬- আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণনান্তে তাথেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে। (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا)

৭- আসহাবে কাহফের দোয়া.. (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا) এখানে হকের পরিচয় করনার্থে দুটি বস্তু আল্লাহর কাছ থেকে চাওয়ার কথা বলা হয়েছে- ১- হে আল্লাহ! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন! ২- সর্ববিষয়ে আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিন!

সুতরাং আয়াতগুলোকে দৈনন্দিন পাঠ করে এগুলোর উপর আমলে সচেষ্ট থাকতে হবে। আয়াতগুলোকে মুখস্ত করে নিতে হবে।

৮- তাকওয়ার মৌলিক স্তম্ভ হচ্ছে হালাল রিযিক অন্বেষন। হারাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকুন। এমননি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও দূরে থাকার চেষ্টা করুন। বর্তমান সময়ে তাকওয়া অবলম্বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সকল আমল করলে রহমতে ইলাহী সবসময় সাথে থাকে, সেগুলোর উপর নিয়মিত আমল করুন। যেমন, সর্বদায় অযু অবস্থায় থাকা, নামায শেষে ঐ স্থানেই কিছুক্ষণ বসে থাকা, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করা, বিশেষত যারা যে কোন ক্ষেত্রে নিজেদেরকে দ্বীনের সাথে জড়িত রেখেছে তাদের জন্য তাহাজ্জুদ অত্যন্ত জরুরী।

৯- আল্লাহর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য কোরআনে কারীম ও তাফসীর নিয়মিত পাঠ করা। সদা অন্তরকে নূরান্বিত রাখা। হক্বের কাফেলায় শামিল থাকার জন্য হক্বপন্থী উলামাদের সংশ্রব অবলম্বন করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহওয়ালাদের সাথে জমে থাকা।

১০- মহল্লায় মহল্লায় মসজিদের দায়িত্বশীলদেরকে তৎপর করে তুলা। বর্তমান সময়ে বিশ্বকুফুরী শক্তির প্রধান টার্গেটগুলোর একটি হচ্ছে- মুসলমানদের জীবন থেকে মসজিদের ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দেয়া। এজন্যই উলামায়ে দ্বীন ও ধর্মীয় লোকদেরকে বিভিন্ন উপায়ে বদনাম করা হচ্ছে। এ ষড়যন্ত্রের মূল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য মহল্লার মসজিদগুলোকে আবাদ করতে হবে, দায়িত্বশীলকে তৎপর বানাতে হবে। প্রতিটি মসজিদে কুরআনে কারীমের তালীম ব্যাপক করতে হবে।

১১- যে সকল কাজকে ইমাম মাহদীর যুগে ঈমানের একমাত্র নিদর্শন বলা হয়েছে, সেগুলোর জন্য এখন থেকেই মানসিক প্রস্তুনি নেয়া। যেমন, শরীরকে প্রচন্ড ঠান্ডা বা প্রচন্ড গরমের অভ্যাসী করে তুলা, কয়েকদিন পর্যন্ত ক্ষূধা বা পিপাসা সহ্য করার মানসিকতা, রাতের বেলায় পাহাড়ী অঞ্চলে চলাচলের মানসিকতা, হক-বাতিলের মধ্যকার ভয়াবহ চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেয়া। পাহাড়ী অঞ্চলে

জীবনধারনের জন্য নিজেকে উৎসাহী করে তুলা। নিজেকে এবং পরিবারের সকল সদস্যকে আল্লাহর রাস্তায় যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত করে তুলা ইত্যাদি।

ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং মুসলমানদের দায়িত্ব...

ইমাম মাহদী ও দাজ্জালের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলো অধ্যয়নে একটি কথা সহজেই বুঝে আসে যে, বর্তমান সময়ে বিশ্বময় যা কিছু ঘটে চলেছে, সবই হক-বাতিলের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধের উড়ন্ত সূচনা। ইবলিস তার দলবল নিয়ে বিশ্বময় স্বীয় তাগুতী শাসন প্রতিষ্ঠার হীন প্রয়াসে লিপ্ত, যাতে করে মানবতার ইতিহাসকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে আল্লাহর সামনে আদমসন্তানদেরকে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত সাব্যস্ত করতে পারে।

ইবলিসের এ মিশনে মানবতার চিরশত্রু ইহুদী সম্প্রদায় প্রধান ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাদেরকে ইবলিসের সমস্ত অনুসারীরা (মানুষের মধ্যে বা জ্বীনদের মধ্যে) সর্বাত্মক সহযোগীতা কর যাচ্ছে। এখন তারা পরিস্কার ঘোষণা করেছে যে, তাদের এ জঙ্গি মিশন চূড়ান্ত বিজয়ার্জন পর্যন্ত জারী থাকবে, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হাসিল পর্যন্ত তারা এ লড়াই লড়ে যাবে, যেখানে পিছু হটার কোন সুযোগ নেই।

এটা হচ্ছে সেই বাক্য, যা জর্জ বুশ এবং অন্যান্য কুফুরী সরদারদের মুখে প্রায়ই শুনে থাকবেন। আমরা অলসতার নিদ্রায় অচেতন মুসলমানদেরকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব- ওহে নৈরাশ্যের মরূপ্রান্তরে চলমান সম্প্রদায়! এটা তাদের কোন মিশন, যা এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়নি। তাদের মিশন যদি তালেবান হত, তাহলে সে তো তাদের মনমত অর্জিত হয়েছে। মিশন যদি আলকায়েদা হত, তাহলেও সেটাও (তাদের বক্তব্য অনুযায়ী) শেষ হয়েছে। মিশন যদি ইরাকের সামরিক শক্তি হত, তবে তাও খতম হয়েছে। কিন্তু জর্জ বুশ ও বারাক ওবামা এখনও বলে যে, মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ জারী থাকবে। তাহলে কি এর মাধ্যমে অন্য কোন মিশন উদ্দেশ্য ? যা কুফুরী সরদারগণ সম্পন্ন করতে চায়।

জর্জ বুশ ও বারাক ওবামা এমন এক রাষ্ট্রের সরকার, যা সম্পূর্ণই ইহুদীদের গোলাম। যাদের বেডরুম পর্যন্ত ইহুদীদের অশুভ দৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত নয়। তাদের সম্পর্ক খৃষ্ট সংগঠন WASP এর সাথে, যার ভিত্তিই হয়েছে ইসরায়েলের শাসন থেকে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, খৃষ্টানদের জীবনযাপনকে সম্পূর্ণ ইহুদীদের দয়ার উপর ছেড়ে দেয়া, এভাবে যে, দুনিয়া থেকে যদি ইহুদীবাদের সমাপ্তি ঘটে, তবে সম্পূর্ণ দুনিয়া খতম হয়ে যাবে। একারণেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইহুদীদের সংরক্ষণকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার মিশন মনে করে থাকে। এদের ব্যাপারে কোরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اؤلئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون অর্থাৎ নিঃসন্দেহে যে সকল লোক আমার পক্ষ থেকে মানুষের উদ্দেশ্যে স্পষ্টরূপে নাযিলকৃত সুস্পষ্ট আয়াত ও পথপ্রদর্শনকে গোপন করে ফেলে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং অভিশাপকারীদের অভিশাপ।

যেমনিভাবে দাজ্জাল তার মিশন খতম না করা পর্যন্ত পিছু হটতে রাজী নয়, তেমনি আল্লাহর মুজাহিদগণও অভিযান পূর্ণ না করা পর্যন্ত ময়দানে অটল থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইহুদী সম্প্রদায় যে দিনের অপেক্ষায় বসে আছে যে, তাদের কানা খোদা (দাজ্জাল) আগমণ করে বিশ্বময় ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, বস্তুত তা হচ্ছে ইহুদীবাদ সমাপ্তির দিন। সেদিন বৃক্ষ/পাথর পর্যন্ত তাদেরকে আশ্রয় দেবেনা।

আল্লাহর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য দুনিয়াভর আল্লাহর ওলীগণ দুশমনদের সাথে লড়াই করে চলেছে। মিশন এক, ঘাঁটি ভিন্ন। লড়াই এক, পরিকল্পণা ভিন্ন। দুশমন এক, চেহারা ভিন্ন। মুজাহিদীন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আসছে, আজও করছে। বিজয় বা শাহাদাত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে। না কোন দুশমন তাদের সংকল্পকে দুর্বল করতে পারবে, না আভ্যন্তরীণ কপটতা তাদের পথে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারবে। এটা সেই সংকল্পের ময়দান, যেখানে রাশান পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। এটা সেই তুফান,

যার ক্ষুরধার বিজলী দাজ্জালের সামরিক শক্তি এবং তার অর্থনৈতিক প্রতারণা (ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগন)কে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। এটা আল্লাহর দুশমনদের জন্য মহা উপঢৌকন, যেখানে শাস্তির জন্য পারমাণবিক বোমার অপেক্ষা করা হয়না, বরং নিজের শরীরকে বোমা বানিয়ে আল্লাহর শত্রুদেরকে উড়িয়ে দেয়া হয়। খোদায়ী সাহায্য সবসময় যাদের সাথে থাকে। তাহলে সাহস হারানোর কি হল যে, মুসলমানগণ আজ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। এখন তো প্রিয় বোনেরাও আপন ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে উৎসব করে। কাফেলায় যাওয়ার সময় তাদেরকে বর সাজে সাজিয়ে তুলে। এখন তো নওজোয়ানদের হিম্মত আরো বেড়ে গেছে যে, মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো লুফে নেয়ার সময় এসে গেছে।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রকার বাঁধা আর দুঃখ কষ্ট থাকা সত্তেও আল্লাহর মিশনকে পূর্ণ করতে আল্লাহর সৈনিকগণ আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, ইরাক, ফিলিপাইন, ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য ঘাঁটিতে অটল রয়েছে। প্রতিটি ঈমানদারকে তারা দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার তুচ্ছ হাঙ্গামায় মত্ত হওয়া ওহে মুসলমান! ইহকালের সৌন্দর্যের পেছনে দৌড়তে থাকা ক্ষান্ত যুবক! এসো.... আমরা তোমাকে এমন সৌন্দর্যের কাহিনী শুনাব, যার কথা শুনে ফুলসজ্জার রাতে বর তার সুন্দরী নববধূঁকে বিছানায় ফেলে চলে আসে। দুনিয়ার নেশায় মত্ত ওহে তরুণ! এদিকে এসো... আমরা তোমাকে এমন নেশা পান করাব, জান্নাতে যেয়েও এই নেশা (শাহাদাত) তোমার শেষ হবেনা। বাণিজ্যের অতল গহবরে নিমজ্জিত ওহে ব্যক্তিবর্গ! আসুন... এমন বাণিজ্যের দিকে, যেখানে শুধুই লাভ আর লাভ! ওহে উম্মতের শাসকসমাজ! জিহাদের সুমহান পথের পথিক হয়ে যাও...! দুনিয়ার বাদশাহী তোমার পায়ে এসে চুমু খাবে।

ওহে মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর গোলাম! ঈমান বাঁচানোর তাগিদে জান কুরবান করে দিও..! জান বাঁচানোর তাগিয়ে ঈমান বিক্রি করোনা! যেভাবেই পার ঐ সেনাদলের সহযোগী হয়ে যাও...। নিজেকেও ইমাম মাহদী আ.এর দলে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত কর! কারণ, ইমাম মাহদীর সঙ্গে তো একমাত্র তারাই অবস্থান করবে, যারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হবে। যুদ্ধটিও কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়- الملحمة الكبرى তথা ভয়ানক চূড়ান্ত বিশ্বযুদ্ধ। কর্ণকে ডেইজি কাটার এবং ক্রোজের ভয়ানক ধ্বনি শুনতে অভ্যস্থ কর! বিচারদিবসে যেন জাহান্নামের ভেতরে বিকট আওয়াজের সম্মুখীন না হতে হয় لهم فيها زفير وشهيق তথা আর যারা হতভাগ্য তারা দোযখে থাকবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। এটা নির্দিষ্ট কোন একদলের লস্কর নয়, এটা সমস্ত উম্মতে মুসলিমার প্রতিনিধি। কালেমা পাঠকারী প্রতিটি মুসলমানের উপর তাদের সাহায্য করা ফরয। জাতিগত সমস্ত ভেধাভেদ ভুলে গিয়ে একজোট হওয়ার সময় এসে গেছে। আসমানের ফেরেশ্তারা তোমাদের সাহায্যের জন্য সারিবদ্ধ দাড়িয়ে আছে। জান্নাতের সুন্দরী হুর তোমাদের অপেক্ষায় বিছানায় বসে আছে। শহীদগণ তোমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাচ্ছে- لا خوف عليهم ولا هم يحزنون তোমাদের কোন চিন্তা নেই, কোন পেরেশানী নেই (বরং আল্লাহর প্রতিশ্রুত জান্নাত তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে)

দাজ্জালের ফেতনা এবং নারীদের কর্তব্য...

মুসলমানদের প্রতিটি ঘর ইসলামের একেকটি দুর্গ, যেখানে কঠিন সময়েও সেই দুর্গ ইসলাম তাহযীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করেছে। খেলাফতে উসমানীয়্যা (১৯২৩) পতনের পর থেকে এখন পর্যন্ত যদি ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়, তবে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থা ও তাহযীব-তামাদ্দুন সংরক্ষণ একমাত্র মুসলমানদের ঘরোয়া পরিবেশের মাধ্যমেই করা হয়। কত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এমনটি ঘটেছে যে, শেষ এই দুর্গটি ছাড়া মুসলমানদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এমনকি মসজিদ-মাদ্রাসা পর্যন্ত কাফেরদের আয়ত্বে চলে গেছে। এতদসত্তেও এই দুর্গে অবস্থিত মুসলিম বাহিনী সাহস না হারিয়ে স্বীয় ঘাঁটিতে অটল থেকেছে।

ইসলামের এই দুর্গের বাহিনী হচ্ছে উম্মতের মা ও বোনেরা, যারা ইসলামের জন্য এমনসব কার্যক্রম

পরিচালনা করেছে, যার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের হাজারো বৎসরের মেহনত মাটির সাথে মিশে গেছে। বর্তমান সময়ে মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন, তা ইতিহাসের সবচে ভয়ানক এক পরিস্থিতি। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম নারীদের কর্তব্য পূর্বের চেয়ে দ্বীগুণ বেড়ে যায়। মুসলিম মা বোনদেরকে ঘরোয়া পরিবেশে কঠোর মেহনত করে নিজের ঈমানের পরিচয় বহাল রাখতে হবে।

ইসলামের শত্রুসকল বিগত আশি বৎসর যাবত আপনাদের হাতে পরাজিত হয়ে আসছে। তারা ভাল করেই বুঝেছে যে, মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে হলে সেনাবাহিনী দিয়ে নয়, বরং ঘরোয়া পরিবেশে থাকা ইসলামী বাহিনীকে স্বীয় দায়িত্ববোধ থেকে গাফেল করে দিতে হবে। এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা সুন্দর সুন্দর ধ্বনির মাধ্যমে বন্ধুর আকৃতিতে আপনার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ওহে মা ও বোনেরা! কালের ঘূর্নিপাক ও শত্রুদের চক্রান্ত বুঝে আপনাকে তাদের মুকাবেলা করতে হবে। কখনোই নিজের দায়িত্ববোধ থেকে অচেতন হলে চলবেনা। মুসলমানদের পুরুষবাহিনী আজ স্বীয় দায়িত্ববোধকে ভুলতে বসেছে। মস্তিস্কের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। উদাসীনতার কালো মেঘ তাদের মাথার উপর ভর করেছে। আপনাদের মত নারী সমাজকে আল্লাহ তালা বিরাট এক যোগ্যতা দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে অলসতার গভীরে পড়ে থাকা ঘরের ছেলেটিকে সাহস না হারানোর তালীম দেয়া। নিস্তেজ হয়ে যাওয়া নওজোয়ানদের মনোবলকে জাগ্রত করে তাদেরকে স্বীয় দায়িত্ববোধ সম্পর্কে অবগত করা। আপনাকে আল্লাহ তালা একটি সংগঠনরূপে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য দাজ্জালী ফেতনার বিরুদ্ধে আপনি অনেক বেশি তৎপরতা আঞ্জাম দিতে পারবেন।

আপনার ছোট্ট ছেলেটিকে সুপরিপক্ক মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলা এবং সর্বাবস্থায় তাকে ইসলামের প্রহরীরূপে তুলে ধরা মায়েদের প্রধান দায়িত্ব। শৈশব থেকেই তার মস্তিস্কে একটি কথা বসিয়ে দেয়া যে, তার ঈমান দুনিয়ার সবকিছু থেকে বেশি মূল্যবাণ। সুতরাং ঈমান বাঁচানোর জন্য যদি দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করা দরকার হয়, তবে কোন প্রকার ইতস্তত করা ব্যতিতই সে যেন সবকিছু কুরবান করে দেয়, তবুও মহামূল্যবাণ ঈমানের উপর যেন কোন আঁছড় পড়তে না দেয়।

عن عمران بن سليم الكلاعي قال: ما عدت امرأة في ربعتها بأفضل لها من ميضاة ونعلين ويل للمسمنات وطوبى للفقراء ألبسوا نسائكم الخفاف المنعلة وعلموهن المشي في بيوتهن فإنه يوشك أن يحوجن إلى ذلك. (الفتن نعيم بن حماد:2ص:451)

হযরত ইমরান রা. থেকে বর্নিত, তিনি বলেন- মহিলাদেরকে স্বীয় ঘরে দৌড় দেয়া বা চক্কর লাগানো পানির পাত্র এবং জুতা হতে উত্তম। মোটা মহিলাগণ সবসময় সমস্যার মধ্যে পড়ে। সুসংবাদ দরিদ্র মহিলাদের জন্য। তোমরা মহিলাদেরকে হালকা জুতা পরাও। তাদেরকে ঘরের ভেতরে চলাচল করতে শেখাও। কারণ, হতে পারে মহিলাদেরকেও চলাচল করার প্রয়োজন হবে।

উপরোক্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মুসলিম মহিলাদেরকে কখনো আরামপ্রিয় না হওয়া চাই। বরং তারা সবসময় শক্ত জুতা পরা চাই। নিজেকে ঘরের ভেতর বেশি করে চলাফেরা করার অভ্যাস করা চাই, যাতে শরীর সবসময় হালকা থাকে। কারণ, মুসলমান মহিলাদের উপর এমন পরিস্থিতি আসতে পারে, যখন তাদেরকে স্বীয় সম্ভ্রম ও ঈমান রক্ষার্থে পাহাড় বা গহীন জঙ্গলে পায়ে হেটে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। যেমনটি আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তীন এবং কাশ্মীরে ঘটেছে। উপরোক্ত বর্ণনার উপর আমল করার পাশাপাশি বিগত আলোচনাগুলোতে আপনি যেগুলো পড়ে এসেছেন, তার উপরও আমল করতে হবে, ঘরোয়া পরিবেশে এমনকি বংশীয় পরিবেশেও রীতিমত মিশন চালিয়ে যান এবং সামনের আগত ভয়ানক পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করুন।

ইরাকের নিরীহ মায়েদের দোহাই...! নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত ফিলিস্তীনী বোনদের দোহাই...! যাদের ফুলসজ্জার মেহেদী এখন পর্যন্ত ভাল করে শুকায়নি, এর আগেই সবকিছু উজাড়। কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের ঐ সকল কন্যাদের দোহাই...! যারা প্রতিটি মুহূর্ত প্রচন্ড ভয় আর আশংকার মধ্যদিয়ে

অতিবাহিত করে। ঐ সকল নিরপরাধ ছোট্ট শিশুদের দোহাই...! যারা খোলা আকাশের নিচে মা মা বলে চিৎকার করতে থাকে, কিন্তু তার মাকে ইসলামের শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আপনি তো অনেক উদার মনের মানুষ! আপনার মধ্যে তো ত্যাগের প্রতিক্রিয়া পুরুষদের চেয়ে বেশি থাকার কথা। ইরাকের মায়েদের অবস্থা দেখে, ফিলিস্তীনের নিরপরাধ শিশু কিশোরদের চেহারার দিকে তাকিয়ে, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের নিরুপায় বোনদের দিকে তাকিয়ে অবশ্যই আপনার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হবে। না জানি সেই কঠিন পরিস্থিতি কোনদিন আপনার ঘরের উপর এসে আবর্তিত হয়। আল্লাহর সমস্ত মুসলিম মা বোনদের হেফাজত করুন!!!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.........................